মায়ের দাবী

[নাটক]

শ্রীতুলসী লাহিড়ী

রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে প্রথম অভিনীত

শুভ উদ্বোধন ২৯শে শ্রাবণ

সন ১৩৪৮ সাল

১৪ই আগষ্ট, বৃহস্পতিবার

ষ্ট্যাণ্ডার্ড বুক কোম্পানী

২১৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা

প্রকাশক—
শ্রীননীগোপাল দে
২১৬ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা

দাম—পাঁচ সিকা
বর্দ্ধিত মূল্য ।০ চারি আনা

প্রিণ্টার—শ্রীরসিকলাল পান,
গোবর্দ্ধন প্রেস,
২০৯ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

উৎসর্গ

যাঁহার উৎসাহে সর্ব্বপ্রথম আমার সাধারণ রঙ্গালয়ের সংস্রবে আসিবার সুযোগ হয় এবং যাঁহার উৎসাহে নাটক-রচনার সঙ্কল্প আমার মনে প্রথম উদয় হয়—বাংলার রঙ্গমঞ্চের প্রথিতযশা শিল্পী ও লেখক ৺**অপরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়** মহাশয়ের স্মৃতির উদ্দেশে এই নাটকখানি উৎসর্গ করিলাম। ইতি—

বিনীত—

গ্রন্থকার

মুখবন্ধ

মুখবন্ধ লিখিয়া কার মুখবন্ধ করিব ভাবিয়া পাইনা। রচনা-সম্পদের দৈন্য, ত্রুটী বিচ্যুতি, ভুল-ভ্রান্তি এই নাটকটীতে প্রচুর কাজেই সকলে ইহার নিন্দায় পঞ্চমুখ হইলে দুই হস্তে তাহা চাপা দেওয়া সম্ভবপর নয়। অতএব সে দুশ্চিন্তা ত্যাগ করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া ইহা ছাপিতে দিলাম। সে অনেক দিনের কথা। ছায়াপটে Madame X দেখিয়া মুগ্ধ ও বিস্মিত হইয়াছিলাম। ঘটনা-সংস্থাপন কৌশলের ও রস-পরিবেশন বৈচিত্রের যে সন্ধান তাহাতে পাইয়াছিলাম তাহাই পরে আমাকে এই নাটকখানি রচনা করিবার প্রেরণা দিয়াছিল। ঘটনার সংঘটনে ও চরিত্রের বিকাশে এদেশে এবং ওদেশে পার্থক্য প্রচুর। সেইজন্য প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনেক পরিবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছি। মূল কাহিনী এত মূল্যবান যে তাহার অনুকরণে যাহা সৃষ্টি হইল তাহাও বাজারে আশাতীত মূল্যে বিক্রয় হইল। ছায়াচিত্রে এই কাহিনী 'রিক্তা' নামে সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে এবং রঙ্গমঞ্চে নাটকাকারে 'মায়ের দাবী' নামে অভিনীত হইয়া এখনও বহু দর্শকের মনরঞ্জন করিতেছে।

বন্ধুবর জ্যোতি সেন এই নাটক রচনায় আমাকে প্রচুর সাহায্য করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত যামিনীকান্ত মিত্র মহাশয় জনসাধারণে পূর্ব্ব-পরিবেশিত এই আখ্যানকে মঞ্চস্থ করিয়া সত্যই দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন এবং রঙ্‌মহলের কুশলী শিল্পীবৃন্দ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচালনায় ইহাকে একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর রসোত্তীর্ণ নাটকে পরিণত করিয়াছেন।

বন্ধুবর কবি, শৈলেন্দ্র রায় মহাশয় সঙ্গীত রচনা করিয়া নাটকের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধন করিয়াছেন এবং অন্য বহুপ্রকার উৎসাহ দিয়া আমাকে চিরকৃতজ্ঞ করিয়াছেন।

আমি হয়ত শিব গড়িতে বানর গড়িয়াছি। সুতরাং বাজারে বাহির হইয়া ইহা যদি নিজেকে জাহির করিতে পারে তাহা হইলে যশ ও সুখ্যাতি আমার সাহায্যকারী বন্ধুগণেরই প্রাপ্য। আর নিন্দাভাজন হইয়া অখ্যাতির কারণ হইলে তাহা আমার নিজের প্রাপ্য মনে করিব। এবং ভবিষ্যতে নাটক লিখিবার দুঃসাহস প্রকাশ করিতে বিরত থাকিব। ইতি—

শ্রীতুলসীদাস লাহিড়ী

যন্ত্রী-সঙ্ঘ

হারমোনিয়াম—	হরিদাস মুখোপাধ্যায়
পিয়ানো—	সুধীরচন্দ্র দাস
সঙ্গৎ—	শরদিন্দু ঘোষ
ক্লারিওনেট—	বৃন্দাবন দে
চেলো—	ক্ষীরোদ গাঙ্গুলী
বেহালা—	কালী সরকার

—মায়ের দাবী—

সংগঠনকারীগণ

পরিচালক—দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

—প্রযোজক—	—নাট্যকার—
যামিনী মিত্র	**তুলসী লাহিড়ী**

গীত-শিল্পী—	শৈলেন রায়
মঞ্চ-শিল্পী—	মণীন্দ্রনাথ দাস
সুর সংযোজক—	অমিয় ভট্টাচার্য্য

—নেপথ্য-বিধানে—

তন্ত্রধার—	মণিমোহন চট্টোপাধ্যায় অধীর কুমার ঘোষ
রাইটার—	কুলদা ভূষণ সেন
আলোকধারী—	খগেন্দ্রনাথ দে সুশীল কুমার দে সুধাংশু মিত্র শ্যামসুন্দর কর
বেশকারী—	রাখাল পাল সুশীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কালীচন্দ্র দাস বিভূতিচন্দ্র দাস

"মায়ের দাবী"

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিকাশের রিসেপশ্যান্ রুম।

সময়—সকাল বেলা।

[বিকাশ রায় বাহিরে যাইবার পোষাক পরিয়া শিস্ দিতে দিতে প্রবেশ করিল।]

বিকাশ। বেয়ারা! বেয়ারা!

[টেবিলের উপর হইতে খবরের কাগজ লইয়া একটা কৌচে বসিল]

[বেয়ারার প্রবেশ]

মেম্ সাহেবকো সেলাম দো। কহো সাব্ আভি বাহার যা রহা হ্যায়।

[বেয়ারা প্রস্থানোদ্যত]

বাবুর্চ্চিকো বোলো ব্রেক্‌ফাষ্ট কোঠিমে নেহি করেঙ্গে। এক পেয়ালা চা আওর বিস্কুট লাও।

[বেয়ারার প্রস্থান]

চাপ্‌রাশী! চাপ্‌রাশী!

[চাপরাশীর প্রবেশ]

গ্যারেজ্‌সে গাড়ী নিকাল্‌নে বোলো। আওর তুম্ দপ্তর্‌সে ফাইল লেকে গাড়ীমে রাখ্যো।

[চাপরাশীর প্রস্থান]

[করুণার প্রবেশ]

করুণা। এক্ষুনি বেরুচ্ছ ? আজ যে রবিবার, সে কথা ভুলে যাওনি ত' ?

বিকাশ। Chamber-এ একবারটি যেতেই হবে—কাল্‌কে একটা কেস্ আছে। কাজের চাপে ব্রিফ্ দেখবার আর সময় পাইনি !

করুণা। বেশ !

বিকাশ। ও বেশের মানে ত' বেশ নয় ! কিন্তু কি করব নিরুপায় !

করুণা। তাতো বটেই। কিন্তু আজ আমায় নিয়ে সরমা ঠাকুরঝির বাড়ী যাওয়ার কথা ছিল, তা বোধ করি কাজের চাপে আর মনে পড়েনি ?

বিকাশ। ও হো ! সে কথা আমি সত্যি ভুলে গেছি। আচ্ছা, আমি বরং ট্যাক্সি করে বেরুচ্ছি—তুমি গাড়ী নিয়ে সেখানে যেও।

করুণা। তার প্রয়োজন তো আমাকে নয়—প্রয়োজন তোমাকে। আমাকে তো সে সব সময়ই পাবে, কিন্তু সে হয়তো জানেনা যে কাজের ছল ক'রে আমাদের সামান্য সখ্ সাধ তুচ্ছ ক'ত্তে তুমি কত আনন্দ পাও।

বিকাশ। Now again ! সেই পুরাণো অভিযোগ ! এ কাজের যে ঝঞ্ঝাট কত, তাতো তোমরা কিছুতেই বুঝ্‌বে না !

করুণা। কেবলই কাজ—কাজ আর কাজ ! জীবনের সুখ-শান্তিই যদি কাজের চাপে পিষে যায় তা হোলে—যাক্‌গে, সকাল বেলা এ নিয়ে তোমার সঙ্গে কথা বাড়াতে চাইনে।

বিকাশ। ছিঃ ছিঃ ! আচ্ছা অবুঝ্ তো তুমি। আমরা পুরুষ—আমাদের লড়্‌তে হবে, ল'ড়ে জিত্‌তে হবে—নিজেদের প্রতিষ্ঠা ক'র্‌তে হবে। আর তোমরা মেয়েরা, তোমাদের—যাক্‌গে। ···কেন সব মনগড়া কষ্ট সৃষ্টি ক'রে মিছি মিছি দুঃখ পাও বল দেখি !

মুখের হাসি যে কতদিন দেখিনি, তাতো হিসেব কোরেও বলা মুস্কিল ! ...কত লোকজন আস্‌ছে, গান, বাজনা, খেলাধূলো... ...আরে আমি তো তোমার মোট বইবার গাধা আছিই—তুমি সুখে থাক্‌বে, হাস্‌বে, খেল্‌বে, গান গাইবে, দশজনে তোমার তারিফ ক'র্‌বে, আমার সংসারের তারিফ ক'র্‌বে—তবেইতো আমার এই পরিশ্রম সার্থক হবে।

করুণা। হ্যাঁ, হ্যাঁ—ব'লে যাও, থাম্‌লে কেন ? আমাদের—মেয়েদের কি কি ক'র্‌তে হবে সেটাও শুনিয়ে দাও।

বিকাশ। আরে কি বিপদ ! মেয়েদের আবার কি ক'ত্তে হবে—ব'সে ব'সে টাকাগুলো খরচ ক'র্‌তে হবে। দশটা পুরুষের মুখে প্রশংসা শুনে, আর দশটা মেয়ের মনে ঈর্ষা জাগিয়ে আত্ম-প্রসাদ লাভ ক'র্‌তে হবে !—কিসে তোমার রাগ, আর কেনই বা অভিমান—তা আমি আজও বুঝে উঠ্‌তে পারলাম্‌ না।... থাক্‌গে—যাক্‌, ওসব কথায় আর কাজ নেই।

করুণা। আর লাভই বা কি !

[বেয়ারা 'চা' লইয়া আসিয়া রাখিয়া দিয়া প্রস্থান করিল]

[বিকাশ এক চুমুক চা খাইয়া বলিল।]

বিকাশ। শোনো, এবারে যে দিন ফুরসুৎ পাব—কি কি সব নতুন গান তুমি শিখেছ, সব শোনাতে হবে কিন্তু।

করুণা। ফুরসুৎ হোলে তবে তো !

বিকাশ। না, না,—হবে হবে, নিশ্চয়ই হবে। সত্যি বড্ড জরুরী কাজ—আমি চল্‌লুম। না, না, না—অমন মুখ ভার ক'রে থেকোনা। নাও একখানা গাও আমি শুন্‌বো।

করুণা। তুমি আমাকে গ্রামোফোন ব'লে ভুল করনিতো ?

(গান)

বেদনা আমার সুরে সুরে যেন
কথা কয়,
দিনগুলি মোর ঝরা ফুল সম
ধুলি হয়।
হারা দিনগুলি মাঝে
বেদনার মত প্রাণে বাজে
হারাণো নদীর ক্ষীণ জলধারা
মরুপথে জেগে রয়।

[বিকাশ ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছিল।]

বার বার ক'রে ঘড়ি দেখছো যে, তোমার বোধকরি দেরী হ'য়ে যাচ্ছে, তুমি এস।

বিকাশ। সত্যি বড্ড দেরী হোয়ে যাচ্ছে। তা তুমি গাওনা, আমি মোটরে ষ্টার্ট দিতে দিতে যেন শুন্‌তে পাই।

[বিকাশ বাহিরে গেল। করুণা পাশের ঘরে গেল। বিকাশ ফিরিয়া আসিল অশোককে লইয়া।]

বিকাশ। (নেপথ্যে) Hallo good Morning! করুণা! একজন প্রতিনিধি রেখে যাচ্ছি—

[করুণার পুনঃ প্রবেশ]

এবার আর আমার উপর রাগ ক'র্‌বে না তো? - আরে চিন্‌তেই পার্‌লেনা নাকি? ইনি যে তোমাদের দেশের লোক! মিঃ অশোক মুখার্জ্জী—কি আশ্চর্য্য তুমি যে চিন্‌তেই পারলে না!

করুণা। চিনেছি।

অশোক। বিলেতে যাওয়ার আগে আমি বড্ড রোগা ছিলাম, তাই হয়তো চিন্‌তে একটু দেরী হোয়েছে—তা ছাড়া অনেকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই।

বিকাশ। ওঃ—আচ্ছা, তা হ'লে আপনারা বোসে গল্প করুন। আমি যাই—excuse me Mr. Mukherjee! বাধ্য হ'য়ে আজ র'ব্‌বারও একবার বেরুতে হ'চ্ছে। ওকে না খাইয়ে কিন্তু ছেড়ে দিওনা—আমি চ'ল্‌লুম।

[প্রস্থান]

করুণা। দাঁড়িয়ে কেন, বসুন—

অশোক। তোমার চেহারাও কিন্তু ব'দ্‌লে গেছে।

করুণা। একটু মোটা হ'য়েছি—না?

অশোক। হ্যাঁ।

করুণা। বিলেত থেকে ক'দিন এসেছেন?

অশোক। এই কিছুদিন।

করুণা। আমি মনে ক'রেছিলাম আর ফির্‌বেন না। সেই কবে আপনি বিলেত গেছেন—সাত বছর কি তারও বেশী হবে।

অশোক। ৭ বছর ১১ মাস—আস্‌বার ইচ্ছাও ছিলনা, কিন্তু আস্‌তেই হোল। আশ্চর্য্য! আপনার ব'ল্‌তে কেউ নেই, তবু যে কোথায় কি একটা আকর্ষণ—

করুণা। হাজার হ'লেও দেশের মায়া।

অশোক। হয়তো তাও হ'তে পারে।

করুণা। বৌ কি সেখানেই আছেন—না নিয়ে এসেছেন?

অশোক। বৌ! আমি আবার বিয়ে ক'র্‌লুম্ কবে?

করুণা। ও, করেন নি! ক'র্‌লেই বা কি ক্ষতি ছিল!

অশোক। সে দেশের মেয়ে—হুঁ। তেলে জলে কি মিশ খায়?—এরকম চুপ ক'রে ব'সে না থেকে বরং একটু চা দিতে বলনা—চা খাওয়া যাক্।

করুণা। ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ—ঠিক্ ঠিক্। বেয়ারা! আমার মনেই হয়নি—ছিঃ ছিঃ--

[বেয়ারার প্রবেশ]

বেয়ারা। মেম্ সাহাব!

করুণা। ব্রেক্ ফাষ্ট তৈরী?

বেয়ারা। দেরী হ্যায় মেম সাহেব।

অশোক। না, না, শুধু একপেয়ালা চা। সেই আগের মত গলা শুকিয়ে যাওয়ার ইয়েটা আছে কিনা!

করুণা। আচ্ছা, চা তৈরী কর, আর দুটো ডিম্—আমরা যাচ্ছি।

অশোক। শুধু চা—আমি আর কিছু খাবনা। এই খানেই নিয়ে আসুক না।

করুণা। আচ্ছা, এইখানেই নিয়ে এস’।

[অশোক একটু পরে বলিল ।]

অশোক। আমার আসাটা বোধ হয়—না হলেই হয়তো ভাল ছিল। কত কথা বল্‌বো ভেবেছিলাম, কিন্তু কিছুই যেন বল্‌বার নেই। অথচ একদিন নিছক বাজে কথাতেই সময় যে কোথা দিয়ে চ’লে যেত’!

করুণা। হ্যাঁ, হ্যাঁ! আমারই তো জিজ্ঞাসা করা উচিত ছিল! আপনি কি বরাবরই গ্লাসগোতেই ছিলেন? সে দেশের কথা কিছু বলুন না শুনি?

অশোক। সাত বছরের ফিরিস্তি দিতে আমার ৭ মিনিটও সময় লাগবেনা। শুধু একটি কথা, কাজ—

করুণা। হ্যাঁ, পুরুষদের ওই একটী কথা—কেবল কাজ, কাজ।

অশোক। হ্যাঁ, পুরুষদের ওই একই কথা—

[বেয়ারা চা আনিয়া অশোকের সামনে দিল। অশোকের অসাবধানতা বশতঃ খানিকটা চা পোষাকে ও খানিকটা মেঝেয় পড়িয়া গেল।]

করুণা। আ-হা-হা, আপনার সুটটা—

[বেয়ারার প্রস্থান]

অশোক। Ther's many a slip—'twixt the cup and the lips. তাই না মানুষ ভাবে এক, হয় আর এক।

[চা খেতে খেতে]

সেই ষ্টেট্ স্কলারসিপ্ পেলাম, কিন্তু আর ছ'মাস আগে যদি পেতাম, তা হ'লে—

করুণা। কেন আর পুরোণ কথা তুল্‌ছেন ?

অশোক। তা বটে! তোমার নতুন অনেক কিছুই আছে, কিন্তু আমার তো পুরোণ ছাড়া আর কিছুই নেই। সেই পুরোণ সুখ, পুরোণ দুঃখ কাজের ফাঁকে ফাঁকে, থেকে থেকে মনে এসে পড়ে।

করুণা। ভাগ্য !

অশোক। নিশ্চয়! দুর্ভাগ্যকেও ভাগ্য ব'ল্‌তে হবে।

করুণা। আপনি জানেন, দাদামশাই সেকেলে লোক—তাই আমার কোষ্ঠী তিনি ক'রিয়েছিলেন। সেই কোষ্ঠীতে নাকি আছে—আমি চিরদুঃখিনী হব।

অশোক। হ্যাঁ, আমি তা শুনেছি। সেই জন্যই আমি গরীব ব'লে আমার বিয়ের প্রস্তাবে তিনি রাজী হন্‌নি। তোমার বিয়ে দিয়েছেন বড় ঘর দেখে। তা হ'লেই দেখচ, দৈব তিনি খণ্ডন ক'রেছেন পুরুষাকারের সাহায্যে, কিন্তু আমার বেলায় পুরুষকার যে কিছুই ক'চ্ছেনা কেন, তা আমি ভেবেই পাইনা। এত চেষ্টা ক'রেও দেশে একটা চাকরী জোটাতে পারলাম না। যেতে হ'চ্ছে কোথায় সেই কলম্বো !

করুণা। সিলনে !

অশোক। হ্যাঁ, সেকেলে লঙ্কায়, রাক্ষসদের দেশে—যার যথায় স্থান।

করুণা। সেই যদি কাছে এলেন আবার অতদূরে ?

অশোক। এও ভাগ্য। আমার পক্ষে অবশ্য সবই সমান। তবে তোমার হয়তো এতে ভালই হবে। আমার স্মৃতি তোমার কাছে হয়তো দুঃখের, দুঃখের কারণটা দূরে ঠেলে রাখাইতো সুখের একমাত্র উপায়।

করুণা। কেন ও কথা বল্‌ছেন ? ব'ল্‌ছিতো আমার কোষ্ঠীতে আছে আমি চিরদুঃখিনী হবো।

[সরমার প্রবেশ]

সরমা। কিলো বউ, তোরা যে ৮টার সময় আমার ওখানে যাবি কথা ছিল। কই—ওমা !

[অশোককে দেখিয়া মাথায় পিন আঁটা শাড়ীখানা টানিয়া দিবার চেষ্টা করিতে লাগিল।]

করুণা। শাড়ী যে পিনে আঁটা র'য়েছে—কেন মিছে টানাটানি কচ্ছ ! ওঁকে দেখে তোমার আর লজ্জা ক'র্‌তে হবেনা। উনি হচ্ছেন মিঃ মুখার্জ্জী। সেই আমাদের গাঁয়ের যিনি বিলেত গিয়েছিলেন—আর ইনি আমার ঠাকুরঝি।

সরমা। হ্যাঁ হ্যাঁ কি নাম যেন,—অশোক অশোক। হ্যাঁ হ্যাঁ, অতুল মুখুজ্জে মশাইর ছেলে। ওমা তুমি এত বড় হ'য়েছ ! ওযে নিকার পরে' আমার শ্বশুড়বাড়ী যেতো ওর বাপ মা বেঁচে থাক্‌তে।

অশোক। না না, তখন আমার বয়স তের—হাফ্‌প্যাণ্ট প'র্‌তাম্।

সরমা। ওর বাপ্ আমার মাস্‌শাশুড়ীর কি রকম বেয়াই হোত'। সম্পর্ক একটু দূর হোলেও আত্মীয়তা ছিল খুব। তা কেমন আছ, কি করছ'—বে'থা ক'রেছ ?

অশোক। না।

সরমা। ওমা, করনি! তা আগেই জানি। জানিস্ বৌ, আজকালকার ছেলেদের দেখি—মেয়েদেরও দেখি, বিয়ে না করাটা একটা ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। কি যে ছাই ভাবে ওরা—জানিওনা, বুঝিওনা।

করুণা। বোধ হয় ভয় পায়!

অশোক। ভয় পাবার কথা নয় কি?

সরমা। কিসের ভয়, একটা মেয়েকে বিয়ে ক'চ্ছ—বাঘও নয়, ভাল্লুকও নয়।

অশোক। বাঘ ভাল্লুক না হ'লেই বা কি, মনের মিল সম্পর্কে একটা প্রশ্ন তো আছে।

সরমা। কেন, ভাল ক'রে মানিয়ে চল্লেই মনের মিল হবে। তোমাদের মন তোমরা নিজেরাই বোঝনা—এই হোয়েছে মুস্কিল। আমি দেখে শুনে ঘাব্‌ড়ে গেছি। বিণু আমার ষোলয় পা দিয়েছে, বিয়ে দিলেই হয়—

[করুণা হাসিল।]

হাসিস্‌নি. তোর বিমল যদি ছেলে না হোয়ে মেয়ে হ'ত তা' হলে এখন থেকেই ভাব্‌না সুরু হোত।

করুণা। কি যে বল! খোকা মোটেত' ৭ থেকে ৮-এ পা দিয়েছে।

সরমা। ওই হ'ল—আট থেকে আঠার হোতে আর ক'দিন! দাদার সঙ্গে বিণুর বিয়ের পরামর্শ ক'র্ত্তেই তো তোদের যেতে ব'লে-ছিলুম। তোরা তো গেলিনে, দাদা কোথায়?

করুণা। তিনি বেরিয়েছেন।

সরমা। তা হোলে আমি তো আর দেরী ক'র্‌তে পারিনা; ফির্‌বে কখন?

করুণা। দুপুরের আগেত নয়ই—

সরমা। তবে তুই এক কাজ কর, খোকাকে ডেকে আন—আমি নিয়ে যাই। বিকেলে দাদাকে সঙ্গে ক'রে গিয়ে খোকাকে নিয়ে আস্‌বি।

[করুণার প্রস্থান।]

হ্যাঁ, আজকাল কি কচ্ছ বল্লে না তো ?

অশোক। আমি বিলেতেই একটা ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম্মে চাকরী কচ্ছিলাম, ভাল লাগলনা তাই চ'লে এলুম।

সরমা। বেশ ক'রেছ, এবারে বে'থা ক'রে সংসারী হও। এমন কখনও শুনিনি—একজনের সঙ্গে বিয়ের কথা হ'য়েছিল—কিন্তু বিয়ে হয়নি ব'লেই আর বিয়ে কর্ত্তে হবেনা—এর কি কোন মানে হয় ?

অশোক। সে সব আবার আপনি কোথায় শুন্‌লেন !

সরমা। আমি শুনিছি। তোমরা বড্ড বাড়াবাড়ি ক'রেছিলে কিনা ! তা দেখ একটা কথা তোমাকে বলি, কিছু মনে ক'রনা। এখানে এসে তুমি ভাল কাজ করনি।

অশোক। কেন বলুনতো ?

সরমা। এটা তোমার বোঝা উচিত ছিল—ছেলে হ'য়েও তুমিই যখন ভুল্‌তে পারনি, আর এতো মেয়ে ! তাই ব'ল্‌ছিলুম বে'থা কর—তা হোলেই সব দিক মানিয়ে যাবে।

অশোক। আমি আপনার কথাটা ঠিক্ বুঝ্‌তে পারলাম্ না।

সরমা। কেন, এ আর একটা কঠিন কথা কি ? আমার জন্য তুমি দুঃখ পাচ্ছ—এ জান্‌লে তোমার জন্য আমার দুঃখ হওয়াটা স্বাভাবিক নয় কি ? এ হ'চ্ছে তাই। বলি—বলনা ?

অশোক। তাই নাকি ! তা হ'লে কালই আমি ম্যাড্রাস্‌মেলে রওনা হ'য়ে যাব।

[করুণা ও বিমলের প্রবেশ]

করুণা। পিসির বাড়ীর যাওয়ার আনন্দে এক দোয়াত কালি ঢেলে সারা ঘরে মেখেছে।

সরমা। ভাল হ'য়েছে—ভাল হ'য়েছে—কালি পড়া ভাল। চল্ খোকা, সেখানে মিণ্টু, কিণু, খেঁদা, মুটে, বড় বিশু, কালো, সবাই তোমায় নিয়ে যেতে ব'লেছে। আচ্ছা, তাহ'লে আমরা আসি বৌ। তা—দাদাকে বলিস্ তোরা না গেলে আর খোকাকে দিচ্ছিনা। বাড়ী এসে না দেখ্‌লেই ছুটে যাবে'খন।

[সরমা ও বিমলের প্রস্থান]

অশোক। ছেলে পুলে নাকি Investment for old age—শেষ বয়সে শেষ অবলম্বন।

করুণা। ওরা সব বয়েসরই অবলম্বন। এদের নিয়ে সব ভুলে থাকা যায়।

অশোক। কেউ ভোলে—কেউ ভোলে না। এইখানেই তো বিপদ্!

[কিছুক্ষণ উভয়ে নীরব থাকার পর করুণা বলিল।]

করুণা! আপনি এবার একটা বিয়ে ক'রে ফেলুন—এ ভাবে কি মানুষের চলে?

অশোক। চলেনা সত্যি। কিন্তু বিয়ে ক'র্‌বো কি! সে উৎসাহ আর নেই। তা ছাড়া বিয়ে একটা ক'রলেই হয়না! না না এ জীবনে আর হয়না। আর কদিনই বা বাঁচবো, তার জন্যে আবার নতুন ক'রে আয়োজন অসম্ভব।

করুণা। সে কি কথা, জীবনের এখনও অনেকদিন পড়ে র'য়েছে। সারা জীবন এম্‌নি ক'রে ভেসে ভেসে বেড়াবেন? না তা হ'তে পারে না—বিয়ে আপনাকে ক'র্‌তেই হবে।

অশোক। অসম্ভব! অসম্ভব!

করুণা। জীবনটা এম্‌নি ক'রেই তাহ'লে মাটী করবেন!

অশোক। তা ছাড়া কি আর করতে পারি, সোনা ক'রবার কৌশলটা তো আয়ত্ব ক'র্‌তে পারিনি! কি আর করা যাবে!

করুণা। আমার ওপর অভিমান আজও আপনার কম নয় দেখছি। কিন্তু সংসারে এর কোন মূল্য নেই—থাক্‌তে পারে না।

অশোক। তা কি আর জানিনা! কিন্তু জেনে শুনেও,—যাক্‌গে সে সব ব'লে কোন লাভ নেই—এ জীবন আমার কাছে তুচ্ছ হোয়েই গেছে।

করুণা। কি যে বলেন ছিঃ! জীবনে যা পান্‌নি তার জন্যে আর দুঃখ ক'রে কি হবে? যা পাচ্ছেন তাই নিয়ে সুখী হ'তে চেষ্টা করুন্—সংসারে আর পাঁচজনের মত সংসারী হন।

অশোক। না না, সে আর হয় না। সংসারে আমার কি সুখ, কিছু না। এই নিরর্থক জীবন আমার এম্‌নি ক'রেই শেষ হোয়ে যাক্—এ ব্যর্থ জীবনের বোঝা আর আমি বইতে পাচ্ছিনা!

[অশোক কৌচে এলাইয়া পড়িল। করুণা কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।]

করুণা। এ আত্মহত্যায় লাভ কি? এ দুর্ব্বলতা যেমন আমার পক্ষেও অশোভন—আপনার পক্ষেও তাই। ধরুন আমি যদি বল্‌তাম্—

[এমনি সময় বিকাশ আসিয়া দাঁড়াইল। এবং স্তব্ধ হইয়া করুণার কথাগুলি শুনিল।]

আমি আজও তেম্‌নি ভালবাসি। অনিচ্ছায় বাধ্য হ'য়ে আপনার জীবন ব্যর্থ ক'রেছি, আর সেজন্য অনুতাপও কম করিনি। আপনাকে সুখী ক'রতে পার্‌লে আমিও সুখী হ'তাম।—তা হলে কি আপনার মনে হত না—

বিকাশ। যোগ্য প্রতিনিধি দিয়ে গিয়েছিলাম—না? কি বল? আমাকে আর দোষ দিতে পারবে না নিশ্চয়ই। খোকা, তুমি ওপরে যাও।

[বিমল চলিয়া গেল। বিকাশের কথা শুনিয়া অশোক ও করুণা কিছুক্ষণের জন্য স্তব্ধ হইয়া রহিল। তারপর কহিল।]

অশোক। আচ্ছা, তা হ'লে এবার আমি উঠি।

করুণা। সে কি, আপনার খাওয়া হয়নি—

বিকাশ। আমি আসা মাত্রই আপনাকে উঠ্‌তে হবে, এমন তো কথা ছিলনা।

অশোক। না, তা নয়। আপনি না এলেও আমাকে এখন উঠ্‌তেই হ'ত—এক জায়গায় নিমন্ত্রণ আছে।

বিকাশ। ও! নিমন্ত্রণ! তা হোলে অবশ্য আমি পীড়াপীড়ি ক'র্‌তে চাইনা, তা উচিতও নয়। না? তুমি কি বল?

করুণা। আমি আর কি বলব?

বিকাশ। তবু—?

অশোক। নিমন্ত্রণের কথাটা হয়তো আগেই আমার বলা উচিত ছিল। না বলা ভুল হ'য়েছে। আচ্ছা, আসি তা হ'লে।

[প্রস্থান]

[অশোক চলিয়া গেলে বিকাশ ও করুণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। একটু বাদে করুণা চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেই বিকাশ বলিল।]

বিকাশ। তোমার সঙ্গে আমার গোটাকতক কথা আছে।

করুণা। বেশ তো বল!

বিকাশ। আমি সরমার ওখানে গিয়েছিলাম।

করুণা। তা আমি বুঝ্‌তে পেরেছি।

বিকাশ। বুঝ্‌তে পেরেছ না কি? ভাল! সরমার সব কথা অবিশ্যি আমি বিশ্বাস করিনি, আগেও না, আজও না। কিন্তু

নিজের কাণে যা শুনেছি তা তো আর অবিশ্বাস করা চলে না। আচ্ছা, একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—

করুণা। বিশ্বাস কি যুক্তি দিয়ে কাটানো যায়? আমাকে কোন কথা জিজ্ঞাসা ক'রোনা।

[প্রস্থানোদ্যত]

বিকাশ। তুমি তো জান, সত্যি মিথ্যের ব্যবসা ক'রেই খাই—ও সব আমি বুঝি। তোমার জবাব দেবার কিছু নেই, থাক্‌লে দিতে। কিন্তু ভাল বেসেছ একজনকে আর বিয়ে ক'রেছ অপরকে—দাম্পত্য-জীবনের এ মিথ্যাচার কোন্ ধারায় পড়ে?

[করুণা চুপ করিয়া রহিল। বিকাশ একটু সংযত হইয়া পুনরায় কহিল।]

আমাকে তুমি ভালবাস্‌তে পারনি, সেজন্য আমি তোমাকে দোষ দিইনা। ভালবাসার ভাণ তুমি ক'রেছ—সেটা সত্যি অসহ্য। নিজের মন যদি মুক্ত ছিল না, বিয়ে কর্‌লে কেন? এ বঞ্চনার কি প্রয়োজন ছিল?

করুণা। আমি বঞ্চনা ক'রেছি? একটুও না। ভালবাসার ভাণ আমি কোনদিনও করিনি—ক'রেছ তুমি। তোমার ঐশ্বর্য্যের মাপ-কাঠি হিসাবে তুমি আমাকে ব্যবহার ক'রেছ। একটু আগেই তুমি সেই কথাই ব'লে গেছ। যাক্—এ নিয়ে কথা কাটা কাটি ক'র্‌তে চাইনা। আমারও অসহ্য হয়ে উঠেছে—উভয় পক্ষের বঞ্চনা আজই শেষ হ'য়ে যাক্।

বিকাশ। বেশ তো যাক্ শেষ হ'য়ে, কিন্তু কি কর্‌বে শুনি?

করুণা। চির জীবনের মত তোমাকে আমি মুক্তি দেব।

বিকাশ। অর্থাৎ?

করুণা। আমি এখান থেকে চ'লে যাব।

বিকাশ। কোথায় ?

করুণা। মুক্তি দেওয়ার পরেও সেই কৈফিয়ৎ দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি ?

বিকাশ। একটা কেলেঙ্কারী ক'রে আমার সুখটুকু পরিপূর্ণ ক'র্‌বে —এইতো ?

করুণা। তোমার মুখে কোন কথাই বাধেনা—তুমি সব ব'ল্‌তে পার।

বিকাশ। কেলেঙ্কারী ছাড়া একে আর কি বলে ? কলঙ্কে আমার মাথা হেঁট হোয়ে যাবে। লোকের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবোনা।

করুণা। তা হ'লে কি কর্‌তে বল আমাকে ?

বিকাশ। আমি আর কিছু বল্‌তে চাইনা, তোমার সঙ্গে কথা বল্‌তেও ঘৃণা বোধ হয়।

[করুণা স্থির দৃষ্টিতে বিকাশের মুখের পানে তাকাইল—তারপর বিহ্বলের মত বলিল।]

করুণা। তুমি আমাকে ঘৃণা কর ?

[বিকাশও তেম্নিভাবে সম্মুখের দিকে মাথা নাড়িল। অপমানে ও বেদনায় করুণা একটা কৌচের উপর ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং মাথা গুজিয়া কাঁদিতে লাগিল। একটু বাদে চোখ মুছিয়া বলিল।]

করুণা। না—এর'পর এখানে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব। সত্যি আমি চ'লে যাবো, এক্ষুণি !

বিকাশ। এ শুভ সঙ্কল্পটি কি আজ অশোক মুখার্জ্জীর সঙ্গে দেখা হ'বার পর মাথায় এসেছে নাকি ? চমৎকার ! এ কেলেঙ্কারীর ফল কি হবে জান ? সেটা তোমার জানা আছে কি ?

[করুণা রাগের সহিত উঠিয়া আসিয়া]

করুণা। যা হয় হোক। আমি গ্রাহ্য করিনা। অন্ততঃ এরকম নিত্য

কেলেঙ্কারীর হাত থেকে তো রক্ষা পাব। খোকা!

বিকাশ। চুপ্! ডেকোনা খোকাকে, মায়ের দায়িত্ব তুমি ভুলে গেছ। তা মনে থাক্‌লে এরকম কথা মুখে আন্‌তে পারতে না।

করুণা। খোকাকে আমি নিয়েই যাব।

বিকাশ। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গেলেই কি মায়ের দায়িত্ব পালন করা হবে? সন্তানের প্রতি মায়ের দায়িত্ব যে কি এবং কতখানি তা যদি জান্‌তে তা হ'লে যেতে চাইতে না। একান্তই যদি যাও, তা হ'লে একলাই তোমাকে যেতে হবে মনে রেখ।

[করুণা অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া প্রশ্ন করিল।]

করুণা। কেন, তুমি ওকে আট্‌কে রাখ্‌বে নাকি?

বিকাশ। নিশ্চয়!

করুণা। স্বামীত্বের অধিকারে—?

বিকাশ। স্বামীত্ব স্বীকার ক'রলে তার অধিকারও স্বীকার ক'র্‌তে হয়। অবশ্য কুলত্যাগ করার পর—

করুণা। কি?

[বলিয়া বিস্ময়ে বিকাশের মুখ পানে তাকাইল—তারপর পুনরায় বলিল]

করুণা। তার মানে?

বিকাশ। তার মানেটা তো অত্যন্ত স্পষ্ট, তোমার চ'লে যাওয়াটাই তোমার ছেলের ভবিষ্যতের পক্ষে অনিষ্টকর—তারপর ছেলেকে যদি সঙ্গে নিয়ে যাও, তা হ'লেও ছেলের ভবিষ্যৎ অন্ধকার, সমাজে ওর স্থানই হবে না।

করুণা। আমার চ'লে যাওয়াটা কি এম্‌নি দোষের? আমি কি পালিয়ে যাচ্ছি?

বিকাশ। স্বামীকে ত্যাগ ক'রে যাচ্ছ তো?

করুণা। যে স্বামী তার স্ত্রীকে মিথ্যা সন্দেহে ঘৃণা করে সেই স্বামীর সঙ্গে তার স্ত্রী কখনো একত্র বাস করতে পারে না। খোকা!

বিকাশ। খবরদার! খোকাকে ডেকোনা—ভাল হবে না।

[করুণা রোষ দগ্ধ দৃষ্টিতে বিকাশের পানে একবার তাকাইয়া ছুটিয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছিল। বিকাশ তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া রাখিল। করুণা হাত ছাড়াইয়া লইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল।]

করুণা। চিরকাল নারীর উপর পুরুষের যে অত্যাচার হ'য়ে আস্‌ছে, তা আমি সহ্য কর্‌বো না, কিছুতেই না।

বিকাশ। অসহ্য হ'য়ে থাকে, আইনের সাহায্য নিতে পার।

করুণা। আইন! আইনতো পুরুষেরই তৈরী। আমি নালিশ কর্‌বো ভগবানের আদালতে—ছেলের ওপর মায়ের অধিকার আছে কিনা আমি দেখব'—দেখব।

[প্রস্থান করিল। বিকাশ তাহাকে ফিরাইবার জন্য ডাকিল]

বিকাশ। শোন, শোন!

[খানিক দুর অগ্রসর হইয়া খোকাকে নামিয়া আসিতে দেখিল। খোকাকে বুকে জড়াইয়া উপরে উঠিয়া গেল।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বিকাশ চৌধুরীর বসিবার ঘর]

[বেয়ারা খানাঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল নূতন নেপালী দ্বারোয়ান উপরে যাইবার উপক্রম করিতেছে। সে তাড়াতাড়ি তাহার পথরোধ করিয়া কহিল।]

বেয়ারা। ক্যা খবর—বাহাদুর— ?

বাহাদুর। সাহাব্‌কা পাশ যায় গা।

বেয়ারা। আরে হাবিলদার সাব—তুম্ এ্যায়সা বেয়াকুফ্ হ্যায়। সাব গোস্‌সা হুয়া—রঞ্জ হুয়া যো' কুছ বোলো। উস্‌কা মতলব শোচনা চাহি—যাও, যাও—

বাহাদুর। ন্যাহি।

বেয়ারা। যাও-যাও! যো কুছ কহনা হাম্ ক্যয় দেঙ্গে। হাবিলদার জী, হাম্ পুরাণা নোকর—হাম্ বহুত কুছ দেখা—যাও যাও—খানা দেখো—

[বেয়ারা সিঁড়ির নিকট দাঁড়াইয়া উঁকি ঝুঁকি দিতেছিল। পা টিপিয়া দু এক পা উঠিয়া অতি দ্রুত নামিয়া আসিয়া বাহিরের দরজার নিকট যাইয়া দাঁড়াইল। সিঁড়ি দিয়া নামিয়া আসিল একটি এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান নার্স। সে দ্রুত পদে বিকাশের দপ্তরের ঘরে গিয়া একটা প্যাড্ লইয়া সিঁড়ির দিকে যাইতেছিল—বেয়ারা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল।]

বেয়ারা। খোঁকা বাবা ক্যায়সা হ্যায় অব্।

নার্স। আচ্ছা হ্যায়, কুছ ড্যর্ ন্যাহি।

বেয়ারা। সাহেব আভি নীচে উত্তরবেন কি?

নার্স। ক্যা মালুম—

[নার্স উপরে উঠিয়া গেল। বেয়ারা দাঁড়াইয়া ইতস্ততঃ করিতেছিল। অকস্মাৎ কণ্ঠস্বর ও পদশব্দ শুনিতে পাইল। নামিয়া আসিল ডাক্তার ও বিকাশ।]

ডাক্তার। আজতো Condition অনেক ভাল।

বিকাশ। কিন্তু ঐ আচ্ছন্ন ভাবটা?

ডাক্তার। কোথায়? ওতো ঘুমুচ্ছে। Heart ভাল, pulse ভাল, temperature কম।

বিকাশ। একটা Bromide কি অন্য কিছু Sedative দিলে হ'ত না?

ডাক্তার। না না,—কোনও দরকার নেই।

বিকাশ। আবার যদি রাত্রে জেগে ঐ রকম ক'রে 'মা' 'মা' ক'রে কাঁদে—

ডাক্তার। তাতো কাঁদ্‌তেই পারে। ঐ shock টা থেকেই অসুখ ক'রেছে কিনা ?

বিকাশ। আমি সইতে পারি না ডাক্তার। ও কাঁদ্‌লে আমি কোনও দিনই সইতে পারতুম্ না, রেগে চেঁচামেচি ক'রতুম। আর আজ ১২ দিন।

ডাক্তার। Sedative mixture খোকার চেয়ে আপনার বেশী দরকার দেখছি, বলেন তো একটা লিখে দি।

বিকাশ। আমি কি বড্ড বাড়াবাড়ি কর্‌ছি ডাক্তার ?

ডাক্তার। অত্যন্ত। অবিশ্যি আমার কিছু বলা উচিত নয়। তবে সরমাদির কাছে যা শুনেছি তাতে মনে হয় বাড়াবাড়ি আপনি আগা গোড়াই ক'রেছেন।

বিকাশ। হুঁ, তারপর ?

[গম্ভীর ভাবে বলিল]

ডাক্তার। আপনি কিছু মনে করবেন না। Family Physician হিসাবে আমি এ liberty টুকু নিয়েছি। আমার কথায় আপনি অসন্তুষ্ট হ'লেন !

বিকাশ। না—

ডাক্তার। আপনি বিবেচক বুদ্ধিমান, কাজেই বিচার বুদ্ধি ভুল ধর্‌বার স্পর্দ্ধা আমি রাখি না। কিন্তু একটা কথা আমার মনে হ'য়েছে —অনুমতি করেন তো বলে ফেলি।

বিকাশ। স্বচ্ছন্দে।

ডাক্তার ! আদালতের ময়লা ঘেঁটে ঘেঁটে আপনার মনের ওপর তার

প্রভাব প'ড়েনি তো? অনেক সময় এমন হয় কিনা—নোংরা দেখ্‌তে দেখ্‌তে, ঘাঁট্‌তে ঘাঁট্‌তে চিন্তার ধারা ময়লা হ'য়ে পড়ে।

বিকাশ। তা হ'তে পারে। We are all slaves of environment ; আমার দোষেই হো'ক্ কি অভিমানের বশেই হো'ক্ সে এ বাড়ী ছেড়ে তার বাপের বাড়ী চলে গেছ'ল। কিন্তু তিন দিন পর খোকার অসুখের খবর দিতে গিয়ে সরমা শুনে এল যে কাউকে কিছু না ব'লে সেখান থেকে সে চ'লে গেছে এবং জানা গেল যে অশোক মুখার্জ্জীও সেই দিনই কোলকাতা ছেড়ে চ'লে গেছে। এতে তোমাদের পবিত্র মনে কি হয়?

ডাক্তার। আপনি অত উত্তেজিত হবেন না।

বিকাশ। না, উত্তেজিত কিছু নয়। আমরা সবাই জানি—"স্ত্রীয়াশ্চরিত্র পুরুষস্য ভাগ্য দেবা ন জানন্তি কুতো মনুষ্যাঃ" কিন্তু আমাদের দুর্ব্বলতা এমনই যে আমাদের নিজেদের বেলায় তাদের সন্দেহ ক'রতেও আমরা কুণ্ঠিত হই।

ডাক্তার। না না, এ কথা তোলাই আমার অন্যায় হ'য়েছে।

বিকাশ। কিছুনা, কিছুনা—মনটা বড় বিষিয়ে আছে, তাই এত কথা ব'লে ফেল্‌লুম্। আচ্ছা, তা হ'লে দরকার হোলে ফোন ক'র্‌বো।

[উভয়ে উঠিল]

ডাক্তার। নিশ্চয়, আমি তা হ'লে চলি।—কদিনই রাত জেগেছেন, আজ একটু ঘুমোবার চেষ্টা ক'র্‌বেন। একটু ঘুম হ'লেই দেখ্‌বেন মনের bitterness অনেকটা ক'মে গেছে।

বিকাশ। যাবে, যাবে—time is the best healer.

[ডাক্তারের প্রস্থান]

[বিকাশ ফিরিয়া আসিয়া ইজি চেয়ারের কাছে দাঁড়াইয়া কি চিন্তা করিতেই পদশব্দ শুনিয়া সিঁড়ির দিকে চাহিয়া সরমা নামিয়া আসিতেছে দেখিতে পাইল।]

বিকাশ। খোকা জেগেছে নাকি ?

সরমা। না-না, ঘুমোচ্ছে।

বিকাশ। তুই নেবে এলি কেন ?

সরমা। আমার মনে হোল কদিন বাড়ী যাইনি।

বিকাশ। ও, বাড়ী যাবি ? আমি ভাবছিলাম যে, একরাশ কাজ মুলতুবী প'ড়ে আছে, তোকে খোকার কাছে রেখে একটু ব্রিফ্ নিয়ে ঘণ্টা কয়েক বসবো। তোর আজ না গেলে হয় না ?

সরমা। তা বেশতো, না হয় নাই গেলাম।

বিকাশ। আজ আর শরীরটা বইছে না।

সরমা। তুমি জেদ্ ক'রে রাতের পর রাত জাগলে, শরীরের আর দোষ কি ? ও কাগজ টাগজ দেখা থাক, কিছু মুখে দিয়ে শুয়ে পড়গে।

বিকাশ। আজ আর কিছু খাব না।

সরমা। কদিনই ত' কিচ্ছু খাচ্ছ না। জোর ক'রে বসাই, তাই দিনের বেলায় একটু বস।

বিকাশ। খেতে পারিনা সরমা, আমি কি কর্ব্বো !

সরমা। তোমাকে নিয়ে আমিতো আর পারি না।

বিকাশ। না না তুই রাগ করিস্ না। চল্, খোকাকে দেখে আসি।

সরমা। সে তো ঘুমোচ্ছে। নার্স সেখানে র'য়েছে—তুমি আবার কি কর্ত্তে যাবে ?

বিকাশ। তবু চল্ একটু দেখে আসি ! মনটা স্থির না হোলে কাজে মন লাগবে কেন ?

[উভয়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছিল—এমন সময় বেয়ারা আসিয়া কহিল।]

বেয়ারা। দিদিবাবা, কা কহব যে—বড়া এথি হোইয়ে সে—কি নাম—

সরমা। কিরে ?

বেহারা। একটু শুনিয়ে যাবেন—কেন কি এথি—

বিকাশ। ব্যাটা একটা কথা ব'ল্‌তে পঁচিশটে ভণিতা ক'র্‌বে। আমি চ'ল্লাম, তুমি শুনে এস।

[প্রস্থান]

সরমা। কি হয়েছে তাই বল না।

বেয়ারা। একটু অস্থির্‌সে শুন্‌তে হবে। কেন কি বহুৎ এথিকে বাৎ—

[সরমা নামিয়া আসিল, বেয়ারা উপরের দিকে চাহিয়া বিকাশের চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে কৃতনিশ্চয় হইয়া কাছে আসিয়া বলিল।]

ডাক্তার বাবু, সার, আপনে সব কোই উপরে গেলেন, তব হামে কি নাম্ যে—বারাণ্ডা যাইয়ে বস্‌লাম। দেখি কি নতুন নেপালী দারওয়ানটা কার সাথে বাৎ কর্‌তেসে। দূর থেকে মেয়ে মতন মনে হোল—তা কি কহব যে—

সরমা। কি হ'য়েছে তাই বল্ না ?

বেয়ারা। আমি বলি কি কে—তা ফির দারওয়ানটা আসিয়ে আমাকে ব'ল্ল কি—ভাই তোম্‌কে ডাক্‌তেছে। তা হামি গিয়ে দেখ্‌লাম কি যে—ঐখানে দাঁড়াইয়ে আছেন।

[কণ্ঠ অশ্রুরুদ্ধ হইয়া আসিল]

দারওয়ানটা কি বলিয়েসে ক্যা মালুম, হামাকে দেখিয়ে পুছ্‌লেন —খোকা কেমন আছে'—

সরমা। কে এসেছে, বৌ ?

বেয়ারা। হাঁ, দিদি বাবা।

সরমা। কোথায় ?

বেয়ারা। ঐখানা কাম্‌রামে বসিয়েছেন।

সরমা। কি বুদ্ধি তোদের—

[বেয়ারা ও সরমা বাহির হইয়া গেল। নার্স নামিয়া আসিয়া টেবিলের উপর হইতে একটী magazine লইয়া উল্‌টাইতে লাগিল।

সরমা ও করুণা প্রবেশ করিল। বেয়ারা একটু দূরে দাঁড়াইয়া উপরের দিকে লক্ষ্য করিতেছিল।]

সরমা। (নার্সকে) আপনি নেবে এলেন যে ?

নার্স। Mr. Chowdhury ব'ল্লেন, একটু rest নিন্।

সরমা। তা আপনি Lawn এ গিয়ে একটু বসুন না—খানিকটা খোলা হাওয়া পাবেন।

নার্স। কোনও দরকার নেই।

সরমা। আমরা এখানে ব'সে একটু গল্প কর্‌ব'—আপনার ভাল লাগ্‌বে না।

[নার্স উঠিয়া যাওয়ার সময় একটু সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে করুণার দিকে চাহিয়া বাহিরে গেল।]

সরমা। ও বোধ হয় সন্দেহ ক'রেছে।

করুণা। তা তো হোতেই পারে। চোরের রকম সকম দেখ্‌লেই বোঝা যায় যে, সে চোর।

সরমা। তুই চুপ্ কর বৌ—বেয়ারা, একটু ওপরে গিয়ে দাঁড়াওত'! সাহেব যদি ডাকে তো আমায় খবর দিও।

[বেয়ারার প্রস্থান]

করুণা। ঐ ঘরে বসাই ভাল ছিল।

সরমা। ছিঃ! তাই কি হয়! নিজের বাড়ী, নিজের ঘর—

করুণা। মেয়েদের কখনও নিজের ঘর হয় ? তারা যে চির পরাধীন।

সরমা। কি যে বলিস্!

করুণা। এই দেশের আইন, এই সমাজের আইন। আমার কোন অধিকার থাক্‌লে কি ঘর ছেড়ে যেতে হয় ?

সরমা। কেন এ ভুল তুই কর্‌লি? বৌ—

করুণা। পরের ঘরকে নিজের মনে ক'রে যে ভুল কোরেছিলাম, তার সংশোধন ক'রেছি।

সরমা। কি জানি, তোদের মতিগতি আমরা বুঝ্‌তে পারি না। রাগের বশে কি ক'র্‌তে কী ক'রে বসিস্‌।

করুণা। কি ক'রেছি?

সরমা। কুলবধূ হ'য়ে ঘর ছেড়ে গেলি তুই?

করুণা। ঘর ছেড়ে কোথায় গেছি, তা জান?

সরমা। এখানে খবর পেয়ে এসে শুন্‌লাম, তুই তোর দাদার ওখানে গেছিস্‌। তারপর সেখানে গিয়ে শুন্‌লাম, তুই সে বাড়ীও ছেড়ে চ'লে গেছিস্‌ এবং কোথায়—তারা কেউ জানে না।

করুণা। তাতে তোমার কি মনে হোল ঠাকুরঝি?

সরমা। আমি জানি বৌ, তুই বড্ড রাগী। আমি বড্ড ঘাব্‌ড়ে গিয়েছিলাম—তার পরে খোকার অসুখ নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। খোঁজ খবর কিছুই ক'র্‌তে পারিনি! দেখ, ঘর ক'র্‌তে গেলে রাগারাগি হয়। রাগ ক'রেও বাপের বাড়ী কত লোকে যায়—কিন্তু তুই সে বাড়ী ছাড়্‌লি কেন?

করুণা। এ বাড়ী যে জন্য ছেড়েছি সে বাড়ীও সেই জন্যে ছাড়্‌তে হ'য়েছে—অধিকার নেই বলে! জান ঠাকুরঝি, মেয়েদের প্রধান শত্রু মেয়েরা। দাদার ওখানে গিয়ে উঠ্‌তেই ঝগড়া ক'রে এসেছি শুনে বৌদি আমার ব্যস্ত হোয়ে উঠ্‌ল। পাছে চির দিন থেকে যাই, সেই ভয়ে দাদার নাম ক'রে সে জানিয়ে দিলে যে সে বাড়ীতে থাকা আমার মানায় না। নিন্দা, অপযশ, কলঙ্ক—কত কথাই না সে ব'ল্লে।

সরমা। সত্যিই তো ! নিজের বাড়ি থাক্‌তে তুই সেখানে থাক্‌বিই বা কেন ?

করুণা। ঠাকুরঝি, আবার বল্‌ছ, নিজের বাড়ী। যেখানেই থাকি না কেন, কতটুকু অধিকার আমরা পাই। নিত্য লাঞ্ছনা, নিত্য নির্য্যাতন—এর কারণ কি জান ?

সরমা। কি সব বড় বড় কথা বলিস্‌ ! ঘরে তো কোন কাজ নেই, দিন রাত ব'সে ব'সে বই পড়তিস্‌। তাতেই তোর মাথা খারাপ হ'য়েছে।

করুণা। থাক্‌, থাক্‌ ও কথা !

সরমা। তোর যা ইচ্ছে, তাই কর। চৌধুরী বংশের মান তুই ডোবালি !

করুণা। ঠাকুরঝি, একবার খোকাকে দেখাতে পার্‌বে ?

সরমা। সে কি কথা ? চল ওপরে চল !

করুণা। না। উনি আছেন।

সরমা। তাতে কি ?

করুণা। এ বাড়ীতে আমার আসা নিষেধ হ'য়েছে—তা জান ? সে জানে, খোকাকে দেখ্‌বার জন্যে আমাকে আস্‌তেই হবে, এবং আমাকে অপমান কর্‌বার আর একটা সুযোগ সে পাবে। সে সুবিধে আমি তাকে দেব' না।

সরমা। ছেলেকে না দেখে তুই থাক্‌তে পার্‌বি ?

করুণা। না, তা পার্‌ব না ! তবে সে দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে সে আমায় অপমান কর্‌বে, তাও আমি সইব না। আমার মন না মানে আমি দূর থেকে দেখে যাব। তুমি জান ঠাকুরঝি, আমি রোজ এসেছি, রোজ ঘুরেছি—একটি বারও দেখ্‌তে পাইনি।

[কাঁদিয়া ফেলিল]

সরমা। চুপ্‌ কর, চুপ কর বৌ !

করুণা। এমন কারও হয়? কখন এমন শুনেছ? ঠাকুরঝি, তুমিতো সব জান! এ ব্যথা তুমি বুঝ্‌বে!

(হাত ধরিয়া)

একবারটি আমায় দেখাবে না ভাই?

[বেয়ারা ফিরিয়া আসিল]

বেয়ারা। বড়া কসুর হোইয়ে গেল!

সরমা। কি হল?

বেয়ারা। আপনি হামাকে দাঁড়াতে বল্‌লেন না—তা থাক্‌তে থাক্‌তে হামার খাঁসি আসিয়ে গেল, তা সাহেব শুনিয়ে ফেল্‌ল'! তা ফিন্ পুছলেন কোন্—তা আমি ব'ল্‌লাম কি, হামি বেয়ারা। তা বল্‌লেন, নার্সকে ভেজিয়ে দেও, হামি নীচে যাব। তা কা করি, দিদি বাবা?

সরমা। যা, নার্সকে পাঠিয়ে দে!

[বেয়ারার প্রস্থান।]

করুণা। আমি তা হোলে পাশের ঘরে গিয়ে বসি।

সরমা। কেন? দাদার সঙ্গে দেখা কর্‌বি না?

করুণা। না।

সরমা। কি সর্ব্বনেশে রাগ তোদের দু'জনেরই! আচ্ছা, আজ তুই খোকাকে দেখে যা। কিন্তু বউ, আমার একটা কথা শোন! খোকা ভাল হ'য়ে যাক্, তা হ'লে দাদার মনটাও ভাল হবে, আমি তাকে বুঝিয়ে মানিয়ে নোব। তখন তুই রাগ করিস্‌নি বউ!

[করুণা করুণ হাসি হাসিয়া]

করুণা। ঠাকুরঝি, তোমার মানিয়ে নেওয়া নিয়ে একখানা বই লেখতো!

[নার্স উঠিয়া গেল]

সরমা। চল চল,—ওঘরে চল !

[উভয়ে পাশের ঘরে গেল। বিকাশ নামিয়া আসিল]

বিকাশ। বেয়ারা !

(বেয়ারার প্রবেশ)

সরমা কোথায় ?

বেয়ারা। কা কহজে হুজুর, কেয়া মালুম—বাবুর্চ্চি খানামে গিয়েছেন কি।

বিকাশ। দেখ- দেখ।

[বেয়ারা প্রস্থান করিল]

(সরমার প্রবেশ)

বিকাশ। তোর মনে আছে, ছোট বেলায় বাবা বল্‌তেন যে সরমা পাকা গিন্নী হবে ! তুই এর ভেতর বাবুর্চ্চিখানা সাম্‌লাতে গিয়েছিলি ! তুমি একটু ওপরে গিয়ে বসত।

সরমা। হ্যাঁ হ্যাঁ—বসব ! এইবার যাওতো, কাগজ নিয়ে বস্‌বে না ?

বিকাশ। হ্যাঁ হ্যা, বস্‌ব। আজকে খোকা ভালই আছে—নারে ?

সরমা। তুমি অযথা অত ব্যস্ত হও কেন ? এই না তুমি নিজে দেখে এলে ?

বিকাশ। দায়িত্বটা কতবড়, ভুলে যাস্‌ কেন সরমা ? দু'জনার বোঝা একা বইতে হ'চ্ছে। ভাগ্যিস্‌ তুই ছিলি।

[বিকাশ দপ্তরের ঘরে প্রবেশ করিল। সরমা ধীরে ধীরে পর্দ্দা টানিয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া ঘরের আলো নিভাইয়া দিল তারপর পাশের ঘরে গেল। তারপর অন্ধকারে করুণাকে লইয়া উপরে উঠিবার সময় ধাক্কা লাগিয়া 'ভাস্‌ পড়িয়া গেল। শব্দ পাইয়া 'বিকাশ' কে-কে বলিতে বলিতে ভিতরে আসিয়া সুইচ্‌ টিপিয়া দিল। 'বেয়ারা এক লাফে সরিয়া গেল।]

[কিছুক্ষণ সকলে নিস্তব্ধ]

বিকাশ। কে ? কে ?

"—ও, তুমি !

সরমা। দাদা, বউ এসেছে খোকাকে দেখ্‌তে।

বিকাশ। মিছে কথা।

করুণা। মিছে কথা?

বিকাশ। হ্যাঁ, মিছে কথা! খোকাকে দেখ্‌বার জন্যে আজ তার মায়ের মন যদি অস্থির হ'য়েই থাকে, সে মন কি এই বারোদিন ঘুমিয়েছিল?

[প্রস্থানোদ্যত করুণার পথরোধ করিয়া দাঁড়াইল।]

করুণা। পথ ছাড়, আমায় ওপরে যেতে দাও!

বিকাশ। না! খোকার কাছে তোমার যাওয়া হবে না। কেননা এতে খোকার অকল্যাণ হবে। তোমায় বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিতে নিষেধ ক'রেছি জান?

করুণা। জানি! এবং এও জানি যে পুরুষ তোমরা, অত্যাচার ক'রবার ঝোঁক যখন তোমাদের পেয়ে বসে তখন মায়া, মমতা, স্নেহ, করুণা, সমস্ত বিসর্জ্জন দিতে পার! আমি মা, আমি গেলে আমার ছেলের অকল্যাণ হবে—একথা ব'লতে তোমার সঙ্কোচ হ'লনা?

বিকাশ। চুপ্‌, চেঁচামেচি করনা! হঠাৎ যদি খোকা জেগে উঠে তোমার স্বর শুন্‌তে পায় তা হ'লে তার অসুখ আরও বাড়্‌বে।

করুণা। দেখ ঠাকুরঝি, এরা কী! আমাকে না দেখ্‌তে পেয়েই যে খোকার অসুখ ক'রেছে, আমায় পেলে সে সুস্থ হবে—না তার অসুখ বাড়্‌বে? তুমি কি বল?

[সরমা কিছুক্ষণ নিরুত্তর থাকিয়া]

সরমা। দাদা!—

বিকাশ। আমি বুঝেছি সরমা, ওপরে যা দিকি—আমি ওকে গোটাকতক কথা বলব।

করুণা। যেয়োনা ঠাকুরঝি! আমি জানি তুমি কি বল্‌বে। আদিম যুগ থেকে তোমরা আমাদের ওপর এই অত্যাচার ক'রে এসেছ। আমাদের মায়া, মমতার সুযোগ নিয়ে তোমরা নির্য্যাতন ক'রে এসেছ। তার জন্যে তোমার যুক্তির অভাব হবেনা। আমি জানি তুমি আমায় খোকাকে দেখ্‌তে বাধা দেবে, কেননা তোমার পক্ষে আছে আইন, দেশাচার এবং সব চেয়ে বড় জিনিষ অর্থ এবং দেহের শক্তি।

বিকাশ। চুপ্ কর, উত্তেজিত হ'য়োনা। সরমা, তুই যা—

[সরমার প্রস্থান]

এদিকে এস, শোন!—ব'স!

[উভয়ে মঞ্চের মধ্যখানে আসিল]

করুণা। কি ব'ল্‌বে বল!

বিকাশ। আজ তুমি খোকাকে দেখ্‌তে এসেছ'—না?
কিন্তু সেদিন আমি বলেছিলাম মনে আছে, যে সন্তানের প্রতি মায়ের দায়ীত্ব যে কি এবং কতখানি—তা তুমি জাননা।

করুণা। তারপর?

বিকাশ। আমার গোটাকতক প্রশ্নের উত্তর দেবে?

করুণা। দেবার উপযুক্ত মনে ক'র্‌লে দেবো।

বিকাশ। এ বাড়ী ছেড়ে তুমি কেন গেলে?

করুণা। উত্তর দিতেই হবে?

বিকাশ। আমি জান্‌তে চাই!

করুণা। আত্মসম্মানের জন্যে।

বিকাশ। কি ভুল ধারণা! যে আত্মসম্মানের জন্যে তুমি এ বাড়ী

ত্যাগ ক'রেছ, সে আত্মসম্মানই তোমার অসম্মান ডেকে এনেছ। আজ তুমি যেখানে যাবে সেখানে তোমার অসম্মান—যার কাছে যাবে তার অসম্মান।

করুণা। তোমার এবং আমার সম্মানের ধারণা যদি এক না হয়—

বিকাশ। কিন্তু এখনতো শুধু তুমি আর আমি নই! মাঝে যে আছে খোকা—যাকে দেখবার জন্যে তুমি আজ ছট্‌ফট্‌ ক'র্‌তে ক'র্‌তে ছুটে এসেছ!—এ ক'দিন তুমি কোথায় ছিলে?

করুণা। এর উত্তর আমি দেবনা।

বিকাশ। তুমি বুঝ্‌তে পার্‌ছনা করুণা, ঐটেই হোল সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। এতে আমার অপমান, খোকার অপমান—চৌধুরী বংশের অপমান!

[করুণা অত্যন্ত রুক্ষভাবে বলিল]

করুণা। উত্তর না দিলেও তোমার জানা উচিত। তোমার মনে আছে আমি খোকাকে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম! তোমার কি মনে হয় আমি তাকে এমন জায়গায় নিয়ে যাব যাতে তার অমর্য্যাদা হয়—এমন কিছু ক'রবো যাতে তার বংশ মর্য্যাদার হানি হয়?

বিকাশ। কিন্তু তোমার জানা উচিত যে লোকাপবাদ কি জিনিষ!

করুণা। লোকাপবাদ আমি গ্রাহ্য করিনা।

বিকাশ। তুমি হিন্দু ঘরের মেয়ে, তুমি জানো যে লোকাপবাদের জন্যে রামচন্দ্র সীতাকে বনবাস দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

করুণা। হ্যাঁ, তা জানি। এবং এও জানি যে আমার প্রায় শ্রীরামচন্দ্রের মত স্বামী পাবারই সৌভাগ্য হ'য়েছে! আর কিছু তোমার জিজ্ঞাসা কর্‌বার আছে?

বিকাশ। না। স্ত্রী স্বাধীনতার কতকগুলো ভ্রান্ত ধারণা থেকেই তুমি নিজেকে এমন ক'রে তুলেছ।

করুণা। আমার ধারণা তোমার কাছে ভ্রান্ত মনে হ'তে পারে কিন্তু ঐ স্বাধীনতার অভাবই আমাকে এ অবস্থায় এনেছে। আজ আমার নিজের ছেলেকে দেখ্‌বার অধিকারও নেই!

বিকাশ। তোমার স্মৃতিও যে তার মন থেকে মুছে ফেলে দিতে হবে। কি কষ্টে, কি উদ্বেগে যে আমার এই চৌদ্দদিন কেটেছে, আমাকে রূঢ় হ'তে হোয়েছে, আমাকে কঠোর হোতে হ'য়েছে—তোমাকে বাড়ীতে ঢুক্‌তে দিতে পর্য্যন্ত আমাকে বারণ ক'রে দিতে হ'য়েছে! তুমি আজকের কথা ভাব্‌ছ— আমি ভাব্‌ছি আজ থেকে পনর বছর পরের কথা। আজ থেকে পনর বছর পরের কথা তুমি ধারণা ক'র্‌তে পারো! খোকা বড় হ'য়েছে, সে কৃতী হ'য়েছে, আর তার বন্ধু বেশী শত্রুরা তোমার দিকে আঙ্গুল দিয়ে তাকে দেখিয়ে দিচ্ছে—এই তোমার কুলত্যাগিনী মা!

করুণা। তাই বল্‌বে!

বিকাশ। কার মুখ তুমি চাপা দেবে? এই বারোদিন আমি অনবরত এই যন্ত্রণা সহ্য ক'রেছি। আমার বন্ধু-বেশী শত্রুরা সহানুভূতির ছলে কত বিদ্রূপই না ক'রে গেছে। আমি তাদের ব'লেছি তোমার শরীর অসুস্থ ব'লে তুমি বাইরে গেছ। এরপর ব'ল্‌তে হবে তোমার মৃত্যু হোয়েছে!—

[করুণা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল। তার দুই চক্ষু দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল]

তুমি কোথায় থাক্‌বে মনে ক'রেছ?

করুণা। আমি একটা স্কুলে কাজ নিয়েছি।

বিকাশ। এখানে কেন তুমি কাজ নিলে ?

করুণা। তোমার বাড়ীতে না এসেও খোকাকে দেখ্‌তে পাব ব'লে।

বিকাশ। আমার একটা কথা শুন্‌বে করুণা ?

করুণা। বল—

বিকাশ। তুমি কোলকাতা ছেড়ে চ'লে যাও। দূরে—অনেক দূরে সেখানে তোমায় কেউ চিন্‌বেনা।

করুণা। বেশ, তাই যাবো !

[মাথা নীচু করিল]

বিকাশ। একটু অপেক্ষা কর !—

[বিকাশ পাশের ঘর হইতে চেক্‌ লইয়া আসিল]

এই চেক্‌ তুমি নিয়ে যাও। এবং এর পর যখনই তোমার কোনও প্রয়োজন হবে, তুমি নিঃসঙ্কোচে আমাকে জানাবে—বল করুণা ?

[বিকাশ চেক্‌খানি করুণার হাতে গুঁজিয়া দিল। করুণা উঠিয়া দাড়াইয়া চেক্‌টি ছিড়িতে ছিড়িতে বলিল]

করুণা। এরই দম্ভে তোমরা মানুষকে মানুষ মনে করনা ! একান্ত নির্ভর ক'রেই যারা থাকে তাদের অন্তরে তোমরা আঘাত দিতে কুণ্ঠিত হওনা। অনেক দূরে আমি যাব'—যেখানেই হোক্‌—তোমরা আমার কোনও খবরই পাবেনা। কিন্তু যাবার আগে একবার খোকাকে দেখে যাব' ?

বিকাশ। যাও !—তাকে জাগিওনা করুণা !

করুণা। না। তোমার এ অনুরোধ আমি রাখ্‌বো।

[করুণা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া গেলে বিকাশ দু'চার বার উত্তেজিত ভাবে পদচারণা করিবার পর ডাকিল]

বিকাশ। বেয়ারা! বেয়ারা!

[বেয়ারার প্রবেশ]

এক গ্লাস জল!

[বেয়ারা জল লইয়া আসিলে বিকাশ এক চুমুকে জল খেয়ে নিয়ে]

আর এক গ্লাস!

[বেয়ারা জল আনিয়া দিল। সরমা ও করুণা নামিয়া আসিল]

করুণা। (কাঁদিতে কাঁদিতে) ঠাকুরঝি! আমি যাচ্ছি। আজ আমায় বুঝিয়ে দেওয়া হ'ল—আমি ভুল করেছি—আমিই আমার খোকার অকল্যাণ ক'রেছি। কিন্তু আমার মন বল্‌ছে তা নয়। তুমি দেখে নিও, আমি আমার খোকাকে বুকে না নিয়ে মরব না।

[করুণা ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল]

সরমা। দাদা!

বিকাশ। কাঁদিস্‌নি সরমা—আমায় আর কাঁদাস্‌নি!

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—ত্রিপুরা ভৈরবীর গলি

সময়—সকাল

[করুণার চোখে নীল চশমা পরণে আটপৌরে শাড়ী অঙ্গ অলঙ্কার বিহীন। একটী কাপড় ও গামছা লইয়া ঘর হইতে বাহির হইল। করুণা ঘরে তালা লাগাইতে ছিল এমন সময় বাড়ীউলী ত্রিপুরা সুন্দরী 'জয় বিশ্বনাথ" বাবা বিশ্বনাথ, বলিতে বলিতে হাতে ফুলের সাজি ও গামছায় বাঁধা তরকারী লইয়া বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া করুণাকে দেখিয়া বলিল]

[ত্রিপুরার প্রবেশ]

ত্রিপুরা। কিগো দয়াময়ী ঘুম ভাঙল ? আজ এত বেলা—

[দয়ামগী তালাবন্ধ করিয়া আঁচল বাঁধিতে বাঁধিতে]

দয়াময়ী। না সকালে একবার উঠেছিলাম তারপর মনে হোল তাড়া কি।

ত্রিপুরা। আজও রান্নাবান্না নেই নাকি ?

দয়াময়ী। আজ শরীরটা ভাল নেই।

ত্রিপুরা। অথচ নাইতে চলেছ !

দয়াময়ী। নাওয়াত নাম মাত্র। গঙ্গা স্পর্শ করে কেদারনাথ দর্শন করে আসব।

ত্রিপুরা। অতদূর যাবে ? এদিকে বোলছ শরীর খারাপ, ক'দিন থেকে বলছি কুণ্ডুমশাই তোমায় ডেকেছেন, তিনি একটী বামণী রাখবেন ! ঐ তো কাছেই হরিশ্চন্দ্র ঘাট—তার সঙ্গে একবার কথা ক'য়ে এসো না।

দয়াময়ী। অতদূরে আজ বোধ হয় যেতে পারবো না। সোণার পুরের ভেতর দিয়ে ফির্‌ব।

ত্রিপুরা। ও তাই বল! গাঙ্গুলী বুড়ো লোক পাঠিয়েছিল বুঝি? একে ত্রিশটি টাকা পেন্সিল, তায় আবার খিট্‌খিটে—তা যা হয় এক-জনের আশ্রয় নাও। কথায় বলে—"পুরুষ তমাল তরু, রমণী লতিকা" ব্যাটা ছেলের আশ্রয় ছাড়া কি মানায়, না থাকা যায়।

দয়াময়ী। না, না, না কেউ আমার কাছে কোন কথা বলেনি।

ত্রিপুরা। বল্‌বে কিগো? তুমি রাস্তা চলো যেন খোট্টা পুলিশ, তোমার কাছে কেউ এগুতেই ভরসা পায় না।

[কলরব করিতে করিতে দুইটী যুবতী দ্রুত প্রবেশ করিয়া দাওয়ায় বসিয়া ঘোমটা ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিল]

সারদা। আজও পেছু লেগেছিল মাসী—

ত্রিপুরা। ওঃ একেবারে যেন দিগ্বিজয় করে এলেন—যা যা—ওপরে যা। আমার গামছা কাপড় আর ফুলের সাজিটা নিয়ে যা।

বিন্দু। ওঃ সে চাওনিত দেখনি মাসী—

ত্রিপুরা। না মাসীর তো আর বয়েস ছিলনা—কিছুই দেখেনি। ন্যাকা মেয়ে। যা যা তোরা ওপরে যা এখন। ভাল মানুষের মেয়ের সুমুখে এ সব বল্‌তে তোদের লজ্জা করেনা।

সারদা। ওঃ! কিছু বলিনি বলে!

বিন্দু। আমায়তো কদ্দিন ওর কথা জিজ্ঞেস করেছে।

ত্রিপুরা। [রাগ করিয়া] তোরা যাবি কিনা তাই আমি জিজ্ঞাসা করি। নে গামছা নে, সাজি নে।

[ধমক খাইয়া অপ্রস্তুত হইয়া মেয়েরা উপরে চলিয়া গেল]

ত্রিপুরা। তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? নাইতে যাবেত যাওনা। ওদের কথায় তুমি কান দিওনা। যাও যাও দেরী করো না। রোদ

উঠে পরবে। আমার আবার পূজা পাঠ কিছুই হয়নি। বলে,—"কৃষ্ণ ভজিবার তরে সংসারে আইনু—মিছে মায়া বদ্ধ হয়ে পক্ষ সম হইনু।" কি আমায় কিছু বল্‌বে? দাঁড়িয়ে রইলে যে?

দয়াময়ী। হ্যাঁ আমায় দুটো পয়সা ধার দেবেন? আমি একখানা কাগজ কিন্‌বো।

ত্রিপুরা। ওতে কি পড় বল দেখিনি?

দয়াময়ী। ও একটা নেশা—আপনি যেমন পান দোক্তা খান। পান দোক্তা ছাড়া কি আপনারই চলে?

ত্রিপুরা। তা দিচ্ছি—দুটো পয়সা বইতো নয়। কিন্তু আয় নেই, ধার করে ক'দিন চালাবে? তা এইতো মেয়ে ইস্কুল টিস্কুল, কত রয়েছে তুমি ত লেকাপড়া জানা! বামনী হ'তে ইচ্ছে না থাকে—ধরে করে সেইখানেই একটা কাজ নাওনা। চুরিটা হওয়ার পর থেকে নিত্য তোমার টানাটানি লেগেই রয়েছে। এমন করে ক'দিন চালাবে—আর আমরাই বা কদিন পারব ভাই!

দয়াময়ী। তা-তো বটেই।

ত্রিপুরা। কাজের কথা বল্লে তুমি কথাই কওনা। তুমি চেষ্টা করে দেখেছ—না আমি তোমার জন্য চেষ্টা কোর্‌ব বল?

দয়াময়ী। না চেষ্টা করে কিছু লাভ নেই। স্কুলের কাজে পরিচয় দিতে হয়। আপনি আমায় পয়সা দু'টো দিন আমি যাই।

ত্রিপুরা। বিন্দু! কুলুঙ্গির সাদা ভাঁড়ের ভেতর থেকে দুটো পয়সা নিয়ে আয়তো বাছা। তা ভাই সত্যিইতো তুমি আমায় একদিনও তো কিছুটি বলনি। আমার কাছে কেন পরিচয় লুকুবে।

[করুণাকে নিরুত্তর দেখিয়া]

তবে হ্যাঁ পরিচয় দেবার মত কিছু থাক্‌লে, কাশীতে কে মুখ পুড়িয়ে আসে?

দয়াময়ী। না না—তা কেন! সবারই কি একরকম।

ত্রিপুরা। ওমা চোদ্দ আনা! চোদ্দ আনা। সব মাটীর ঠাকুর ওপরে চিকুণ চাকুণ ভেতরে খড়ের ভূতি!

[বিন্দু পয়সা লইয়া প্রবেশ করিল বাড়ীউলীর হাতে দিতে গেল]

ত্রিপুরা। না না আমায় আর দিতে হবেনা। তুই ওকে দে বাছা ও চান করেনি ওকে আর ছোব না।

বিন্দু। [ঝঙ্কার দিয়া] নাও—

[দয়াময়ী হাত পাতিয়া লইয়া আঁচলে বাঁধিল]

বিন্দু। ধার করে খেলেত মান বায় না—গতর খাটিয়ে খেলেই মান যায়। বিশ্বনাথ কতই দেখাবে।

[দয়াময়ী দুঃখের হাসি হাসিয়া প্রস্থান করিল]

ত্রিপুরা। তোরা অমন হাঁদা কেন বল্‌ত। মানুষ দেখে বুঝতে পারিস্ না! আজ পাঁচ বছর রয়েছে কখ্‌খোনো বেচাল দেখিনি। চুরি হ'য়ে সর্ব্বস্ব খোয়া গেছে, উপোস কচ্ছে—চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছিস। তবুও বুঝ্‌তে পাচ্ছিস না ও কি ঘরের মেয়ে।

[বুলাকী প্রসাদ প্রবেশ করিল]

ত্রিপুরা। একি শেঠ্‌জি। ও বিন্দি রান্নাঘরের দাওয়া থেকে টুলটা নিয়ে আয়তো।

[বিন্দু প্রস্থান করিল]

তারপর বাবু সাহেব আজ নিজে এলে?

বুলাকী। [হাসিতে হাসিতে] আরে সেই ভাড়াটিয়া গেলো হামি ছক্কন্ মুদীর দোকানে ছিলাম, দেখলাম। হামি দেখা দিতে চাইনা। সেই জন্যে তো নিজে আসি না।

[বিন্দুর প্রবেশ ও টুল রাখিয়া প্রস্থান]

বুলাকী। বোলো খবর কি আছে ?

ত্রিপুরা। সেই চুরির পর থেকে কষ্টেরও অধিবধি নেই, কিন্তু মচকায় বলেত মনে হচ্ছে না। ক'দিন না খেয়ে হাঁটতে টল্‌ছিল।

বুলাকী। দেখো বাড়ীউলী হামার পছন্দটা কি রকম আমিতো গোড়াতে দেখিয়ে বলিয়েছিলাম কি যে বড় ঘরকা আউরাৎ আছে।

ত্রিপুরা। বাবা তোমাদের হচ্ছে শকুনের দিষ্টি, বড় ঘরের সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তোমার কি কাজে লাগবে বলতো ?

বুলাকী। একটা কাজে লাগিয়ে দিব।

ত্রিপুরা। হ্যাঁ তৃণ হ'তে হয় কাজ—রাখিলে যতনে। কে ? কে—

[দয়াময়ী প্রবেশ করিল। স্নান সে করে নাই—তার হাতে একখানি খবরের কাগজ]

ত্রিপুরা। ওমা না নেয়ে চলে এলে যে ?

দয়াময়ী। শরীরটা ভাল নেই তাই।

ত্রিপুরা। ওঃ তুমি কাগজ কিন্‌তে গিছ্‌লে তাই বল।

বুলাকী। আমার কথা বুঝতে পেরেছ ? টাকা আমার চাই। হামি ছক্কনের দোকানে বস্‌লাম।

[হঠাৎ সুর বদলাইয়া অত্যন্ত রূঢ় স্বরে সে কথাটি বলিল। কথাটি যখন হইতেছিল দয়াময়ী ঘরে যাইতে যাইতে কথাটা শুনিয়া একবার ফিরিয়া বুলাকীকে দেখিল। তারপর তালা খুলিয়া সে ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল]

ত্রিপুরা। [বুলাকীর ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া] কি করব ! এই সব ভাড়াটে এদের কাছে না পেলে টাকা কি করে দেব।

[বুলাকী যাইতে যাইতে উচ্চস্বরে কহিল]

বুলাকী। আরে দয়াধরম্ করলে তো পাওনাদার বুঝবে নাই।

[বলিয়া ইঙ্গিতে করুণার ঘরের দিকে দেখাইয়া প্রস্থান করিল]

ত্রিপুরা। হ্যাঁ-গা শুনছ ?

দয়াময়ী। (ঘরের ভিতর হইতে) আমাকে বল্‌ছেন ?

দয়াময়ী কাগজ হাতে বাহিরে আসিল]

ত্রিপুরা। ওমা সেই কাগজ হাতে করেই আছ ? কি আছে ওতে বলতে পার ?

দয়াময়ী। ও কিছুনা—বলেছিত নেশা।

ত্রিপুরা। তা যা হোক্‌গে ছাই—শুনলেতো বাড়ীওলার কথা ? কি করা যায় বলতো ?

দয়াময়ী। আমি কি বলব' বলুন !

ত্রিপুরা। তোমার অবস্থাতো বুজতেই পারছি তুমিই বা বলবে কি ? এই যে পাঁচ মাস ভাড়া দাওনি, আমি কি কোন কথা বলেছি—দু'পয়সা চার পয়সা করে তিন টাকা সাড়ে এগার আনা আর আজকের দু'পয়সা, পোনে চার টাকা ধারও নিয়েছ।

দয়াময়ী। হ্যাঁ তা নিয়েছি।

ত্রিপুরা। দেখ ভাই, আমি মেয়ে মানুষ—মেয়ে মানুষের দুঃখ আমি বুঝি। তাইতো এখানে ওখানে তোমার জন্য চাকরীর জন্য চেষ্টা করছিলাম।

দয়াময়ী। আপনি যথেষ্ট দয়া করেছেন।

ত্রিপুরা। দয়া ক'রে কি কর্ত্তে পারলাম ব'ল।

দয়াময়ী। আমার নিয়তি।

ত্রিপুরা। তা যা বলেছ ভাই 'নিয়তি'। কিন্তু তা বলেত' হাত পা গুটিয়ে চুপ করে বসে থাকা যায় না। দেওরের ঘরে ছিলাম জান ? উঠতে বসতে শতেক লাঞ্ছনা শতেক খোয়ার—পোষা বিড়ালটা দুধের বাটী পেত, আর বিধবা মানুষের একবেলা দু'টি ভাতে ভাত জুটতো না। দেখে-দেখে কি বুঝলুম জান ? ঐ যে

ছোট জা—দিন রাত্ত রোগের ভান করে শুয়ে থাকতো আর আমারই খোয়ার করতো কিসের জোরে? তুমি হয়তো বলবে তার ভাল অদৃষ্ট। কিন্তু আমি কি বুঝলুম জান? ঐ মিন্সেটির জোরে। "খুঁটির জোরে ম্যাড়া লড়ে"।

দয়াময়ী। হ্যাঁ আমায় কি বলবেন—বল্লেন না?

ত্রিপুরা। এ বাড়ী ভাড়া দিয়ে যা দুপয়সা বাঁচে তা দিয়েইত' আমার পেট চালাতে হয়।

দয়াময়ী। আপনি কি আমায় ঘর ছেড়ে দিতে বলছেন?

ত্রিপুরা। বলতে আর পাচ্ছি কৈ? মন যেমন আমার দিকটা দেখ্ছে—তেমন তোমার দিকটাও দেখ্ছে।

দয়াময়ী। ভুল আমারই হয়েছে। চুরি হবার আগে আপনিও ভাড়া চাননি, আমিও দিচ্ছি দেব করে দিইনি। একছড়া মালা ছিল তা আর প্রাণ ধরে বেচতে পারিনি। আপনি আমার অশেষ উপকার করেছেন। ঋণের ভার আর বাড়াব না—আমি ঘর ছেড়ে দিচ্ছি।

ত্রিপুরা। ওকথা কেন ব'লছ, আমি আর তোমার কি উপকার করেছি।

দয়াময়ী। এই যে সমবেদনা এই যে সহানুভূতি, এওতো সংসারে সুলভ নয়। আচ্ছা, তাহ'লে আমি আসি।

[এই বলিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া কাপড় চোপড় লইয়া বাহিরে আসিতেই হঠাৎ কাঁপিতে কাঁপিতে বসিয়া পড়িল। ত্রিপুরা দেখিতে পাইয়া চীৎকার করিয়া উঠিল]

ত্রিপুরা। ও বিন্দি, ও সারদা শীগ্গীর ছুটে আয়, শীগ্গীর ছুটে আয়, কি সর্ব্বনাশ হ'লো গো এযে ভিরমী খেয়ে পড়ে গেল গো!

[দ্রুতপদে বিন্দি ও সারদার প্রবেশ]

বিন্দি শীগ্‌গীর ওর মাথায় একটু জল দে বাছা। ক'দিন থেকে না খেয়ে না নেয়ে—মাথাটা উঁচু করে। তুলে ধর। এই দেখ, দেখ ধরবার কি ছিরি। আমি যে ছুঁতে পাচ্ছিনা—সারদা একটু জল দেতো বাছা—চশমাটা খুল্‌লি না!

[বিন্দু দয়াময়ীর মাথা নিজের কোলে তুলিয়া লইল, সারদা চশমা খুলিয়া চোখে মুখে জল দিতে লাগিল দুয়ারের কাছে মুখ বাড়াইয়া ত্রিপুরা চীৎকার করিয়া ডাকিল]

ত্রিপুরা। ও ছক্কন, ছক্কন শীগ্‌গীর বুলাকী বাবুকে পাঠিয়ে দাও তো (ফিরিয়া আসিয়া) কি লো চোখ চেয়েছে? ঘরের ভেতর থেকে পাখাটা নিয়ে একটু হাওয়া করনা।

[সারদা পাখা লইয়া আসিয়া বাতাস দিতে লাগিল]

ত্রিপুরা। হাত যেন আর নড়ে না—দে দে পাখাটা আমায় দে ছুঁস্‌নে।

সারদা পাখাটা মাটিতে রাখিল তাহা লইয়া ত্রিপুরা ছোঁয়াচ বাচাইয়া বাতাস করিতে লাগিল বুলাকী প্রবেশ করিল]

বুলাকী। আরে কি হইয়েছে বাড়ীউলী?

[দয়াময়ীকে ভালভাবে দেখিতে লাগিল]

ত্রিপুরা। দেখ দিকি বিপদ, কদিন থেকে না খেয়ে না নেয়ে আছে—তার ওপর জেদ্‌ করে এক্ষুনি ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছিল।

[করুণার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল। বুলাকী লক্ষ্য করিয়া বলিয়া উঠিল]

বুলাকী। তুমি কিছু ভয় কোরনা আমি এখুনি ডাক্তার ডাকৃতে পাঠাচ্ছি।

দয়াময়ী। না-না—ডাক্তারের দরকার নেই। আমার চশমা আমার চশমা?

বুলাকী। সেটি হয়না মা—আমি তোমার বুড়ো ছেলিয়া হাজির থাকৃতে—তোমার এলাজ—

দয়াময়ী। [ত্রিপুরার দিকে তাকাইয়া] না-না—আপনি ওকে বলুন আমি সুস্থ হয়েছি, ডাক্তারের দরকার নেই কেন মিছিমিছি !

[করুণা উঠিয়া দাঁড়াইল]

বুলাকী। আহা-হা আপনি দাঁড়াবেন না মা—দাঁড়াবেন না। ফের মাথা ঘুরিয়ে যাবে। বসুন-বসুন-বসুন—আমি বুড়ো ছেলিয়া হাত জোর ক'রে বলছি—আপনি বসুন আপনি বসুন।

[বুলাকীর অনুনয়ে দয়াময়ী বসিল]

বুলাকী। দেখো বাড়ীউলী, এমুন ভদ্দর লোকের মেয়েকে এমুন হালে তুমি ঘর ছাড়িয়ে দিতে বোলছ—তুমি কি জানোয়ার আছে না মানুষ ?

দয়ামরী। না না—উনিতো বলেন নি।

বুলাকী। তুমি থামো মা—আমি সব বুঝিয়ে নিয়েছি। তিনটাকা চারটাকা—মস্ত এথি হইয়ে গেল। একটা মানুষের জান চলিয়ে যেত।

দয়াময়ী। আমিতো ওকে এখুনি ঘর ছেড়ে দিতে বলিনি বাছা। তুমি টাকার কথা বলে গেলে আমি ওকে ডেকে বল্লুম দেখ বাছা—এই বিপদ।

বুলাকী। তুমি কি মানুষ আছে না জানোয়ায় আছে, না সেইটা বোলো—

ত্রিপুরা। কি বোলব বাছা !

বুলাকী। মুখ দেখিয়ে বুঝতে পার নাই যে মা আমার কেমুন ঘরের মেয়ে আছে ?

বিন্দু। ব্যাঙের শোকে সাঁতার পানি, সাপের চোখে ঝরে।

বুলাকী। খবরদার বাত মাত্ কোরো, যাও উপরে চলো। যাও সারদা তুম্ভি যাও।

[সারদা বিন্দুর প্রস্থান। ত্রিপুরার কাছে গিয়া বলিল]

তুমি কি মানুষ আছে না জানুয়ার আছে, এই সব ছোট আদমী তুমি আমার মা জননীর কাছে কেন আসতে দিয়েছ ?

ত্রিপুরা। ভালারে একটা মানুষ ভিরমী খেয়ে পড়ে গেছে, আমি নেয়ে এসেছি ছুঁতে পারিনা—কি কোরব বল ?

বুলাকী। খালি চিল্লাবে আর কি করবে ? যাও চকনকে বোলো একটা পাল্কী নিয়ে আসতে। তোমার বাড়ীতে হামার মা থাকবে নেই।

দয়াময়ী। আপনি আমার জন্য—

বুলাকী। তুমি কথাটি বোলনা মা—আমি তোমার তেমন ছেলে নেই। তোমাকে নরকের মধ্যে রাখব ? যাও বাড়ীউলী যাও।

[ত্রিপুরা চলিয়া গেল]

দয়াময়ী। বাবা আপনি আমার কথা শুনুন।

বুলাকী। তুমি স্থির থাকমা। আমি সব বুঝিয়ে লিয়েছি, তুমি কি ঘরের মেয়ে কতো দুঃখে এখানে এসেছ, কত কষ্টে তুমি এখানে আছ আমি কি কিছু বুঝি নেই মা। অন্নপূর্ণার পুরী কাশীধাম। কত কত মুলুকের আদমি এখানে এসে ভাত পাচ্ছে। সেখানে পাঁচ সাত রোজ তুমি না খাইয়ে আছ—আর এরা দেখতেছে আর খাইতেছে।

[বলিতে ২ তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল চোখ মুছিতে ২ পুনরায় বলিতে লাগিল]

বুলাকী। আমি তোমার ছেলে হইয়ে এখানে তোমাকে রাখব ?

দয়াময়ী। কিন্তু বাবা—

বুলাকী। আঃ সে তোমার বলতে হবে কেন মা, বিশ্বনাথজী ছাড়া কে কাকে খাওয়া দিতে পারে। আমার খাওয়া তুমি খাবে কেন ? তোমার ছেলিয়া তোমার হাত ধরিয়ে এখান থেকে তোমাকে

নিয়ে যাবে, নিজে মন্দিরে কাম্ করিয়ে দিবে, তুমি নিজে খাবে দশজনকে খাওয়াবে। আর এ না পারিত জানব কি এ ধরম কে রাজ নেই।

[ত্রিপুরার প্রবেশ]

ত্রিপুরা। ছক্কন পাল্কী এনেছে।

বুলাকী। চল মা, এখানে থাকলে তোমার দম বন্ধ হইয়ে যাবে। বাড়উলী, হামার পাওনা থেকে হামার মায়ের ভাড়া পাওনা, যে ধার করিয়েছে, সব কাটিয়ে লিও। চল মা—চল—চল।

[দয়াময়ী দাঁড়াইয়া ইতস্তত করিতে লাগিল]

বুলাকী। জান বাড়ীউলী, আজ সবেরে মু হাত ধুইয়ে বিশ্বনাথকে নাম লিয়ে ঘরসে যেই বাহারহ'লাম। দেখি কি এক দণ্ডী খাড়া আছে—আঃ—হা—হাঃ ক্যা সুরৎ! দেখো সাধু দেখেছি—মাকে পেয়েছি। চল মা চল। হাজারো কাম, তোমার ছেলের ঝুট্‌মুট্ খাড়া থাকতে সে থোড়াই পারে।

[দয়াময়ী ত্রিপুরার দিকে তাকাইতেই ত্রিপুরা বলিল]

ত্রিপুরা। এস ভাই।

[দয়াময়ী কোন কথা না বলিয়া বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতেই ত্রিপুরা তাহার পরিত্যক্ত কাপড় খানি দেখাইয়া বলিল]

কাপড় তোমার রয়ে গেল ভাই।

[বুলাকী ফিরিয়া বলিল]

বুলাকী। তুমি কি আদমী আছ না জানোয়ার আছ? ঐ কাপড় হামার মা জননী কি করবে। ছোঃ।

[দয়াময়ীর পশ্চাতে বুলাকী প্রস্থান করিল মুখে তাহার কার্য্য সিদ্ধির হাসি]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বুলাকীর বাগান বাড়ীর একটী ঘর। দুইটী চেয়ারে দুইটি মহিলা বসিয়া আছে। একটী বাঙালী নাম সুলেখা। অপরটী পাঞ্জাবী couch এর উপর আর একটী অর্দ্ধ বয়স্কা হিন্দুস্থানী স্ত্রীলোক বসিয়া আছেন। বড় একটী sofa তে একজন পাঞ্জাবী, একজন মাদ্রাজী অপরটি সাহেবী পোষাক পরিহিত। couch-এর উপর সেই হিন্দুস্থানী মহিলাটি একটি ঠুংরী গান ভাজিতেছিল। সুলেখা কাগজ পড়িতে পড়িতে বক্রদৃষ্টিতে মাঝে মাঝে তাহাকে দেখিতেছিল। পাঞ্জাবী মহিলাটি সেলাই করিতে ব্যস্ত। এমন সময় বুলাকীর পার্শ্বচর ডাক্তার প্রবেশ করিল এবং স্থানাভাব দেখিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেই হিন্দুস্থানী মহিলাটার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইল]

ডাক্তার। আদাবরজ বাঈজী।

বাঈ। আদাবরজ। আইয়ে বৈঠিয়ে।

[পাশের খালি জায়গাটুকু দেখাইলেন। ডাক্তার বসিতেই নিজে আর একটু সরিয়া বসিল]

ইৎমিমান সে বৈঠিয়ে, শেঠ আসবে কখন।

ডাক্তার। এতক্ষণ তো আসবার কথা।

বাঈ। ব'সে ব'সে বিরক্ত হ'য়ে গেলাম!

ডাক্তার। আপনি চমৎকার বাংলা বলেন তো।

বাঈ। বহুদিন বাঙালীর সহবত্ করেছি।

ডাক্তার। শুধু সহবতেই কি হয়? এইতো হিন্দুস্থান মুলুকে থেকে ও আজ ও সাফ্ হিন্দি বলতে পারি না।

বাঈ। আপনার পক্ষে ওটা হচ্চে সখ—আর আমার ছিল ব্যবসার অঙ্গ। মহারাজ সুখপুর মোটেই হিন্দী বলতে পারতেন না কিনা, কাজেই বাংলা আমার শিখে নিতে হয়েছে।

ডাক্তার। তা বটে। আজকাল কেমন আছেন। মাঝে খুব অসুস্থ ছিলেন শুনেছিলাম।

বাঈ। মুস্কিলে ইৎনি পড়ি ক্যা মুস্কিল আশাঁ হোগ্যয়া। যখন চারদিক থেকে বিপদ আসতে থাকে তখন বিপদটা সয়ে যায়।

ডাক্তার। মুজ্‌রা করা একেবারে ছেড়ে দিলেন কেন? তা' হলে' এতটা অভাব হোত না।

বাঈ। মুজ্‌রা আমিতো ছাড়িনি মুজ্‌রা আমাকে ছেড়েছে।

ডাক্তার। কি বলেন! আমার মনে আছে একবার বসির-বাগে আপনার মুজ্‌রা হচ্ছিল। ঢোকবার চেষ্টা ক'রে আমার জামা ছিড়ে গেল তবুও ঢুকতেই পাল্লুম না। বাবা সেকি ভীড়।

বাঈ। আর আজ শোনাতে চাইলেও কেউ শুনতে চায় না। বলে ওর আওয়াজ খারাপ হ'য়েছে।

ডাক্তার। না—না—একি একটা কথা—

বাঈ। ডাক্তার সাব্‌ এই দুনিয়ার রীতি আমি আজ ও রেয়াজ রেখেছি। পঁচিশ বছর মেহেনতে শক্তি বেড়েছে বই কমেনি। আজ ২০০৲ টাকা খরচ করে মন্ননের মুজ্‌রা শুনবে—যে সুরে একটা তান ফিরতে পারে না। কিন্তু কম টাকা চাইলেও আমায় ডাকবে না। সত্যি কি আমার আওয়াজ খারাপ হয়েছে, শুনুন তো? এখানে গাইলে কোন বেয়াদবী হবে না বোধ হয়।

ডাক্তার। না শেঠতো নিজে গান খুব ভাল বাসে।

বাঈ। হুঁ! ও কিছু ভালবাসে না ও ভাল বাসে টাকা। টাকার নেশাই ওকে শেষ করবে। ঐ নেশা আমায় ও শেষ করেছে কিনা! রেস্‌ খেলেছি জুয়া খেলেছি।

ডাক্তার! (একটু ব্যস্ত ভাবে) ওসব কথা রাখুন!

বাঈ। তবে আমার আওয়াজটা একবার শুনুন!

ডাক্তার। বেশ। বেশ—কিন্তু কোন যন্ত্রপাতি নেই গাইতে পার্ব্বেন কি?

বাঈ। পঁচিশ বছর মেহনত্ করা আওয়াজ—সে কারো সাহায্য ছাড়া এমনই চলতে ফিরতে পারে।

(গান)

ভুলো না আমারে!
　　ভ্রমর ভোলে না ফুলে
　　আসে বারে বারে
যদি হাসে ফুলদল
মেঘে মেঘে কত জল
ঝরে আঁখি ধারে!
ভুলো না আমারে!
যদি এস কাছে বসো—
মালা করে পরো গলে
কাল এ কেশের জালে
বিপাশ করার ছলে
চোখে যদি চোখ রাখ—
কেন ভুল ভোলো না'ক!
তুমি বোঝ নাকি তারে!—
ভুলো না আমারে।

ডাক্তার। (গান শেষ হইলে) চমৎকার!

বাঈ। বাবুজী আজ দুঃখের দিনের শিক্ষায় কি বুঝেছি জানেন—যারা সেদিন আমায় তারিফ করেছে—তারা গুনের চেয়ে রূপে বেশী মুগ্ধ হোত। আজও তাই ভাঙ্গারূপ ঘসে মেজে চক্‌চকে ক'রে রাখবার চেষ্টা করি। প্রথম বয়সে যখন কিছুই গাইতে পার্ত্তাম না তখন বড় বড় রহিস্ লোকের কাছ থেকে হাজারো খত্ পেয়েছি। শেঠ্ কিন্তু বড় হুনরদার সেই সব চিঠি থেকে বহু টাকা আমায় পাইয়ে দিয়েছে।

ডাক্তার। কি করে ?

বাঈ। সে বড় মজার কথা—নিজের জীবনী একটা লিখব আর তাতে সেই সব চিঠি ছাপাব এই কথা শেঠ রটিয়ে দিলে—আর যারা যারা লিখেছিল—সব টাকা দিয়ে চিঠি ফেরৎ নিয়ে গেল। (একটা প্যাকেট দেখাইয়া) এতেও কয়েকখানা আছে। মহারাজ সুখপুরের লেখা। শেঠ্ নিজে এগুলো কিনবে বলেছে।

[বুলাকী প্রবেশ করিল। সকলে উঠিয়া দাঁড়াইল আবার বুলাকীর ইঙ্গিতে বসিয়া পড়িল]

বুলাকী। বাঈ—চিঠি এনেছ ?

বাঈ! বহুত দের্‌সে আপ্‌কি ইন্ত্‌জার্‌মে বয়েঠিহুঁ।

বুলাকী। একটু দেরী হোল (প্যাকেট লইয়া খুলিয়া দেখিয়া) That alright. টাকা তৈরী নিয়ে যান।

বাঈ। এগুলো না নিয়েওতো টাকাগুলো সাহায্য হিসেবে দিতে পার্ত্তেন। যে লিখেছিল সে যখন মরে গেছে এ চিঠি আপনার কি কাজে আসবে।

বুলাকী। কিছু না! তবে আমি ব্যবসাদার কিছু নিয়ে কিছু দিতে পারি এমনি দিলেত ব্যবসা হয় না হয় দান। তুমিই বা আমার দান নেবে কেন। আচ্ছা এজাজৎ দিজিয়ে।

[বাঈজীর সেলাম করিয়া প্রস্থান]

[মিঃ লাল ও মিস মোহরা উঠিয়া আসিল]

বুলাকী। Instruction তো দে চুকা—লেকেন বহুত হুঁসিয়ার।

মিঃ লাল। আপ্ বে ফিকর্ রহিয়ে—Good bye.

[উভয়ের প্রস্থান]

বুলাকী। মিঃ রাজন !

[মান্দ্রাজী উঠিয়া আসিল বুলাকী তাহার হাতে একটি খাম দিয়া]

deliver it to Subramanyam, it contains all the necessary instructions.

[মাদ্রাজী চলিয়া গেলে একটি চিনাম্যান জুতার বাক্স লইয়া প্রবেশ করিল, বুলাকী ইসারা করিতেই সে কাছে আসিয়া খুলিয়া জুতার গোড়ালী দেখাইল]

বুলাকী। That's alright [ইঙ্গিত পাইয়া চীনা প্রস্থান করিল] তারপর ডাক্তার! দোকানের খবর কি?

ডাক্তার। Necklace delivery দেওয়া হয়েছে।

বুলাকী। লোক সঙ্গে গেছে!

ডাক্তার। হ্যাঁ।

বুলাকী। একটু বোস তোমার সঙ্গে কথা আছে। তারপর দেবী সুলেখা, কি খবর?

সুলেখা। গত মাসের মাইনেটা আমি পাইনি অথচ এখানে আমাকে আসার হুকুম করা হয়েছে।

বুলাকী। আঃ! টাকার অভাব তো আপনার হয়নি। একেবারে মোটরে চলে এসেছেন।

সুলেখা। টাকার অভাব বলেইত কারে আস্তে হয়েছে।

বুলাকী। হুঁ ফাষ্টক্লাস রিটার্ণ ফেয়ারের চেয়েও যে খরচা বেশী লাগে কারে আসতে যেতে।

সুলেখা। আমি একাতো আসতে পারিনা।

বুলাকী। হুঁ দত্ত সঙ্গে এসেছে।

সুলেখা। দত্ত! কে দত্ত?

বুলাকী। হ্যাঁ এ দত্ত, যার সঙ্গে হাজারিবাগে গিয়ে আঠার দিন কাটিয়ে এসেছেন।

সুলেখা। Thats none of your business! এ সব জান্‌বার আপনার কোন অধিকার নেই।

বুলাকী। হুঁ তা ঠিক !

ডাক্তার। আমি তা'হলে অন্যঘরে বসবো কি ?

বুলাকী। না তার কোন দরকার নেই বোসো !

ডাক্তার। তবু হয়তো কিছু Private কথা থাকতে পারে !

বুলাকী। তোমার কাছে লুকোবার কিছু নেই ডাক্তার—তুমি হচ্ছ আমার Family Physician ।

[ডাক্তার হাসিয়া কাগজ লইয়া তাহাতে মন দিলেন]

তারপর আমার সেই লকেট যেটা আপনার কাছে পাঠিয়েছিলাম সেটার সম্বন্ধে কদ্দূর খবর নিয়েছেন ?

সুলেখা। এত কাশী নয় যে সতরজন বাঙালী আর তার ভেতর ভদ্রলোক তিন জন। এ কলকাতা এখানে এক হাজার বিকাশ হয়তো আছে।

বুলাকী। আমার একটী মাত্র বিকাশকেই দরকার, যে এই লকেট উপহার দিয়েছিল তার স্ত্রীকে বা প্রণয়িণীকে ! আমায় ফেরৎ দিন লকেটটি।

[সুলেখা লকেট ফেরৎ দিল]

বুলাকী। আপনার আর আমার অনাথ আশ্রমে কাজ-কর্ত্তে হবেনা। আমি অন্য লোক সেখানে পাঠিয়েছি এবং তার রিপোর্ট্ও আমি পেয়েছি। তহবিলে আপনার চার পাঁচ হাজার টাকার গোলমাল আছে সে খবর আমি পেয়েছি।

সুলেখা। সে টাকা আদায় কর্ত্তে আপনি কোর্টে যাবেন কি ?

বুলাকী। ইচ্ছে করলে আদায় আমি কর্ত্তে পারি, কিন্তু কোরব কিনা তা আমি বলতে পারছি না। আচ্ছা আপনি এখন যেতে পারেন।

সুলেখা। (উঠিয়া) আচ্ছা তবে আপনাকে একটা খবর আমি দিয়ে

যাই, আপনার আশ্রমের সুনাম নিয়ে বাঙলা দেশে একটু সাড়া পড়েছে !

বুলাকী। টাকাগুলো হজম করবার জন্য এ সাড়াটা আপনিই সৃষ্টি করেছেন তাও আমি জানি।

সুলেখা। ওঃ তাই নাকি ! নমস্কার ধন্যবাদ !

[সুলেখার প্রস্থান]

বুলাকী। ডাক্তার কেমন দেখলে ?

ডাক্তার। দেখলাম বুলাকীপ্রসাদের পাঁচহাজার টাকা নির্ব্বিবাদে হজম করে চলে গেল।

বুলাকী। তবু কিন্তু ও সুখী হয়নি।

ডাক্তার। না তা কেমন করে হবে আরো অনেক পাঁচহাজার পাওয়ার সুযোগটা গেল—দুঃখতো হ'তেই পারে।

বুলাকী। আমাকে ও দুঃখ দেবার চেষ্টা কর্ত্তে পারে। কারণ যে লোকের খপ্পরে ও এখন আছে।

ডাক্তার। তার কথাটা স্বীকার কর্ত্তে ও এত ইতস্ততঃ করছিল কেন ? ওকে আদর্শ সতী বলেত ওকে চাকরী দাওনি।

বুলাকী। দত্তরই ইঙ্গিতে এখন কাজ চল্‌ছে কিনা, কাজেই গোপন রাখার চেষ্টা করাই স্বাভাবিক। সেই জন্যেই দত্তকে রেখে এসেছে মোগলসরাই ডাকবাংলোয়।

ডাক্তার। তাহ'লে তুমি অন্যায় দোষ দিয়েছ, লোক দেখান সতিগিরি-টুকুতো সে রেখেছে।

বুলাকী। "ছত্রিশ চুহা থাকে বিবি চলি হ্যায় হজপর্" ।

ডাক্তার। (হাসিয়া) এইরে মেড়ো বুলি বেরিয়ে পড়েছে।

বুলাকী। সে কি কথা ডাংদার বাবু হামিতো বাংলা ভালো বলতে পারি

নাই। থাক্ থাক্ এখন কাজের কথা বল। তোমাকে ত একমাস সময় দিলাম আমার মা জননীর কি করলে', কি বুঝলে ?

ডাক্তার। Case of nervous break down. Suffering from monomania. Weak heart hystyria.

বুলাকী। তুমি ত ডাক্তারী বুলী ছাড়লে। তুমি কি experiment করেছ তাই বল।

ডাক্তার। ডাক্তারীর তুমি কি জান ? আর ব'ললেই বা তুমি কি বুঝ্‌বে ?

বুলাকী। তা বটে। আচ্ছা আমার reportটা আগে শোন। পাঁচ বছর আগে ধরমশালায় উঠে সস্তায় ঘর খুঁজছিল, আমি সেই সময় থেকেই ওর ওপর নজর রেখেছি। আমি ব্যবস্থা করে লোক দিয়ে ত্রিপুরা বাড়ীউলীর নীচের একটা ঘর ঠিক করে দিই। তারপর পাঁচ বছর ক্রমাগত চেষ্টা করেও আমি কিছুই জানতে পারিনি। এবং জানতে না পারতেই বিষয়টা আমার কাছে জটিল বলে বোধ হোল।

ডাক্তার। তাত বটেই।

বুলাকী। এর তলে অনেক কিছু আছে নিশ্চয়।

ডাক্তার। আমি চেষ্টা করেছি। কোন পরিচয় পাইনি।

বুলাকী। পরিচয়টাই তো আসল মূল্যবান জিনিষ। চুরির ফলে লকেট্‌টি আমার হাতে এসেছে, তা থেকে জানতে পেরেছি বিকাশ নামটি, আর অভ্যেসের ভেতর লক্ষ্য করেছি বাংলা খবরের কাগজ পড়া, আর দেখছি একটি পয়সা অপব্যয় না করে কত কম খরচে সংসার চালাতে পারে—সেই চেষ্টা নিয়ত ছিল। ইংরেজী জানে, সেটা ইংরেজী কথা দু'একটা বলে টের পেয়েছি। অথচ কোন চাকরীর চেষ্টা করেনি। কখন লোকের ভীড়ে যেত-না, ভগবৎ

শুনতেও না, কীর্ত্তন শুনতেও না। আর একটা বিশেষ লক্ষ্য করার জিনিষ ওর চোখের ঐ নীল চশমা জোড়া। কোন লোক চটকরে দেখে ওকে চিনে ফেলতে না পারে এ ছাড়া ঐ চশমা পরার অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে না।

ডাক্তার। তাহ'লে তোমার লক্ষ্য করাটাই সত্যি সত্যি মূল্যবান বলে মনে হচ্ছে। নিজের পরিচয় দিতে চায় না, আত্মগোপন করে কম খরচে থাকে, অর্থলোভ নেই। আর বাঙলা দেশের খবর জানবার জন্য একটা আকুলতা আছে।

বুলাকী। এবং এমন লোকের খবর সে খোঁজে যার খবর কাগজে থাকা সম্ভব। আমি এ্যাদ্দিনে খবর পেয়ে যেতাম কিন্তু ঐ সুলেখা কিছু করেনি।

ডাক্তার। কোন বিষয়ে প্রশ্ন করা অবশ্য আমাদের দলের নিয়ম নেই—কিন্তু একটা কৌতূহল বড্ড হচ্ছে—আচ্ছা ধর এর সব খবরই তুমি জানলে, কিন্তু জেনে কি করবে ?

বুলাকী। হামার মা জননীকে যে এতো কষ্ট দিল সে লোকটাকে দেখিয়ে লিতে হোবে নেই ?

(উভয়ে হাসিল)

আমার ব্যবসাটা কিসের ডাক্তার ?

ডাক্তার। সে তুমিই জান।

বুলাকী। আমার ব্যবসাটা হচ্ছে লোকের মনের দুর্ব্বলতার ওপরে।

ডাক্তার। ওর যে বয়স তিরিশের ওপর হয়েছে ; ওকে দিয়ে আর কার মনের দুর্ব্বলতা ঘটাবে।

বুলাকী। (হাসিয়া) ছিঃ—হামি মা-জননী বলিয়াছি।

ডাক্তার। সেটা তুমি কাকে না বল।

বুলাকী। না আমার ব্যবসাটায় মা জননীর কি দাম আছে তা বিচার ক'রে দেখোনা।

ডাক্তার। থাকার ভেতর আছে একটু মাতৃত্বের ছাপ, বড় ঘরের ছাপ, আর শিক্ষার ছাপ।

বুলাকী। হুঁ হু ডাক্তার, ছেলেপিলে হয়েছে কিনা বলতে পার ?

ডাক্তার। হ্যাঁ তা হয়েছে।

বুলাকী। এই তো তুমি আর একটা জরুরী সন্ধান দিলে—কি সব বলছিলে হিষ্টিরিয়া, ম্যানিয়া !

ডাক্তার। কথাটা চাপা দিলে নাকি বুলাকী।

বুলাকী। আর বাবা তোমার কাছে কি চালাকী চলবে, তুমি ঘুন্ লোক হচ্ছ। যা যা তুমি বল্লে না সেই মাতৃত্বের ব্যবসাই আমি কোরব ভেবেছিলাম। সুলেখার জায়গায় ওকে বসাব বলে ওকে এনেছিলাম। কিন্তু কথায় বার্ত্তায় বুঝা গেল কলকাতায় যেতে ও রাজী নয়।

ডাক্তার। হ্যাঁ হ্যাঁ সে কাজ হোত, আশ্রমের matron ওকে খুব ভাল মানাত, চেহারাটা দেখলে শ্রদ্ধা আসে, কলকাতায় যেতে রাজী নয় কেন ?

বুলাকী। হুঁ হুঁ ঐখানেই ওর গলদ আছে। কিছুতেই কলকাতায় যেতে চায়না। সেই জন্যেইত লকেট কলকাতায় পাঠিয়েছিলাম।

ডাক্তার। খবর যখন পেলেনা আর ও যখন কলকাতায় যাচ্ছেনা তাহ'লেই ত দস্তুর মত দলের ঘাড়ে পড়ল। এদিকে মা জননী করেছ অপরাধ না করলে তাড়াবেনা এ আমি জানি।

বুলাকী। বিনা দোষে কারুর অন্ন নিতে নেই।

ডাক্তার। কিন্তু একে অন্ন দিতে যে অনেক খরচ—বাঁচে যদি বিশ বছর ;

আর তারপর তোমার মা জননী হয়ে, তাহ'লে—তাহ'লে অঙ্কটি বড় ছোট হবেনা হিসেব করেছ ?

বুলাকী। আর হিসেব না করে আমি এক পা ফেলি না। যদি কোন কাজ না-ই আসে তবে ওর কাছ থেকেই ওর বাবদে খরচ টাকা ফেরত পাবে। বছরে পাঁচশ টাকা খরচ—দশ বছরে পাঁচ হাজার, বিশ বছরে দশ হাজার, কিন্তু যে লোক সাতশ আটশ টাকার লকেট দেয় খুসী করে একটুকু হাসি দেখার জন্যে, তার কাছে কি দশ হাজার টাকা আদায় হবে না ?

ডাক্তার। কে সেই লোক ?

বুলাকী। আরে বিকাশ! বিকাশ! নামটা যখন পেয়েছি তখন লোকটাকেও পাব।

ডাক্তার। বুলাকী অগাধ জলের মাছ তুমি। দুশো বছর আগে জন্মালে একটা রাজত্ব গ'ড়ে তুলতে পারতে।

বুলাকী। ডাক্তার একটা রাজত্ব প্রায় গ'ড়ে তুলেছি—যদি বিশটা বছর বেঁচে যাই—তুমি দেখে নিও।

ডাক্তার। (সাগ্রহে) বিশ বছর বাদে কি দেখব তা একটু বলই না ?

বুলাকী। দেশে যাঁরা ধনী তারা ধন সঞ্চয় করেছে কি করে ? কতগুলো নীতিবাদের ধাপ্পা দিয়ে সাধারণের মনের দুর্ব্বলতা ও অসহায়তার সুযোগ নিয়ে। আমিও সে ধনীদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নেব—তাদের নির্ধন করব যতটা পারি। বিশ বছর বাদে দেখ্‌বে যে সমাজ গড়ে উঠবার নীতি পাল্টে গেছে।

ডাক্তার। তুমি একটা আস্ত জ্ঞান পাপী। সব ধাপ্পা—

বুলাকী। এই জন্যই তোমাকে ভালবাসি, আর তোমার কাছে কিছু লুকোতে চাই না, হয়ত একদিন দল চালাবার ভার তোমার ওপরই পড়বে। বিভিন্ন লোকের কর্ম্ম ও অপকর্ম্ম যোগ করে তার

ফলটুকু আমি সিন্দুকে তুলে রেখেছি। সেটি আজ তোমার চোখের সামনে খুলে ধরলে তোমার চোখ ঠিক্‌রে যাবে · ওঠ আমার সঙ্গে এস, দেখে রাখ—

[বুলাকী উঠিয়া ঘরের উত্তর দিকের মার্ব্বেল মেজের উপর রক্ষিত একটি বড় অয়েল painting-এর একপাশ তুলিয়া একটি পেরেক টিপিয়া ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে নীচে নামিয়া গেল আর সেইস্থানে একটি সিন্দুক দেখা গেল। সিন্দুক খুলিয়া একতাড়া চাবি বাহির করিল এবং ডাক্তারের দিকে চাহিল]

বুলাকী। একটা জিনিষ তোমায় দেখাব—দেখে রাখ। এই চাবীগুলো দিয়ে যে কতগুলো সিন্দুক খোলা যায়—তা কি কল্পনা করতে পার না? আর এই চাবীগুলোই যখন এত যত্নে রাখা কাজেই সে সিন্দুকগুলি যে আরও কত যত্নে রাখা আছে সেটাও ধারণা করতে পার নিশ্চয়ই। তা ছাড়া আরও কতগুলো জিনিষ তোমায় দেখাব যার এক একটার মূল্য বহু লক্ষ টাকা।

[Cover খুলিয়া একতাড়া কাগজ বাহির করিল]

ডাক্তার পড়তো?

ডাক্তার। সেকি! এগুলো সুখপুর State এর Letter head দেওয়া চিঠি।

বুলাকী। হ্যাঁ আপাততঃ চিঠিই বটে, কিন্তু আসলে এগুলো মূল্যবান দলিল।

[কথা বলিতে বলিতে ফিরিয়া দেখিল পর্দ্দার নীচে Ladies Shoe পরিহিত দু'খানা পা স্থির হইয়া আছে]

বুলাকী। এক মিনিট দেরী কর তোমাকে আর একটা জিনিষ দেখাচ্ছি।

[এই বলিয়া কক্ষের অপর প্রান্তে যাইবার ভান করিয়া দুয়ারের পর্দ্দা সরাইয়া বলিল]

বুলাকী। এই—দেবী সুলেখা আবার ফিরে এসেছেন।

সুলেখা। হ্যাঁ আপনার কাছে।

বুলাকী। হ্যাঁ আমিও আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম, আসুন বসবেন আসুন।

[উভয়ে টেবিলের কাছে বসিল]

বুলাকী। আপনি কি জন্য ফিরে এসেছেন বলুন তারপর আমিও আপনাকে কেন ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম তা বোলব।

সুলেখা। দেখুন আপনার সঙ্গে ওরকম ব্যবহার করে চলে যাওয়াটা—

বুলাকী—অন্যায় হয়েছে—বলবেন ত—আমিও ঠিক সেই জন্যেই আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলাম—অন্যায়টা দু'তরফ থেকেই হয়েছে। আপনাকে দিয়ে ত অনেক কাজ পেয়েছি—কাজেই ওরকম করে আপনাকে কাজে জবাব দেওয়াটা আমার পক্ষে ন্যায় হয়নি।

সুলেখা। ওঃ আপনিও তাই ভাবছিলেন। কি আশ্চর্য্য। Mental telipathy, আপনি মানেন কিনা জানিনে—মনটা আমার এখানে ফিরে আসবার জন্য এমন করছিল—আর আপনার দিকেও দেখুন—যেই আমি পর্দ্দার কাছে এসে দাঁড়িয়েছি—আর অমনি যেন আপনি আমাকে ডেকে নেবার জন্যই সেখানে গিয়ে উপস্থিত হ'লেন।

বুলাকী। হ্যাঁ আমার মন যেন বলে দিল, সুলেখা দেবী এসে দাঁড়িয়ে আছেন।

সুলেখা। না দাঁড়াতে হয়নি।

বুলাকী। না দাঁড়াতে হবে কেন আমি ডেকে না আনলেও আপনি সোজাই চলে আসতেন!

সুলেখা। হ্যাঁ সেত নিশ্চয়ই!

বুলাকী। হ্যাঁ ভাল কথা—যে কথা বলবার জন্যে আপনাকে ডেকে পাঠাব ভাবছিলুম—এক মিনিট অপেক্ষা করুন।

[উঠিয়া সিন্দুক বন্ধ করিয়া আসিল]

বুলাকী। (ডাক্তারকে) কথায় বলে পুরোণো চাকর—কেন বলে জানো ?

ডাক্তার। আমি হোটেলে খাই, চাকর রাখবার বালাই আমার নেই !

বুলাকী। (সুলেখাকে) আপনি কি বলেন ?

সুলেখা। অনেক দিন কাজ করলে একটা মায়া ত হয়ই। আর তা ছাড়া ছোট-খাট দোষ এত সকলেরই হ'য়ে থাকে।

বুলাকী। এর ওপরে আরও একটা মস্ত কথা রয়েছে যে। পুরোণো-চাকর মনিবের গোপন খবর অনেক কিছু জানে—কাজেই তাদের মানিয়ে রাখাই ঠিক। আপনাকে আমরা ছাড়ছিনে, আশ্রমের কাজ আপনার থাকলই !

সুলেখা। Many thanks, সত্যি এ দু'বছর যে অন্যের চাকরী করছি একথা মনেই হয়নি।

বুলাকী। যাওয়া আসার খরচ বাবদ গোটা সত্তর টাকা ধরে দিলেই হবেত ? ডাক্তার—

[পকেট হইতে নোট বাহির করিয়া সুলেখাকে দিল]

(টাকা লইল)

সুলেখা। সে আপনি যা দেবেন (টাকা লইল) আমায় সেই লকেট্‌টা আর একবারটি দেবেন না—আপনার কাজ আমি কর্ত্তে পারিনি —আমি ভারী লজ্জিত।

বুলাকী। না থাক। ওর জন্যে কেন আর এ কচ্ছেন।

সুলেখা। সেই মহিলাটিকে যদি আমাকে একবার দেখিয়ে দিতেন তাহ'লে কাজের খুব সুবিধা হোত।

বুলাকী। কোন মহিলাটী ?

সুলেখা। লকেটটি যার কাছ থেকে পেয়েছেন !

বুলাকী। তাকে আমি চিনিই না।

সুলেখা। না আমি মনে করেছিলুম।

বুলাকী। কি যে সব বাজে আপনারা মনে করেন। গিয়ে পৌঁছে খবর দেবেন—অফিসে রসিদ পাঠিয়ে দেবেন।

[সুলেখা নমস্কার করিয়া দুয়ারের কাছে যাইতেই বুলাকী পিস্তল বাহির করিয়া গুলি করিল। সুলেখা মাথায় হাত দিয়া চীৎকার করিয়া পড়িয়া গেল। ডাক্তার চেয়ার হইতে লাফাইয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাকাইয়া রহিল। বুলাকী অয়েল পেন্টিং-এর পিছনের একটি স্প্রিং টিপিয়া দিল, সঙ্গে সঙ্গে সুলেখার মৃতদেহ শুদ্ধ মেঝে বসিয়া গেল। স্প্রিং ছাড়িয়া দিতেই যথাস্থানে উঠিয়া আসিল। পিস্তলটি পকেটে রাখিয়া বুলাকী ডাক্তারকে বলিল]

বুলাকী। কি ডাক্তার হতভম্ব হ'য়ে গেলে যে ?

ডাক্তার। কাজটা কি ভাল হলো বুলাকী ?

বুলাকী। যে লোকের হাতে ও আছে তার হাতে অতগুলো অস্ত্র তুলে দিতে আমি রাজী নই। বেটী সব শুনেছিল। দেখলে না লকেটের মালিক কে জানবার জন্য ওর কত আগ্রহ।

ডাক্তার। নীচে ওর গাড়ী দাঁড়িয়ে, ওর সোফার—

বুলাকী। ডাক্তার সোফার ওর নয়, সোফার আমার

ডাক্তার। আমি উঠি বুলাকী, আমি আর বসতে পাচ্ছি না।

বুলাকী। আচ্ছা—বেশ যাবার সময় Ali Bros এ বলে যেও যে আমি এই ঘরের জন্য যে গালচের অর্ডার দিয়েছিলাম—সেটা যেন আজই তারা পাঠিয়ে দেয়।

[এই বলিয়া সে টেবিলের কাছে বসিয়া কাগজপত্র লইয়া বসিল—ডাক্তার চলিয়া গেল]

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[বিকাশের ড্রয়িং রুম। ড্রয়িং রুমের আসবাব পত্র পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। একটি ব্রাশ লইয়া বেয়ারা ঘরের ঝুল ঝাড়িয়া বেড়াইতেছে। পনর বৎসর অতীত হইয়াছে। বেয়ারা এখন বৃদ্ধ, সরমা ও প্রৌঢ়ত্বে পৌছিয়াছে]

সরমা। একি, জিনিষ পত্তর সব তছ্‌নছ্‌—

বেয়ারা। খোঁকা ভাই—

সরমা। তুমি থাম। সব খোকা ভাই করেছে। তোমরা আছ কি কর্ত্তে। গুছিয়ে রাখতে পারনি? দেখতেও পাও না চোখে?

বেয়ারা। দিদি বাবা, বোড্‌ঢা হোইয়ে গিয়েছি ত।

সরমা। বুড়ো হ'য়েছ ত ছুটি নিলেই পার।

বেয়ারা। দিদিবাবা হাম কতবার বলিয়েছি, সাহার কিছুতেই ছুটি দিলেন নাই। পরসাল গোবিন হামার লড়কা—

সরমা। তোমার লেড়কার গল্প শুনবার আমার সময় নেই বাবা, এসব সারতে হবে হাতাহাতি। একটু বাদেই যে সব এসে পড়বে।··· ও টেবিলটার পেছন ঝেড়েছ?

বেয়ারা। [ঝাড়িতে ঝাড়িতে] হামি তুরন্তে ঝাড়িয়ে দিতেছি। গোবিন হামার লড়কা আসিয়া বল্লো চারিটা ভয়েস ভি হামার আছে—তিনটা গাইভি আছে—এখুন তোমার কাম করবার দরকার নাই। আর ভালভি দেখায় না।

[সরমা কথায় কান না দিয়া টেবিলের তলায় উকি মারিয়া—]

সরমা। গুজগুজ কোরো না! এদিকে এসে দেখত···ভাখতো এর নীচে কি?

বেয়ারা। উতো গালচে আছে দিদিবাবা—

সরমা। হ্যাঁ গালচে ত আছে। তার ওপর কি আছে ?

বেয়ারা। কিছুত নেই।

সরমা। এক রাশ ধুলো জমে রয়েছে যে। চোখের মাথা খেয়েছ ত চশমা নিতে পারনি ?

বেয়ারা। হামি লিয়েছিলুম, দিদিবাবা-তো সকলে হামাকে বল্লে কি যে জজ সাহেবের মতুন দেখায়। ত' সরমকে মারে ছাড়িয়ে দিয়েছি।

[ও পিসিমা, পিসিমা, বলিতে বলিতে বিমল সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিল]

[বিমলের প্রবেশ]

সরমা। আমার এখন তোমার বায়না শুনবার সময় নেই। এখনই যে সব আসবে।

বিমল। আমার দেরাজের ভেতর থেকে—

সরমা। তোমার দেরাজ দেখবার এখন সময় নেই, আগে এই ঘরটা ঠিক করি।

বিমল। পিসিমা, আমার দেরাজের ভেতর থেকে—

সরমা। খোকা, একটু স্থির হয়ে বস্‌ত ওখানে—তোর সঙ্গে আমার অনেকগুলো গুরুতর কথা আছে। বস্ বস্ বস্।

বিমল। কি কথা পিসিমা ?

সরমা। ব'স্ বলছি। [বেয়ারা ঝাড়ু লইয়া আসিল] খোকা, ঐ দিকের চেয়ারটায় এগিয়ে ব'স্‌ত—ওদিকে ধুলো উড়বে। [বেয়ারাকে] নাও হাত চালাও লোকে দেখলে বলবে কি !

[বেয়ারা ঝাড়ু দিতে লাগিল। খোকা বুক-সেল্‌ফ হইতে একখানা বই বাহির করিয়া লইতেই সরমা বলিয়া উঠিল]।

সরমা। ও কি হচ্ছে? এত করে গুছিয়ে রাখলুম—একটু স্থির হয়ে বসতে পারিস না? ভগবান এদের কি চঞ্চল করেই সৃষ্টি করছেন।

বিমল। না, আমি বইটা একটু—

সরমা। থাক্ থাক, এই যেন বই পড়বার সময়। বস্

[খোকা বই রাখিয়া দিল]

[বেয়ারার দিকে]

কৌচটা বাঁকা হয়ে আছে দয়াকরে একটু সোজা করে দাও। হুঁ, যাও এবারে যাও। খানসামাকে বল টেবিল ঠিক করে রাখতে।

[বেয়ারার প্রস্থান]

[খোকা ইতিমধ্যে ফ্লাওয়ার ভাসের ফুলগুলি শুঁকিতেছিল]

আবার ওর পেছনে লাগলে কেন? আয় এদিকে। আয়, বস্।

[বিমল আসিয়া একটা কৌচে বসিল এবং টাইটি নাড়িতে লাগিল]

ওকি! আবার টাইটা ধরে টানাটানি সুরু করলে কেন—একটু চুপ করে বসতে পার না?

[বিমল তাড়াতাড়ি টাই ছাড়িয়া হাতের স্লিভ্ খুঁটিতে খুঁটিতে বলিল]

বিমল। তুমি কি গুরুতর কথা বলবে বলছিলে বল।

সরমা। বলব কি—তুইত একটু স্থির হয়ে শুনবি না।

বিমল। কেন, এইতো স্থির হয়ে বসেছি।

সরমা। না, স্থির হওনি। হাতের স্লিভ্ খোঁটা বন্ধ করতো। এমন ছেলে দেখিনি বাবা।

বিমল। পিসিমা, তুমি রাগ করেছ।

সরমা। না বাবা, রাগ করবো কেন ? একটা বিশেষ কথা তোকে বলব।

বিমল। কি বলবে বল না। তোমার গুরুতর, বিশেষ এসব শুনে ভয় করে যে।

সরমা। বিমল—আমি জিজ্ঞাসা করছি যে কতদিনে তোর এই জ্ঞানটা হবে যে, তোর এখন বোঝবার বয়েস হয়েছে। আমি মেয়েছেলে বইত নয়—

বিমল। [আশ্চর্য্য হইয়া] মেয়ে ছেলে বইত নয়।

সরমা। [ধমক দিয়া] ওকি বদ অভ্যেস এক জনের মুখের কথা আওড়ানো। দেখ বিমল, জীবনটাকে এখন seriously নেবার মত বয়েস তোর হয়েছে। আমি আর তোদের সংসারের ঝক্কি সামলাতে পারি না—তুই এখন সংসারের দায়িত্ব নিয়ে আমাদের উপদেশ দিবি—

বিমল। আমি উপদেশ দেব ?

সরমা। হ্যাঁ—দিবি বই কি—এম, এ পাশ করেছিস্—ল পাশ করেছিস্—তোর মত বয়সের ছেলে হাকিমী কর্ছে—আমায় একটা সাংসারিক পরামর্শ দে ত বাবা।

বিমল। পিসিমা আমি ত সংসারের কোন কথা ভাবিনি, খাবার সময় খেয়েছি—পড়বার সময় পড়েছি, কি দিয়ে কি হয়—

সরমা। আহা—কি খাবার কর্ত্তে হবে সেই পরামর্শত আমি চাইছি না।

বিমল। অথচ বল্লে যে সাংসারিক পরামর্শ—

সরমা। কোথাকার বোকা ছেলে বাবা। তোর সংসার কাকে নিয়ে ?

বিমল। কেন ? বাবা, আমি, তুমি, তা ছাড়া—

সরমা। আমার কথা ছেড়ে দাও। আমার নিজের ত একটা সংসার রয়েছে। আমি ভাবতে বলছি তোর কথাটা আর তোর বাবার কথাটা।

বিমল। পিসিমা, আমি মাঝে মাঝে তা' ভাবি।

সরমা। তুই কিছু ভাবিস্‌নি (উঠিল, চোখ মুছিল) জানিস্‌ তোর বাবার তুই একমাত্র অবলম্বন—তাঁর সমস্তটা বুক জুড়ে শুধু তোরই ঠাঁই। তাঁর স্বাস্থ্যের দিকটা একবার লক্ষ্য করেছিস্—তাঁর অভাব হ'লে যে তোর কেউ থাকবে না।

বিমল। তা' আমি জানি পিসিমা, মাকেত' অনেকদিন হারিয়েছি—থাকবার ভেতর বাবা আর তুমি—

সরমা। আহা, আমার কথা ছেড়েই দে না।

বিমল। ছাড়ব কি করে পিসিমা, মায়ের কথা ভাল করে মনেও পড়ে না—তোমাকেই জ্ঞান হয়ে অবধি মায়ের মত দেখছি। (উঠিল) আচ্ছা পিসিমা, মায়ের একখানা ছবিও নাই কেন ?

সরমা। ছবি তোলেনি তাই। হ্যাঁ যে কথা বলছিলাম, তোর বাবার—

বিমল। পিসিমা জান, আমার মায়ের কোন স্মৃতি চিহ্নই নেই। একটা পুরোনো বাজার খরচের হিসেবের খাতা পেয়েছিলাম—বেয়ারা বল্লে ওটা মাজীর জমা খরচের খাতা ছিল—আমি দেরাজে তুলে রেখেছিলাম ? সে খাতাটা আজ দেরাজের ভেতর দেখতে পাচ্ছি না।

সরমা। কোথাকার কি সব কুড়িয়ে নিয়ে রাখিস্—আচ্ছা সে দেখব এখন।

বিমল। না পিসিমা তুমি খুজে দিও—আমি ওটা রোজ একবার করে দেখি। আচ্ছা পিসিমা, আমার মা' কি হয়ে মারা গেল ? তুমিত এই মাত্র বলছিলে আমি বড় হয়েছি—এখনো আমায় বলবে না ?

সরমা। কি যে হ'য়েছিল বাবা কেউ বুঝতেই পারিনি। হ্যাঁ, তোর বাবার কথা যা' বলছিলাম। শোন্ খোকন, আজ তোর জন্ম দিন—আজকে তুই একটি আব্দার তার কাছে করবি—

বিমল। কি আব্দার পিসিমা ?

সরমা। এক বছর কোন একটি স্বাস্থ্যকর জায়গায় দাদা, তুই আর আমি গিয়ে থাকব।

বিমল। তা' কি করে হবে ? আমি যে লাইসেন্স্ নিয়েছি কাল থেকে কোর্টে বেরুব।

সরমা। তা' এক বছর বাদে কোর্টে বেরুলেও কোন ক্ষতি হবে না, তুই বুঝতে পাচ্ছিস না—পনরটী বছর দাদা কোলকাতা ছেড়ে কোথাও যায়নি। কেবল মুখ গুজে দপ্তরঘরে কাগজ নিয়ে পড়ে রয়েছে—আর একবারটি করে কোর্টে গেছে—কোন ক্লাবে না, কোন সভা সমিতিতে না, কোথাও যায়নি।

[অশোকের প্রবেশ]

অশোক। কে সভা সমিতিতে যায় নি সরমা দিদি ?

সরমা। দাদার কথা বলছিলাম।

অশোক। ও ! বাড়ী ফিরেছে ?

সরমা। ক'টা বেজেছে ?

অশোক। প্রায় সাতটা, পৌণে সাতটা—

সরমা। তাইতো, এত দেরী করছে কেন ? এত দেরীত কোন দিন হয়না। যা'ত খোকা একবার ফোন্ করে দেখতো হাইকোর্ট থেকে বেরিয়েছে কিনা ?

[বিমলের প্রস্থান]

একটা কথা বলতে পার—ব্যাটা ছেলেরা অমন হয় কেন ? আজকে বাড়ীতে কাজ—আজই যে বেশী দেরী করছে।

অশোক। তুমি ব্যস্ত হচ্ছ কেন ?

সরমা। কি যে বল তুমি, এযে ভূতের সংসার, দেখবার শুনবার কি কেউ আছে ? এখনই ত ছেলেমেয়েরা সব আসবে। কে

তাদের খাতির যত্ন করবে! রান্নাবান্না না দেখলেও সব পুড়িয়ে শেষ করবে।

অশোক। তা' তুমি যাওনা রান্না ঘরে। খোকা রয়েছে।

সরমা। ও! সে তো একটা মস্তলোক। তা যাক্, তুমি যখন এসে পড়েছ কতকটা নিশ্চিন্ত।

[বিকাশের প্রবেশ]

অশোক। এই যে! সরমাদিদি তো ভেবে অস্থির। খোকা হয়তো এখনও ফোন্ই করছে।

[বিমলের প্রবেশ]

বিমল। না, অনেকক্ষণ আগেই আমি জেনেছি, আমি আর একটা ফোন করছিলাম।

সরমা। খোকা চল চল, খানসামা খাওয়ার টেবিলে কটা চেয়ার দিল, কি গোছাল, দেখে আসি চল।

[সরমা ও বিমল প্রস্থান করিল]

অশোক। যাও, ধড়াচূড়া-গুলো ছেড়ে ফেল।

বিকাশ। হ্যাঁ, এই যাচ্ছি। আজ বাড়ীতে উৎসব, জান অশোক, এই ভেবে বাড়ী ফিরতে আমার মন চাইছিল না।

অশোক। তুমি বড় Sentimental.

বিকাশ। হ্যাঁ, তা'ত বটেই, মশাই কিছু কম।

[পকেট হইতে একটা ভেলভেট্ কেস্ বাহির করিয়া]

খোকার জন্য এইটে নিয়ে এলাম।

[খুলিয়া দেখিল কেসের ভেতর একটি চেনসমেত ঘড়ি এবং চেনটি সঙ্গে একটি লকেট আছে]

অশোক। সে কি হে! এসব যে ব্যাক্ডেট্! ঘড়ি চেন আজকাল কেউ ব্যবহার করে?

বিকাশ। জুয়েলারী দোকানে গিয়ে এই লকেটটি হটাৎ চোখে পড়ে গেল। ঠিক এম্‌নি একটি লকেটে নিজের নাম Engrave করে আমি ওর মাকে দিয়েছিলাম—এবং সেইটিই আমার শেষ উপহার। ঘড়ি চেন ব্যবহার না করলে যে এই লকেট খোকার ব্যবহার করা চলে না।

অশোক। বেশ কবেছ, বেশ করেছ, তুমি যাও, কাপড় ছেড়ে এস।

বিকাশ। হ্যাঁ, যাচ্ছি। অশোক, সামলে থাকতে পারবোত? সেই ভয়েই আমি এর আগে আর খোকার জন্মতিথি উৎসব করিনি। নিতান্ত সরমার পীড়াপীড়িতে—তা' ছাড়া খোকার বন্ধুরাও এগ্‌জামিন পাশের খাওয়ার জন্য জুলুম করছিল।

অশোক। তুমি এত দুর্ব্বল!

বিকাশ। দুর্ব্বল ছিলাম না, কিন্তু হ'য়ে পড়েছি। দিনের পর দিন যাচ্ছে আর মনে হচ্ছে কি গুরুতর অন্যায়, কি গুরুতর অবিচার করেছি। তুমি যদি সেই দিনই কলম্বো চলে না যেতে তা' হ'লে—

অশোক। থাক্ থাক্। আবার সেই কথা! তুমি যাও—যাও।

[বিকাশকে ঠেলিয়া সিড়িতে উঠাইয়া দিল বিকাশের প্রস্থান। অশোক সোফায় বসিয়া দুই হাতে চক্ষু বুজিল, বিমলের প্রবেশ]

বিমল। ওকি এমন করে' বসে' আছেন যে!

অশোক। না, কিছু না, একটু মাথা ধরেছে।

বিমল। ওঃ। তাই আপনার চোখ দুটি একটু লালও হয়েছে।

অশোক। ব'স খোকা, ব'স। মেলা ভিড় জমবার আগে আমার প্রেজেণ্ট্‌টা এই বেলা তোমায় দিয়ে রাখি; ইঞ্জিনিয়ার দিচ্ছে একজন budding lawyear কে।

বিমল। Budding কি—Full fledged. কাল থেকে আমি বেরুচ্ছি।

অশোক। আরে ঐ হল। একজন দস্তুর মত ইঞ্জিনিয়ার দিচ্ছে একজন দস্তুর মত উকিলকে। ইঞ্জিনিয়ার দিচ্ছে, কাজেই এটা একটা মিনিয়েচার বিল্ডিং, আর নিচ্ছে একজন উকিল, তার কাছে এটা Paper weight হবে।

[বিমলকে সেটি দিল]

বিমল। বাঃ বাঃ বাঃ—ভারি সুন্দর ত !

অশোক। এটি তোমার দপ্তরে টেবিলের উপর রাখবে আর যখনই নজর পড়বে, তখনই যে উপদেশটি এখন আমি দেব, সেটি তোমার মনে পড়বে।

বিমল। কি উপদেশ দেবেন ?

অশোক। দাঁড়াও একটু গুছিয়ে বল্‌তে দাও। It must be an epigram. সৌধ সংগঠনে এবং সংরক্ষণে সমান সাবধানতার প্রয়োজন।

বিমল। বাঃ বাঃ সুন্দর বলছেন ত, আপনি শুধু ইঞ্জিনিয়ার নন, আপনি কবি।

অশোক। দুটো একই জিনিষ। একজন ইট কাট দিয়ে গড়ে' তোলে, আর একজন গড়ে' তোলে কথা ও ভাব দিয়ে। দুজনেরই মাত্রা-জ্ঞান ও সৌন্দর্য্য-জ্ঞানের দরকার। তাজমহলটা কম কবিতা নয়। যেমন যত্ন করে একটা সৌধ লোকে গড়ে' তোলে, তেম্‌নি যত্ন করেই তাকে রাখা উচিত নয়কি ? তা' না হলে সে যে অকালে ভেঙ্গে পড়বে। সামনে তোমার কর্ম্ম জীবন কত কিছুই গড়ে' তুল্‌বে—সে গুলোকে যত্নে রক্ষা করার দিকেও দৃষ্টি রেখ।

[সে পুনরায় সেই epigramsটা বলিল]

বিমল। সৌধ সংগঠন ও সংরক্ষনে সমান সাবধানতার প্রয়োজন।

[গুটিকতক তরুণ-তরুণী প্রবেশ করিল]

১ম। কি চেঁচাচ্ছিস্ রে ঠন্ ঠন্ ক'রে !

বিমল। সংগঠন্! সংগঠন্! তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই—ইনি হচ্ছেন আমার কাকাবাবু মিঃ অশোক মুখার্জ্জি, আর এরা আমার বন্ধু—

২য়। ও বান্ধবী—

[সকলে নমস্কার ও প্রতি নমস্কার করিল]

[সরমার প্রবেশ]

অশোক। বিমল তোমরা ব'স আমি তোমার বাবার কদ্দূর হ'ল দেখে আসি।

[প্রস্থান]

সরমা। এই যে তোমরা সব এসেছ বাবা—বোস, বোস, বেশী দেরী নেই—মাংসটা নামলেই হয়, হোয়ে এসেছে।

১ম। পিসিমা কি মনে ক'রেছেন যে, আমরা এসে খেয়েই পালাব। আমাদের এখন সমবেত সঙ্গীত হবে।

সরমা। বেশ! বেশ! তোমরা গানটান কর—দাদা বড্ড গান ভালবাসেন—আমি দেখি কতদূর হ'ল।

২য়। তুমি শুনবেনা পিসিমা ?

সরমা। আমি দেখে আসি—হয়তো কাঁচাই নামাবে—না হয় পুড়িয়ে ফেল্‌বে।

[প্রস্থান]

১ম। এমন জোর কোরাস্ হবে যে পাড়াশুদ্ধ সবাই শুন্‌তে পাবে।

—গান—

স্বাগতঃ স্বাগতঃ নবীন উকিল
বুদ্ধিতে হও বড়।
মক্কেলে শুধু আক্কেল দিয়ে
পকেটে পয়সা ভরো ॥
কথা ক'য়ো চোখা চোখা—
হাকিমেরে দিও ধোঁকা।
এক বছরেই Ford Car ছেড়ে
রোল্স্রইসে চ'ড়ো ॥
চালা মিথ্যার গুণে
সত্য কথা না শুনে
শত্রুর মুখে ছাই পাশ দিয়ে
নিজের পথটা গ'ড়ো।
লর্ডশিপ্ সনে কোর্টশিপ্ করো
প্রেমিকার হাসি হেসো
কাসিলে হাকিম চুলকিয়ে গলা
খক্ খক্ করে কেসো।
হারো হে মামলা যদি
নিজের করোনা ক্ষতি
আপিল করিব জিতিব বলিয়া
মামলার টিকি ধরো।

[গান শেষে সরমার প্রবেশ]

সরমা। আঃ, খাবার দাবার হ'য়ে গেছে—শুধু ফাজলামী—চলো, চলো—সব তৈরী—তোমরা এস সব।

[বিকাশ অশোক সিড়ি দিয়া নামিতেছিল]

দাদা। খাবার তৈরী তোমরাও এস।

বিকাশ। না, ওরাই বসুকগে। আমার খাবাব সময় এখনও হয়নি।

অশোক। হ্যাঁ, হ্যাঁ আমরা একটু বাদে খাব। এ বুড়োদের আবার ওদের দলে টানছ কেন। যাও হে, যাও তোমরা—বস গিয়ে।

[সকলে খাওয়ার ঘরে চলিয়া গেল সরমাও তাদের সঙ্গে প্রস্থান করিল]

বিকাশ। আজ পনর বছর বাদে আমার বাড়ীতে গান বাজনা হ'ল। পনর বচ্ছর! পনর বচ্ছর! সব তেম্‌নি সাজিয়ে গুছিয়ে রেখে দিন গুনছি ভাই, কিন্তু এদিন গোনা যে আর শেষ হবে তা'ও মনে হয় না। ভগবান তোমাকে সুবুদ্ধি দিয়েছিল ভাই। তুমি ফিরে না এলে আমার ভুলও ভাঙ্‌ত না, আর একলা এ যন্ত্রনা সহ্য করাও অসম্ভব হ'ত।

অশোক। ভুল ভেঙে আর কি হল—ভুল ত শোধরান গেল না।

বিকাশ। না, না, না তুমি ভুল বল্‌ছ অশোক, আমি তার ওপর একটা অন্যায় ধারণা পোষণ করছিলাম। সেটার একটা মীমাংসা হওয়া যে কত ভাল হয়েছে, সে তুমি বুঝতে পারছ না।

অশোক! কি আর ভাল হল। খুঁজে পাওয়ার সব চেষ্টাই বৃথা হল—আর শুধু যন্ত্রণাই বাড়্‌ল।

বিকাশ। যন্ত্রণাই আমার প্রাপ্য—যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে কতবার মনে করি সব খোকাকে বলি। খোকাকে বুকে করে কাঁদি। কিন্তু সাহস হয় না। সে আমায় ঘৃণা কর্‌বে, এ যন্ত্রণার ওপর সে যন্ত্রণা সহ্য হবে না।

অশোক। তা'কে না বলেই ভাল করেছ। তাকে আর মিছামিছি কষ্ট দিয়ে কি লাভ? তা ছাড়া সমস্যাও বাড়্‌ত।

বিকাশ। এ সমস্যার ভয়ে আর বিচার-বুদ্ধির দম্ভে যে ভুল করেছি, সে ভুলের মাশুলত আমাকে দিতেই হবে।

অশোক। আমি এখনো আশা ছাড়িনি!

বিকাশ। আশা আমিও ছাড়িনি। যাবার দিন সে বলে গিয়েছিল, ঠাকুরঝি তুমি দেখে নিও—অন্যায় যদি আমার না হয়, তবে খোকাকে বুকে না নিয়ে আমি মর্‌ব না।

[স্বর অবরুদ্ধ হইয়া আসিল। অশোক তাহার পিঠে হাত দিয়া বলিল]

অশোক। চল চল, ওদের খাওয়া-দাওয়াটা একবার দেখে আসি। চল, চল, ওঠ।

[হাত ধরিয়া টানিয়া তুলিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বুলাকীর বাগানবাড়ীর ড্রইং রুম। ডাক্তার বসিয়া আছে ও ঘন ঘন ঘড়ি দেখিতেছে। একটু বাদেই বুলাকী সাধারণ বেশে প্রবেশ করিল। ডাক্তার তাহার পোষাক লক্ষ্য করিয়া]

ডাক্তার। এই যে আজ আবার একি বেশ ? এ সব কি ?

বুলাকী। আর বল কেন ? একটা মিথ্যে সামলাতে হাজারো মিথ্যা বল্‌তে হয়। সেইটাই মিথ্যার প্রধান দোষ। তা না হ'লে ছনিয়ায় সত্যকে হটিয়ে দিয়ে সে অবাধে রাজত্ব চালাতো।

ডাক্তার। এটা কি একটা উত্তর হোল ?

বুলাকী। কথাটা কি জান ? (সুর বদলাইয়া) মা জননী হামার স্বাভাবিক মূর্ত্তি দেখেন নাই—এই মূর্ত্তিটি দেখেছেন। হঠাৎ অন্য মূর্ত্তি আর সাফ বাংলা বলতে শুন্‌লে মার আমার সন্দেহ হ'তে পারেত ?

ডাক্তার। তাতো হতেই পারে। কিন্তু এখানে তার কি ?

বুলাকী। মা আস্‌ছেন—তার রাজা ছেলে আস্‌ছে—আমার এই ভগ্ন কুটীরে।

ডাক্তার। আজ ডোবালে বুলাকী—কিছুই ঠাওর পাচ্ছি না—আমায় তা হ'লে আস্‌তে হুকুম করেছ কেন ?

বুলাকী। আছে দরকার আছে—হ্যাঁ, তুমিত বলেছিলে মা জননী দলের ঘাড়ে বোঝা হ'য়েই থাক্‌বেন। কিন্তু আজ মা জননীর দয়ায় দল শতকরা অন্ততঃ হাজার টাকা লাভ কর্‌বে।

ডাক্তার। যা বাবা এযে খালি অঙ্কই কর্‌ছে, একটু অন্তরাটা ভাঙ না।

বুলাকী। সব বোল্‌ব, ব্যস্ত হচ্চ কেন? মা আমার এখনই এসে পড়্‌বেন। মাকে পাঠিয়ে দিয়ে সব খোলসা করে বোলব (ঘড়ি দেখিয়া) এই এসে গেলেন বলে—

[তিনটি বিশালকায় হিন্দুস্থানী সেলাম করিয়া দাঁড়াইল]

বুলাকী। আচ্ছা যাও, হুসিয়ারসে বাহার ঠ্যারো।

[সকলে সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল]

ডাক্তার। এযে কুরুক্ষেত্রের আয়োজন, এ বেচারীকে দিয়ে কি হবে বলত?

বুলাকী। আছে আছে—কাজ আছে।

ডাক্তার: বুঝেছি আমায় ফাঁসাবে।

[বাহিরে মোটরের হর্ণ শোনা গেল]

বুলাকী। চুপ্ চুপ্, মা আস্‌চেন।

[দরজার কাছে গেল]

এই দিকে—এই দিকে—এই দিক দিয়ে চলিয়ে আসুন মা!

[করুণা প্রবেশ করিল]

কতদিন মনে ক'রেছি, মাকে একবার এই বাড়ীতে নিয়ে আসি।

করুণা। না বাবা কোনখানে আমার ভাল লাগে না, আজ শুধু তোমার অনুরোধেই।

বুলাকী। আহা, আমরা হচ্চি ব্যবসাদার মানুষ—একটা রাজা মহারাজার সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা কি কম ভাগ্যের কথা—তা ছাড়া হামিও

মায়ের ছেলে—সেও মায়ের ছেলে—হাঁ আপনি এই বাড়ীতে তাকে নিয়ে আস্‌বেন। কেন কি ও মন্দিরের বাড়ীটায় তাকে নিমন্ত্রণ করিয়ে আনা যায় না,—ভাঙ্গা টুটা।

করুণা। সে কি কথা বাবা, কতবার ত সে নিজেই এসেছে ওবাড়ীতে।

বুলাকী। শুন, ডাক্তার শুন। মায়ের কথাটা শুন, সে আপনার খুসীতে যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারে—তাকে দাওদ দিয়ে নিমন্ত্রণ করিয়ে আনিতেছি—তার একটা ইজ্জৎ কর্‌তে হবে না?

করুণা। তা যা ভাল বোঝ বাবা, আমারত তোমার ওপর কোন কথা বলা সাজে না।

বুলাকী। হ্যাঁ একটা কথা মা—রাজা মহারাজার সাথের লোকগুলো এমন হয় কি যে একদম ঘিরিয়ে থাকে—চারো তরফসে। না কথা বলে সুখ হয়—না কিছু—আর লোকগুলো—ভি বড়া বিচ্ছু—সুরজের চেয়ে বালির তাপ বেশী না? তুমি মা রাজা ভাইকে একলা নিয়ে এস। তবে দুটো কথা বলার ফুরসৎ পাব।

করুণা। বেশত!

বুলাকী। আচ্ছা তা হ'লে তুমি এখুন যাও মা—যে গাড়ীতে এসেছ, সেই গাড়ী নিয়ে যাও, মহারাজের কোঠী দো মিনিট রাস্তা আছে।

[করুণা উঠিল]

বুলাকী। আর এক কথা মা—খাবার তোমার নিজের করিয়ে দিতে হোবে মা। কেন কি সে বাঙ্গালী আছে না? হিন্দুস্থানী খাবার পছন্দ কোরবে নাই! তুমি খাবার করবে হাম্‌রা দুই ভাই বসিয়ে বসিয়ে বাত কোর্‌ব। আর ডাক্তার বাঙালী আছে—ডাক্তার-কেভি কাছে রাখিয়ে দিব।

করুণা। বেশত! আচ্ছা তা হলে আমি আসি বাবা।

[করুণা প্রস্থান করিল। বুলাকী দরজার নিকট দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিল, বাহিরে হর্ণ শুনিতে পাইয়া ডাক্তারের কাছে হাসিয়া বলিল]

বুলাকী। একটা মিথ্যা চাপতে হাজারবার মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়, সেই প্রথম দিনের জের আজ দশ বচ্ছর টানতে হ'চ্চে।

ডাক্তার। ও! এই ব্যাপার তা'তো বোঝা গেল, কিন্তু রাজা ভাইটির ব্যাপারটা কি?

বুলাকী। সেও দশ বচ্ছরের কথা, সেই যে হিন্দন বাঈয়ের কাছ থেকে এক তাড়া পাওয়া চিঠি তোমাকে দেখিয়েছিলাম।

ডাক্তার। হ্যাঁ—হ্যাঁ—মহারাজা সুখপুরের লেখা চিঠি।

বুলাকী। আমার এই রাজা ভাই সেই সুখপুরেরই মহারাজা!

ডাক্তার। আরে সেত মরে গেছে কবে, আজ কয়েক বছর হয়। এখনকার মহারাজ ত' তার ছেলে।

বুলাকী। আমার ত এর সঙ্গেই দরকার—এই ত আমার রাজা ভাই।

ডাক্তার। দরকার ত শুন্‌ছি বটে—কিন্তু আসল ব্যাপারতো কিছু বুঝতে পাচ্ছি না।

বুলাকী। তবে শোন, আমার রাজা ভাইয়ের একটা ব্যাধি আছে—

ডাক্তার। ব্যাধি?

বুলাকী। হ্যাঁ—ধবল, সেটা খুব গোপনেই আছে। বড় একটা কেউ জানে না। তবে আমি জানি।

ডাক্তার। হ্যাঁ—তা তোমার জানা কোন আশ্চর্য্য নয়।

বুলাকী। জানি এবং এই সংবাদটি আমি ব্যবহার করেছি, রামায়ুধ শাস্ত্রীকে দিয়ে—মানে তিনি গণনা করে মহারাজকে ব্যাধির কথা বলেছেন এবং এও বলেছেন, আমার মা জননীর পাদোদক খেলে ব্যাধি সেরে যাবে।

ডাক্তার। বেড়ে জমিয়েছতো হে—

বুলাকী। তোমাকেও কতবার বলেছি। আমার ব্যবসাটা হচ্ছে, লোকের মনের দুর্ব্বলতার উপর। রাজা ভাই আমার মাতৃহারা, সে মা পেয়েছে—আর জননীও পুত্র পেয়েছেন। কাজেই ব্যাপারটা জমে গেছে চট্ করে।

ডাক্তার। অতঃপর ?

বুলাকী। অতঃপর সুখপুর মহারাজার চিঠিগুলি যেগুলি তিনি তাঁর প্রণয়িনীকে লিখেছিলেন, সেগুলিকে কাজে লাগান।

ডাক্তার। মৃত পিতার লেখা চিঠি তার প্রণয়িনীকে—তাতে কিছু কাজ হবে কি ?

বুলাকী। হওয়াতে হবে। সে যে শুদ্ধ প্রণয়িনী—বিবাহিতা পত্নী নয়—এমনও কোন কথা ওতে লেখা নেই। সব সোজা হয়ে যেত, কিন্তু আমার মা-যে বড় বেয়াড়া, আমার কথাটি কি রাখে—রাজার প্রণয়িনী সাজলেই কাজ সোজা হ'য়ে যেত।

ডাক্তার। হুঁ, তা যখন হচ্ছে না, তখন তাকে মাঝে রেখে কাজ সামলাতে পার্‌বে ? আর বিশেষ যখন বোল্‌ছ—রাজা ছেলেটির ওপর তাঁর বেশ একটু দরদ প্রকাশ পাচ্ছে—ব্যাপারটা কি সহজ হবে ?

বুলাকী। এক টাকায় একশ টাকা লাভ কি সহজে হয় হে !

ডাক্তার। ভরসার মধ্যে তোমার হিসেবটা ঠিক আছে।

লাকী। তুমি চুপচাপ বসে দেখে যাও—কেবল ইসারা মাফিক দোয়ারকি করে যেও। রাগিণী তো তোমায় বাতলেই দিলাম।

ডাক্তার। এ বড় বিষম দোয়ারকি, যে রকম কুরুক্ষেত্রের আয়োজন করেছ—কিন্তু মহারাজের সঙ্গেও লোকজন থাক্‌বে বোধ হয়।

বুলাকী। মাকে বলে দিয়েছি, মহারাজকে একলা নিয়ে আস্‌তে।

ওসবের কিছু দরকার হবে না, এগুলো কেবল নিরুপায়ের উপায় ভেবেই আয়োজন করে রাখা।

[দরজার কাছে গিয়া রাঁধুনি ব্রাহ্মণকে ডাকিল]

পণ্ডিতজী।

[রাঁধুনি ব্রাহ্মণের প্রবেশ]

ডাক্তার। আহা—একি সুলেখার মোটরের সোফার ছিল না ?

বুলাকী। এরা সব combined hand যখন যে কাজে লাগাও।

[বাহিরে হর্ণ শোনা গেল]

এই যে এসে পড়েছে।

[করুণা ও একটি সুদর্শন বাঙালী যুবক প্রবেশ করিল]

করুণা। (বুলাকীকে দেখাইয়া) এইটি আমার ছেলে।

[বুলাকী প্রণাম করিয়া বিনয়ের সহিত মহারাজকে আসন দেখাইয়া দিল। দ্রুতপদে করুণার কাছে গিয়া রাঁধুনিকে কহিল]

বুলাকী। পণ্ডিতজী সব কুছ তৈয়ার ?

পাচক। জী হুজুর।

[বুলাকী করুণাকে নিম্নস্বরে বলিল]

বুলাকী। মা !

[বাহিরে যাইবার ইঙ্গিত করিল]

করুণা। (মহারাজার কাছে হাসিয়া বলিল) তুমি বস বাবা, আমি তোমার খাবারটা চট করে তৈরী করে আনছি।

ডাক্তার। (সোল্লাসে) মা অন্নপূর্ণা আজ স্বয়ং হাতা বেড়ী ধরবেন নন্দীভৃঙ্গীকে খাওয়াবেন কি না—না সঙ্গে কার্ত্তিক গণেশও আছেন।

[মহারাজ সুখপুরকে দেখাইয়া দিল। করুণা, বুলাকী ও পণ্ডিতজী বাহির হইয়া গেল]

আজ মায়ের কৃপায় আপনার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হোল।

মহারাজ। আপনাদের সঙ্গে পরিচয় হওয়াটা আমিও সৌভাগ্য বলে মনে করছি। মাকে কতদিন থেকে পাওয়ার সৌভাগ্য আপনাদের হ'য়েছে, আমার ত' এই ৫ দিন।

ডাক্তার। মাকে পাওয়া সৌভাগ্য—সেবিষয়ে আর সন্দেহ কি! জানেন আমরা বাঙালী—জগজ্জননীকে কখনো মাতৃরূপে কখনো কন্যারূপে কল্পনা করেই আমরা হৃদয় পূর্ণ রাখি।

মহারাজ। তা ছাড়া আমি ছেলেবেলায় মা হারিয়েছি—মা নামের সঙ্গে সঙ্গে আমার কল্পনার যত কিছু ছবি আঁকা ছিল—সবই যেন মিলিয়ে পেয়েছি আমার এই মা-টিতে।

ডাক্তার। সত্যিই ত 'মা' কথার তুল্য কথাতো নাই। শিশু মুখের আদি বাণীই মা।

[বুলাকীর প্রবেশ]

বুলাকী। মাকে বসিয়ে দিয়ে এলাম, খুব বেশী দেরী হবে না, তবে মায়ের মন সে কি আর কিছুতে খুসী হয়—এটা হ'ল না, সেটা হ'ল না।

ডাক্তার। আমিও সেই কথাই বলছিলাম বুলাকী—পরাণ নিংড়ে সমস্ত স্নেহ সন্তানের ওপর নিঃশেষে ঢেলে দিলেও মায়ের মনে হয় কিছুই দেওয়া হ'ল না।

বুলাকী। আর এখানেও একটা বিশেষ কারণ আছে না? তার হারান স্বামীর স্মৃতিটাও এঁর সঙ্গে জড়িত।

[মহারাজকে দেখাইল। মহারাজের মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল]

বুলাকী। যার জীবনের কোন সাধই মেটেনি তুমি ত সব জান ডাক্তার।

ডাক্তার। হ্যাঁ তা তো বটেই!

[দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল]

বুলাকী। জন্ম থেকেই দুঃখ সয়েছে—দুঃখ সয়েই যেত। কিন্তু স্বর্গগত মহারাজার সঙ্গে বিবাহ হ'য়ে দুদিনের সুখে বাকী জীবনের

দুঃখটা যেন দুর্ব্বহ করে তুলেছে। যাকে দেখলে আমার মনে, হয় যেন—আপনি জানেন ত সব।

মহারাজ। আমিতো মার অতীত জীবন সম্বন্ধে কিছুই জানি না!

বুলাকী। সে কি কথা! ও! মা আমার চিরঅভিমানিনী, ও তো মুখ ফুটে কোন কথা বলবে না, তবে আপনার সঙ্গে—কিছু মনে করবেন না—তিনি যে আপনার বিমাতা তা না জেনেই কি আপনি তাঁকে মা বলে ডেকেছেন?

মহারাজ। সে কি এক জ্যোতিষী আমাকে ওঁর কথা বলে ছিল।

বুলাকী। জ্যোতিষী বলে ছিল!

মহারাজা। হ্যাঁ বলেছিল—ওঁর কাছে গিয়ে তুমি মা বলে দাঁড়াও, তোমার অশেষ কল্যাণ হবে।

বুলাকী। মহারাজ আমায় মার্জ্জনা করবেন। আমরা মনে করেছিলাম আপনি সমস্ত জেনেই ওঁকে মা ডেকেছিলেন। তা ছাড়া যখন আমরা জানি—তখন আপনি জানেন না—এটা আমরা ভাবতেই পারিনি। কি বল ডাক্তার!

ডাক্তার। তুমি ভুল করেছ বুলাকী, জান না মা আমার কত বড় অভিমানিনী!

মহারাজা। উনি কি সত্যি আমার বিমাতা?

বুলাকী। (জোড় হস্তে) মহারাজ একটি গুরুতর অন্যায় আমি করেছি—যে সংবাদ আপনাকে জানানো মায়ের অভিপ্রায় ছিল না, ভুল ক'রে তা জানিয়ে প্রথম অপরাধ করেছি—দ্বিতীয় অপরাধ আপনার মনে এ সন্দেহ জাগানটা—না কি বল ডাক্তার?

ডাক্তার। সত্যের প্রধান গুণই হচ্চে সেটাকে গোপন করা যায় না। সে শাশ্বত এবং স্বয়ম প্রকাশ। আপনিই তা প্রকাশ হবে যে—

এ মিথ্যা সংসারের ভিতর দিয়ে সত্য যে নিয়তই প্রকাশ হচ্চে। সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্ (দুই হস্ত জোড় করিয়া প্রণাম করিল)

মহারাজ। না না আপনারা ভালই করেছেন—উনি যদি সত্যিই আমার বিমাতা—তা হ'লে ওঁকে আমি সসম্মানে দেশে নিয়ে যাব।

বুলাকী। মহারাজ আপনি এটা ভুল করছেন, যদি দেশে নিয়ে যাওয়াই সম্ভব হ'ত তা হ'লে যিনি ওঁকে বিবাহিতা স্ত্রীর সম্মান দিয়েছিলেন সেই স্বর্গগত মহারাজ আপনার পিতা কি ওঁকে দেশে নিয়ে যেতেন না?...তার কিছু অন্তরায় ছিল—অবশ্য আমি তা জানি এবং এও আমি বুঝতে পারছি—সেই জন্যই মা আপনার কাছে পরিচয় দেননি।

ডাক্তার। অথচ বিধির বিধান ছাখ। সন্তান আর মা এদের দূরে থাকা ত চলবে না।

মহারাজা। না না আমি দূরে থাকতেই বা দেব কেন? কিন্তু আশ্চর্য্য হচ্চি—আমি এর কিছুই জানি না!

বুলাকী। আপনি তখন শিশু মহারাজ! আর যার স্বার্থ সেই যখন চুপচাপ তখন আর কে ঘটাচ্ছে! আপনি মার্জ্জনা করবেন মহারাজ—না জেনে যখন কথাটা আপনার কানে দিলাম এবং আপনার মনে একটা সংশয় সৃষ্টি করলাম—তখন কথাটার সত্যতা প্রমাণ করা আমারই উচিত। মহারাজ আপনি আমায় একটা কথা দিন—আপনি মার কাছে এ কথা উত্থাপন করবেন না—তা হ'লেই আমি আপনার সামনে এমন প্রমাণ উপস্থিত করব যাতে আপনার বিশ্বাস হবে—আপনার কাছে মিথ্যা বলার দুঃসাহস আমার হয়নি।

মহারাজা। না প্রমাণের কি দরকার—ওঁকে যখন আমি মা বলে ডেকেছি

তখন এ সংবাদে আমার আনন্দ ছাড়া দুঃখিত হবার কোনই কারণ নেই। আপনি ব্যস্ত হচ্চেন কেন ?

বুলাকী। না মহারাজ আমি আপনার জন্য ব্যস্ত হচ্চি না, আপনার মহত্ব বা উদারতা ধারণা করার বয়স আমার হ'য়েছে। কিন্তু কথাটা হচ্চে কি কথাটা যদি কোন দিন মার কাছে উত্থাপন করেন, আর মা যদি অভিমান বশে—সে কথা অস্বীকার করেন তা হ'লে আমি মিথ্যাবাদী থেকে যাই না কি ? (হাত জোড় করিয়া) বৃদ্ধকে এই সামান্য কথাটুকু দিলেনই বা।

মহারাজ। (হাসিয়া) আচ্ছা দিলাম। আপনি যখন ছাড়বেনই না।

বুলাকী। এক মিনিটের জন্য আমাকে মাপ করবেন মহারাজ আমি আস্‌ছি !

[বুলাকীর প্রস্থান]

ডাক্তার। বেচারী বৃদ্ধ হয়েছে—জীবনের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছে। তারপর এ হ'চ্চে কাশীধাম। অত্যন্ত অপ্রস্তুত হ'য়েই বেচারী ব্যস্ত হয়ে পড়েছে !

মহারাজা। আপনিও তো জানেন বোধ হচ্চে—

ডাক্তার। মহারাজ আমায় মাপ করবেন—আমার শোনা কথা—মার একটি বৃদ্ধ চাকর—সে মারা গেছে—তার কাছে কাহিনী ও সব শুনেছে—সে কথা এই আপনি আসবার আগেই আমায় বলছিল। বড় খুসী হয়েছে—আন্তরিক খুসী হয়েছে—আর নাই বা হবে কেন—ওর আর ক'দিন—ওর অভাবে অন্ততঃ আপনি রইলেন মাকে দেখবার জন্য। এতে খুসী হবে না? বড় সাদা প্রাণ। মুখে হাসি লেগেই রয়েছে দেখেছেন না ?

[বুলাকী ফিরিয়া আসিয়া কতগুলি কাগজ মহারাজের হাতে দিল। টেবিল ল্যাম্পটি জ্বালিয়া দিই, মহারাজ উল্টাইয়া পড়িতে লাগিল]

বুলাকী। ওপরের শিরোনামা—আর নীচের দস্তখত—এই থেকেই আমাদের বিশ্বাস হ'য়েছে—অবশ্য হাতের লেখা ইয়ে—সম্বন্ধে আমাদের ত মতামতের কোন মূল্য নেই।

মহারাজা। না, এ আমার বাবারই হাতের লেখা—এবং দস্তখতও তাঁর।

বুলাকী। গেলবার কুম্ভে যাবার সময় মা কিছু সেকেলে গয়না আর এ গুলো আমাকে রাখতে দিয়েছিলেন—সে অবধি ফেরৎ দেওয়া আর ঘ'টে ওঠেনি।

ডাক্তার। আর ঘ'টে উঠবে কি করে—ঘটানোর মালিক যে, এই ঘটনা ঘটাবেন। তুমি আমি মেলাই বাহাদুরী করছি—আমরা করছি—আমরা করছি! "তোমার কর্ম্ম তুমি করাও লোকে বলে করি আমি" মাগো দয়াময়ী—

[দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিল]

[মহারাজা চিঠিগুলি বুলাকীর হাতে দিল। বুলাকী সেগুলি পকেটে ফেলিল]

মহারাজা। আপনারা আমায় জানিয়ে ভালই করেছেন—

বুলাকী। না মহারাজ—ভাল আমরা করিনি; এর ভেতরে একটি ঘটনা আমি জানি অবশ্য এ আমার শোনা কথা—

মহারাজা। সেটা আমি জানতে পারি কি?

বুলাকী। না মহারাজা—জেনে আপনার কোন লাভ নেই। বিশেষ পিতামাতার দুর্ব্বলতার কথা সন্তানের না জানাই উচিত কি বল ডাক্তার?

ডাক্তার। তার আর কথা কি! তবে হ্যাঁ—এটাকে দুর্ব্বলতা তুমি না বললেও পার। উনি যখন বিবেচক এবং উদার হৃদয়—তখন ওঁকে বলাই বোধ হয় ভাল হবে।

বুলাকী। মহারাজ! আপনার প্রতি স্নেহ পরবশ হ'য়েই স্বর্গগত মহারাজও আর বিবাহ করেন নি। কিন্তু এই কাশীধামে

এক দরিদ্র পতিতার সুরূপা কন্যাকে দেখে তাঁর চিত্ত চাঞ্চল্য হয় তারপর ওসব কথা আর অত শুনবার আপনার প্রয়োজন নেই—মানে ইয়ে কিনা কি বল ডাক্তার।

(ডাক্তার মাথা নাড়িল) কিন্তু একটা আত্ম-মর্য্যাদা—আত্ম সম্ভ্রমবোধ মার বরাবরই ছিল। কাজেই তিনি আত্ম বিক্রয়ে ত রাজী হ'লেন না, সুতরাং মহারাজকে বিবাহ কর্ত্তে হ'ল। অবশ্য তিনি সুখপুরের মহারাজ এই পরিচয় দিয়ে বিবাহ করেননি; পরে অবশ্য স্বর্গগত মহারাজ বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর প্রণয় অপাত্রে ন্যস্ত হয়নি। কিন্তু বিধিলিপি—কাজেই জন্মদোষ ত আর খণ্ডন করা যায় না। ইচ্ছা থাকলেও আপনার মুখ চেয়ে তিনি কিছুই করে উঠতে পারেননি। আর মা আমার অভিমানিনী—তিনিও কর্ত্তে দেননি!

ডাক্তার। তারপর হঠাৎ মহারাজের মৃত্যু—কাজেই মাকে সুখী করবার তাঁর যত বাসনা ছিল—তা সব দিক থেকেই অপূর্ণ রয়ে গেল।

বুলাকী। মাকে আমি কতবার বলেছি, মা আমার কাছে তুমি এ কাশীধামে কিছু প্রতিগ্রহণ না কর্ত্তে পার কিন্তু স্বামীর বিষয়ে ন্যায়ত তোমার অধিকারত কিছু আছেই—কিন্তু মা তার উত্তরে কি বলেছেন—জানেন—বিবাহের সম্মান দিয়েই আমাকে যথেষ্ট সম্মান তিনি করেছেন—অধিকারে বঞ্চিত হওয়ার জন্য তাকে একটুও দোষ দেওয়া যায় না বাবা—দোষ আমার জন্মের—দোষ আমার ভাগ্যের। আমি এখন প্রার্থী হ'য়ে উপস্থিত হলে—বহু সমস্যার সৃষ্টি হবে—তারা অস্বীকার করলে কলঙ্কের সীমা থাকবে না।

ডাক্তার। মা আমাদের বিচক্ষণ, বুলাকী, সংসারের অর্থ যে কি বস্তু এবং তার প্রশ্ন উঠলেই মানুষের যে কি মূর্ত্তি হয় তাত তুমি জান

ভাই। এই মহারাজার কথাই ধরনা—তাঁর উদারতা এবং মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের উচ্চ ধারণার তো অন্ত নেই এবং ওর অর্থেরও অভাব নেই—কিন্তু মায়ের সাধারণ সুখ ও শান্তি একটু বাড়াবার জন্য কিম্বা মায়ের যে সব সৎপ্রবৃত্তিগুলি অর্থাভাবে সর্ব্বদা কুণ্ঠিত হয়ে থাকে সেগুলির প্রসারতার জন্য আমরা যদি ওর কাছে প্রস্তাব করি—মায়ের জন্য একটা মাসোহারার ব্যবস্থা করে দেন, স্বভাব সিদ্ধ মহত্ত্বের জন্য ওর ইচ্ছা হলেও কর্ম্মচারীরা ওকে সৎকার্য্যে উৎসাহ দেন না।

মহারাজ। না না—সে কথা আপনাদের বলতে হবে কেন? আমিই তা করব—আমার মনে প্রধান দুঃখ কি জানেন—মাকে আমি নিয়ে যেতে পাচ্ছি না—আর মাও হয়তো যাবেন না।

বুলাকী। না না—মহারাজ লোকাপবাদ এমনিই জিনিষ—আর তার অশান্তি এত বেশী যে সে সব আপনার না করাই উচিত। আপনি মাসোহারার কল্পণা করবেন না।

মহারাজ। আমার মনে অত্যন্ত ইচ্ছা হ'য়েছে মার জন্যে একটা মাসো-হারার ব্যবস্থা করি।

বুলাকী। না মহারাজ—সে যে হয় না, যারা পাঠাবে তারাত জানতে চাইবে কাকে পাঠাচ্চে—আর সেই সূত্র ধরে কত যে অশান্তি দেখা দেবে—তা—আপনি আপনার এ অল্প বয়সে কল্পণা কর্ত্তে পার্ব্বেন না।

মহারাজ। তা বটে! কিন্তু আমার মনে একান্ত ইচ্ছা হয়েছে—কেননা এতে মার সম্পূর্ণ অধিকার—মার যেন জীবনে অর্থের জন্য কোন সাধ অপূর্ণ না থাকে।

ডাক্তার। এ সুসন্তানের মত কথা।

বুলাকী। আমরা বড় খুসী হ'লাম মহারাজ—

ডাক্তার। হবে না—বংশ গৌরব ব'লে একটা কথা আছে—সেটা নিছক বাজে নয়।

বুলাকী। আপনি এখনই ব্যস্ত হবেন না—পরিচয়তো মার সঙ্গে রইলই, পরে সুযোগ বুঝে একটা ব্যবস্থা ক'র্‌লেই পারবেন। কি বল ডাক্তার ?

ডাক্তার। এটা আমি তোমার সঙ্গে একমত হতে পারলাম না বুলাকী। মহারাজের এই শুভ সঙ্কল্পে বাধা দেওয়া শোভন হবে না। শাস্ত্রেই আছে—শুভস্য শীঘ্রম্। রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি ক'র্ত্তে চেয়েছিল হে! কিন্তু ঘটে উঠেনি।

মহারাজ। আপনি ঠিক ব'লেছেন।

[এই বলিয়া পকেট হইতে চেক্ বই বাহির করিয়া]

দৈবক্রমে সঙ্গে যখন চেক্ বই আছেও। আমি রাবণের ভুল কর্ত্তে চাই না।

বুলাকী। না, আপনার সঙ্গে আর পারা গেল না। আপনি চেক্ বই নিয়ে নেমন্তন্ন খেতে আস্‌বেন—একি কথা—

মহারাজা। না, আমি মতিচাঁদ জহুরীর দোকান থেকে কতগুলো জিনিষ নিয়ে যাব—তাই চেক্ বইটা সঙ্গেই এনেছিলাম। আপনারা আমাকে ব'লে দিন কতটাকা লেখা উচিত ?

ডাক্তার। সেটা মহারাজ আপনার "মার" আর্থিক মর্য্যাদা যে অনুপাতে বাড়াতে চান সেই অনুপাতে হওয়াই উচিত। তা আমাদের বলাটা কি ঠিক হবে বুলাকী ?

বুলাকী। সে আপনি ভেবে চিন্তে দু'দিন বাদে ক'র্‌বেন—অত ব্যস্ত কেন ?

মহারাজ। আমার মার বিবাহের সময় ষ্টেট্ থেকে দশলাখ টাকা যৌতুক দেওয়া হ'য়েছিল। আমার বিমাতার জন্যেও সেই দশলাখ

টাকাই দেওয়া আমার উচিত ছিল—কিন্তু কতগুলো কারণে বর্ত্তমানে একলাখ্ টাকার বেশী লিখ্তে পারলাম না।

[টাকার অঙ্ক লিখিয়া চেক্ ছিঁড়িল। বুলাকী ও ডাক্তার পরস্পর মুখাবলোকন করিল। মহারাজ চেক্‌খানা বুলাকীর দিকে প্রসারিত করিয়া ধরিল]

চেক্ আমি মায়ের নামে দিলাম—আপনি দয়া ক'রে তাঁর নামে একটা একাউণ্ট্ খুলে দেবেন।

বুলাকী। ওটা আপনি মায়ের হাতেই দেবেন।

মহারাজ। না না, আমার সঙ্কোচ বোধ হ'চ্ছে।

ডাক্তার। ঠিক কথা, মাকে এর ভেতর টেনে না আনাই ভাল। মার নামে ব্যাঙ্কে একটা একাউণ্ট্ ক'রে দিও। তুমি বেঁচে থাকতে তো মায়ের এ টাকায় হাত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তুমি ইতস্তত: ক'রোনা বুলাকী।

[করুণার প্রবেশ]

করুণা। তোমাদের খাবার তৈরী হ'য়েছে বাবা চল।

মহারাজ। মা, খাবার আগে আমার একটি নিবেদন আছে।

করুণা। কি বাবা ?

মহারাজ। আমি তোমার সন্তান—সন্তানের তো কর্ত্তব্য মায়ের মর্য্যাদা করা—তাঁর সুখ শান্তির ব্যবস্থা করা।

করুণা। আমি আমার এই ছেলের দয়ায় শান্তিতেই আছি বাবা—তবে সুখ আমার অদৃষ্টে নেই—তুমি তার কি ক'র্ব্বে !

মহারাজ। জন্ম মৃত্যুর ওপর তা কারুর হাত নেই মা—মানুষ তা রোধ ক'র্‌তেও পারেনা। সে যা হবার তাতো হ'য়েই গেছে। তবে আমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য একটা ব্যবস্থা ক'রেছি, এটা তোমাকে নিতেই হবে মা।

[চেক্‌টি করুণার হাতে দিল। চেকের অঙ্ক দেখিয়া বিস্ময়ে বলিল]

করুণা। এ্রকি ! লাখ টাকার চেক্ !

[বুলাকী ডাক্তারকে খোঁচা দিতেই ডাক্তার বলিল]

ডাক্তার। ছেলে তোমার সম্মান ক'রেছেন মা—চলুন, চলুন, আমরা এখন খেতে যাই। চল বুলাকী—

করুণা। সম্মান ক'রেছে !

মহারাজ। একথা বলা ছাড়া আর কোন কথা বলার অধিকার তো তুমি দিলে না মা।

করুণা। আমি অধিকার দিলাম না।

মহারাজ। তুমি যে কে সে তা তুমি গোপন ক'রেই রেখেছ। কাজেই আমরা যে জানি সে কথা ব'ল্‌তে পার্‌ছি কই ?

ডাক্তার। আর কেন ও কথা তুল্‌চেন ! ছেলে মার সম্মান ক'র্‌চেন, এর ওপর আর কথা কি !

করুণা। না—না, আমায় বুঝ্‌তে দাও। আমি গোপন করে রেখেছি অথচ তোমরা জান—আবার বল্‌চ সম্মান কর্‌ছি।

মহারাজ। এ আমি অহেতুক সম্মান কর্‌ছি না মা, এতে তোমার অধিকার আছে।

অধিকার। অধিকার আছে !

মহারাজ। হ্যাঁ আছে বৈকি ! এ আর কি, আমার ওপরেই তোমার—

[বুলাকীর খোঁচায় ডাক্তার মহারাজকে শেষ করিতে না দিয়া বলিয়া উঠিল]

ডাক্তার। কেন মিছে কথা বাড়াচ্চ মা ? উনি আবার মতিচাঁদ জহুরীর বাড়ী যাবেন—ওঁর দেরী হ'য়ে যাচ্ছে।

মহারাজ। না, মার মনে যখন সন্দেহ হ'য়েছে তখন আমাকে এ সন্দেহ দূর কর্ত্তেই হবে। মা, আমি জানি যে আমি মা ব'লে ডেকেছি ব'লেই তুমি আমার মা নও—তুমি সত্যিই আমার মা।

করুণা। তুমি কি বল্‌ছ ?

মহারাজ। বিমাতা কি মা নয় মা ?

করুণা! আমি তোমার বিমাতা! কক্‌খনো না। কে এ ভুল ধারণা তোমার মনে সৃষ্টি করিয়াছে ?

[সে ইতস্ততঃ বুলাকী ও ডাক্তারের দিকে চাহিল]

মহারাজ। আমি জানি তুমি স্বীকার ক'র্‌বেনা। আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব আমার প্রতি স্নেহপরবশ হ'য়েই তোমাকে বঞ্চিত ক'রে রেখে গেছেন মা—

করুণা। তুমি বল কি! আমার মাথায় সিঁদুর দেখ্‌তে পাচ্ছনা ? আমার স্বামী বেঁচে আছে, তোমার মত আমার ছেলে—

মহারাজ। মা, আমি কিছু বুঝ্‌তে পার্‌ছিনা।

[বলিয়া বুলাকীর দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকাইল]

করুণা। শোন বাবা, যে কোন কারণেই একটা ভুল ধারণা থেকে এ টাকা আমায় দিচ্ছিলে—এ টাকা আমি নিতে পারিনা।—

[চেক্ টেবিলের উপর রাখিল]

মহারাজ। হুঁ! এযে দস্তুরমত Black mailing!

বুলাকী। মহারাজ চতুর—সুতরাং আপনার কাছে গোপন কর্‌বার আর প্রয়োজন নেই—

[বলিয়া ছোঁ মারিয়া চেক্‌টি টিবিল হইতে তুলিয়া পকেটস্থ করিল]

মহারাজ। (হাসিয়া) চেক্ নিয়ে আর কি হবে! চেক্ Bank-এ place কর্‌বার আগেই আমি payment stop কোরব।

বুলাকী। (হাসিয়া) মহারাজ কি চেকের টাকা ক্যাস হবার আগে এ বাড়ী ছেড়ে চ'লে যেতে পার্‌বেন বলে ধারণা ক'রেছেন ?

মহারাজ। সে কি, আপনি কি আমাকে আট্‌কে রাখ্‌বেন ব'লে আশা করেন ?

বুলাকী। হ্যাঁ, আমি বৃদ্ধ—আমি কি আর আপনার ওপর বল প্রয়োগ ক'র্‌তে পারবো। তবে হ্যাঁ মহারাজ—একটু পেছন ফিরে দেখ্‌লেই দেখ্‌তে পাবেন—ঘরের বিভিন্ন দরজায় বিভিন্ন লোক মোতায়েন করা আছে এবং পর্দাগুলির দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিলেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন তাদের হাতের রিভল্‌ভার আপনার দিকেই লক্ষ্য ক'রে আছে।

[ঘাড় ঘুরাইয়া দেখিয়াই সহসা পকেট হইতে রিভলভার বাহির করিয়া বুলাকীর জামার কলার ধরিয়া তাহার কপালের উপর পিস্তল উঠাইয়া বলিল]

মহারাজ। ইঙ্গিতের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গেই আপনার মহামূল্য প্রাণটি আমি নষ্ট ক'র্‌তে পারব—সেটাও বুঝ্‌তে পার্‌ছেন বোধ হয়।

বুলাকী। (হাসিয়া) মহারাজার সঙ্গে পিস্তল থাকার জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না ডাক্তার।

মহারাজ। শুধু চেক্ বইটা থাকার জন্যই প্রস্তুত ছিলে! খবরদার! কোন দিক থেকে কোন চেষ্টা ক'র্‌লেই আমি গুলি কোর্‌ব··· এইবার বল আমাকে গেট্ পার ক'রে দিয়ে আস্‌বে? তার আগে আমি তোমাকে ছাড়ব' না।

বুলাকী। চলুন! কিন্তু মহারাজ, বাইরে এ ব্যাপার নিয়ে যদি আর কোন প্রকার চেষ্টা করেন, তবে এটুকু স্মরণ রাখ্‌বেন—সে ক্ষেত্রে আপনাকে যে কায়দায় ফেল্‌তে আমার কিছুমাত্র অসুবিধা হবেনা।

মহারাজ। সে ভয় দেখান বৃথা। তবে আমি কিছু কর্‌বো না। এবং তা তোমার ভয়ে নয়—শুধু যাকে মা ব'লেছি, যার মহত্বের সম্মুখে মাথা নত ক'রেছি তাকে তোমাদের সঙ্গে জড়াব'না বলে। চল, চল—

[বুলাকীকে টানিয়া লইয়া প্রস্থান করিল]

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

[স্থান কলিকাতার জন-বিরল একটী বস্তিতে বুলাকীর বাড়ী। সেই বাড়ীর একটি কক্ষ। কক্ষটির দুই পার্শে দুইটি দরজা দক্ষিণের দরজার ভেতর দিয়া এক কলি বারান্দা দেখা যাইতেছিল। অপর দরজাটি বন্ধ ছিল। দরজা খুলিয়া ডাক্তার প্রবেশ করিল। কানে তাহার ষ্টেথিস্‌কোপ লাগান ছিল। বুলাকী একটি চেয়ারে বসিয়াছিল। ডাক্তার তাহার নিকটে অন্য একটি চেয়ারে বসিল। ডাক্তারকে একবার দেখিয়া আবার মুখ ফিরাইল।]

ডাক্তার। একটা প্রেস্‌ক্রপশ্যান তো করতে হবে ? একটা Adeline ফেডেলিন দিতে হয় হার্টটা—

বুলাকী। হুঁঃ।

ডাক্তার। একটা প্রেস্‌ক্রপশান করি—কি বল ?

বুলাকী। কর—

ডাক্তার। মতলবটা কি তোমার, যদি বোঝা নামাবার ইচ্ছে থাকে তা'হলে ওষুধ-পত্র না দিলেও আপনিই নেবে যাবে।

বুলাকী। দু'চার দিনে নয়ত ?

ডাক্তার। না দু'চার দিনে কিছু হবে না বোধ হয়—তবে mental shock পেলে যে কোন মুহূর্ত্তে ফেসে যেতেও পারে। কি বল একটা প্রেস্‌ক্রপশ্যান করি ?

বুলাকী। কর—

ডাক্তার। মাসী—

[ঘরের ভেতর হইতে গলা বাড়াইয়া কহিল]

ত্রিপুরা। কি বলছ বাছা ?

ডাক্তার। চিঠি লিখিবার প্যাড্ নিয়ে এসতো ?

[ত্রিপুরার প্যাড্ লইয়া প্রবেশ]

ত্রিপুরা। একটা কথা তো তোমায় না বলে পারিনা শেঠজী।

বুলাকী। কি বল ?

ত্রিপুরা। এই তো ক'দিন হয়ে গেল কলকাতায়—একদিন একটু ছুটি দাও কালীঘাট গিয়ে মাকে দেখে আসি।

বুলাকী। হবে হবে এখন যাও —

[ত্রিপুরা প্রস্থানোদ্যত]

শোন, কিছু বলে ?

ত্রিপুরা। কথাই বলে না।

বুলাকী। তোমায় যা যা বলতে বলেছিলাম বলেছিলে ?

ত্রিপুরা। কাহাতক বলি! আমি বকেই যাই আর সে কানে তুলো দিয়ে বসে থাকে, এ যেন কার সঙ্গে কথা কইছি, দেয়াল না পাথর।

বুলাকী। আচ্ছা তুমি যাও—

[ত্রিপুরার প্রস্থান]

ডাক্তার। প্রেস্ক্রিপশ্যান তো হ'ল ওষুধটা আমিই নিয়ে আসি—

বুলাকী। একটু বস, তোমার সঙ্গে পরামর্শ আছে।

ডাক্তার। মাপ কর বুলাকী! পরামর্শ টরামর্শের ভেতর আমি নেই। এ সব ঝঞ্ঝাট আমার ভাল লাগে না, তাই আমি আসতে চাইনি,—

বুলাকী। তোমাকে না নিয়ে এলে চলবে কেমন করে? একটা অচেনা ডাক্তার নিয়ে এসে তো আর ওর চিকীৎসা করাতে পারিনা... মহারাজের কথাটা ভুলে যাচ্ছ কেন ?

ডাক্তার। সে কি এখনও পেছনে লেগে রয়েছে বলে তোমার বিশ্বাস।

বুলাকী। কিছু আশ্চর্য্য নয়, কোথা থেকে পাঁচটা লোক এসে পাঁচ কাণ হবে, সে জন্য তোমাদেরই দরকার। আর জননীটির দেখছ, না-বেটী পনর বছরের ভেতর নিজের ছেলের একবারটী নামও করলে না, আর কোথাকার কে তার দরদে হার্টের অসুখ করে বসলো।

বুলাকী। যাক্ যাক্ ও সব ছেড়ে দাও যে পরামর্শের কথা বলছিলাম শোন।

ডাক্তার। বল!

বুলাকী। কি করা যায় ওকে নিয়ে—যতগুলো হিসেব একে নিয়ে করলাম সবগুলোই ভেস্তে গেল।

ডাক্তার। তা তো গেল।

বুলাকী। এখন ছাড়তে ও পারি না, বইতে ও পারিনা, ছাড়লেও ভয়, কি জানি যদি সুখপুর মহারাজের হাতে পড়ে এত বড় একটা অস্ত্র ও হাতে পেয়ে যদি আমারই বিরুদ্ধে লাগে তা হ'লেও ভোগাবে। এ দিকে বিকাশের একটা খবরই বের করতে পারলাম না।

ডাক্তার। খবর পেলেই বা কি করতে?

বুলাকী। দেখ মা বলার জন্যই হোক বা ওর চরিত্র দেখেই হোক একটা সম্ভ্রম একটা শ্রদ্ধা মনে এসেছে। বিকাশের খবর পেয়ে টাকা আদায় হোক আর নাই হোক্ অন্ততঃ ঘরে ফিরিয়ে দিতে পারলেও খানিকটা সোয়াস্তি পেতাম। অবশ্য টাকা আদায়ের উপায় যদি থাকে তা'হলে দলের টাকা আমি কিছুতেই লোকসান করবো না। এ তুমি জেনে রাখ ডাক্তার।

ডাক্তার। খবর পাচ্ছ কি করে?

বুলাকী। সে কথাটাই তো ভাবছি, ও যেন কলিকাতায় এসে আরো চুপ মেরে গেছে।

ডাক্তার। তোমারই মাথায় বুদ্ধি আসছে না আমি আর কি বুদ্ধি দেব।

বুলাকী। আচ্ছা দেখি শেষ চেষ্টা করে? ত্রিপুরাকে নিয়ে আজ তুমি কালীঘাটে যেতে পারবে? ওর সঙ্গে আমি খানিক একলা থাকতে চাই।

ডাক্তার। একা থাকতে চাও, তাহলে তোমার Combined handটিকে ও সঙ্গে নিতে হয়।

বুলাকী। না তার জন্য কোন ভাবনা নেই, সে তো নীচেই বোসে থাকে। আচ্ছা তুমি যাও অষুধটা নিয়ে এসো।

[ডাক্তারের প্রস্থান]

[দরজার কাছে গিয়া বুলাকী বলিল]

মার পূজা আহ্নিক হ'ল।

ত্রিপুরা। [নেপথ্যে] হ্যাঁ!

বুলাকী। তুমি চেয়ারটা এই ঘরে নিয়ে এস, আমি একটু মার সঙ্গে কথা বলি।

[ত্রিপুরা চেয়ার লইয়া যাইতে ঘরে ঢুকিল এমন সময় করুণা দরজার কাছে আসিয়া বলিল]

[করুণার প্রবেশ]

করুণা। চল আমিই ওইখানে বসে তোমার সঙ্গে কথা বলছি।

[করুণা ও বুলাকী চেয়ারে বসিল; ত্রিপুরা কাছে দাড়াইল]

বুলাকী। আজকে তোমার শরীর কেমন আছে মা?

করুণা। ভালই আছে।

বুলাকী। ডাক্তার যে বলছিল ভাল নয়।

করুণা। ডাক্তার যেটাকে খারাপ বলে সেইটাকেই আমি ভাল বলি।

বুলাকী। ছিঃ মা, জীবনের ওপর ওরকম অশ্রদ্ধা কর্ত্তে নেই। পৃথিবীতে ভগবান কাউকেই বৃথা পাঠান না। তুমি যাও না মাসী, দাঁড়িয়ে রইলে কেন। কোন কাজ থাকে করগে না।

করুণা। না আজ আর দিদির কোন কাজ নেই, আর ওঁর একাদশী আর আমারও খাওয়া নেই।

ত্রিপুরা। আমাদের মাসে দুটো, আর তোমার মাটির যা দেখছি—ওঁর তো মাসে ত্রিশ দিন হলেই ভাল হয়।

বুলাকী। তুমি কোন কাজের না, তোমাকে সঙ্গে নিয়ে এলাম মায়ের যত্ন আত্তি করবে বলে, কি যে তুমি কচ্ছ।

করুণা। ওকে যে জন্য এনেছ ও ঠিক সে কাজ করছে, হ্যাঁ কি কথা বলবে বলছিলে ?

বুলাকী। হ্যাঁ কি করা যায় বলতো মা !

করুণা। কিসের কি করা যায় ?

বুলাকী এই। তোমার কথাই বলছিলাম, আমি তো আর কাশীতে ফিরবো না মা !

করুণা। এইখানেই থাকবে ?

বুলাকী। না এখানেও থাকবোনা—এখানে শুধু তোমার জন্যেই আসা।

করুণা। আমার জন্যে ?

বুলাকী। মা আমি জানি, এইখানেই তোমার স্বামীপুত্র আছে।

করুণা। কে বল্লে।

বুলাকী। তুমিই বলেছ মা তোমার স্বামী আছে, ছেলে আছে আমায় তাদের ঠিকানাটা দাও—আমি তাদের কাছে তোমায় ফিরিয়ে দিয়ে তীর্থ যাত্রার পথে বেড়িয়ে পড়ি। পথের সম্বল কিছু কর্ত্তে হবে।

ত্রিপুরা। আমি কত বলি বাবা, আমি না হয় কপালের দোষে সোয়ামী হারিয়েছি তাই ভালবাসা হারিয়ে দিকবিদিক ভেসে বেড়াচ্ছি, তোমার সোয়ামী রয়েছে, সোমত্ত ছেলে রয়েছে, তোমার এমন করে পরের গলগ্রহ হয়ে পড়ে থাকাটা ভাল দেখায় না।

করুণা। গলগ্রহ !

বুলাকী। না মা, গলগ্রহ তোমাকে কোন দিন মনে ভাবিনি, আমি যে তোমাকে সেবা করিছি সেটা আন্তরিক আগ্রহ থেকেই, তাতে একটুও অশ্রদ্ধা ছিলনা।

করুণা। সে তোমার ভণ্ডামো ছাড়া আর কিছুই নয়।

বুলাকী। তা ঠিকই বলছ মা, ভাণ্ডামোর মত শোনায় না? কিন্তু মা ভণ্ডামী করতে তো নিয়ত আমরা বাধ্য হচ্ছি, আমরা ভেতর যা বাইরে সেটা দেখাতে সঙ্কুচিত হই। এই তোমার কথাই ধরনা, এই যে পনর বছর স্বামী পুত্রের ধ্যানেই তুমি জীবন কাটাচ্ছ, অথচ তাদের অস্তিত্বও তুমি মুখে স্বীকার কর্ত্তে কুণ্ঠিত হও, তোমার এ ভণ্ডামীর কারণটা কী আজ আমায় বলতে হবে।

করুণা। আমি স্বামী পুত্রের ধ্যানে জীবন কাটাচ্ছি একথা কিসে তোমার মনে হল।

বুলাকী। তোমার প্রত্যেক দিনের প্রত্যেক আচরণে সে কথা তোমার ধরা পড়েছে। তাদের কল্যাণ, তাদের সুনাম তোমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় বলেই ত্রিপুরার ভৈরবীর গলির অমন বাড়ীতে থেকে ও অশেষ কষ্ট ভোগ করেও তুমি তোমার মর্য্যাদা নষ্ট করনি।

ত্রিপুরা। পেটে না খেয়ে থেকেও তবু তাদের খবরটির আশায় ধার করেও খবরের কাগজ কিনতে, সেটা কি আমি বুঝিনি বোন্।

বলে মানীর মান নাখো টাকা দাম, সেই নাখো টাকা দাম না হলে কি অমন কষ্ট করে মান বাঁচায় কেউ ?

বুলাকী। তোমার স্বামীর নাম বিকাশ তা আমি জানি !

করুণা। সেটাও কি আমি বলেছি ?

বুলাকী। কথাটা যে সত্যি তা তো এই মাত্র তোমার মুখ চোখ তা বলে দিল, তুমি শুধু তার ঠিকানাটা আমায় দাও।

করুণা। কি হবে ঠিকানা দিয়ে ?

বুলাকী। আমি তার কাছে যাব। তোমার সব কথা আমি তাকে বলব, তার ভুল ভেঙ্গে দিয়ে তিনি যাতে তোমাকে সসম্মানে ফিরিয়ে নেন, তার ব্যবস্থা আমি করবো। বল মা—

ত্রিপুরা। আজ কতদিন তাদের দেখনি, ছেলেটা কত বড় হয়েছে, তা একবার দেখতে ইচ্ছে করেনা, এমন মা তো দেখিনি !

[করুণা ধীরে ধীরে চলে গেল]

ও বেঁচে থাকতে কোন কথা বলবে না।

[ডাক্তারের প্রবেশ]

বুলাকী। তুমি যাও মাসী, একদাগ ওষুধ খাইয়ে দাওগে, হ্যাঁ তুমি না কালীঘাটে যেতে চাইছিলে, ডাক্তার বাবুর সঙ্গে যাও না।

ত্রিপুরা। বেশ কথা, আমি এই ওবুধ খাইয়ে কাপড় নিয়ে এখুনি আসছি।

[ত্রিপুরা প্রস্থান করিল]

ডাক্তার। তীর্থ যাত্রীর উপযুক্ত সঙ্গিনীই বটে, কি বল ? তোমার কি হয়েছে বুলাকী ?

বুলাকী। দলের টাকা আমি লোকসান করবো না, আমি ঠিক করেছি ডাক্তার, যে টাকা আমি এই অকৃতজ্ঞ মেয়েটার জন্যে খরচ

করিছি তা সুদে আসলে আদায় করবো। যে রাস্তায় চলবো মনে করেছিলাম সে রাস্তা পাল্টাতে হবে।

[উত্তেজিত ও পায়চারি করন]

ডাক্তার। যা করবার ঠাণ্ডা মাথায় করো।

[ত্রিপুরা কাপড় ও গামছা লইয়া প্রবেশ]

ত্রিপুরা। সে তো বাছা ওষুধ খেল না।

বুলাকী। কেন ?—

ত্রিপুরা। বলে আমার বাঁচবার সাধ নেই ! ওষুধ খেয়ে কি হবে !

বুলাকী। বাঁচবার সাধ নেই বলা সোজা—

ডাক্তার। আমি যখন Heart একজামিন করতে গেলাম—

বুলাকী। ডাক্তার বেলা হয়েছে, কালীঘাটে যাবে যদি চলে যাও ; আর দেরী করনা।

ডাক্তার। বেশ, তা'হলে ঘুরেই আসি, চল মাসী।

[ত্রিপুরা ও ডাক্তার প্রস্থান করিলে বুলাকী গিয়া সদর দরজা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিল]

বুলাকী। মা আমি ভিতরে আসবো ?

করুণা। [নেপথ্যে] তুমি বোস আমি যাচ্ছি।

[করুণার প্রবেশ]

বুলাকী। হ্যাঁ মা, ডাক্তার জুতো খুলে তোমার ঘরে গেল তখন তুমি আপত্তি কর নি—কিন্তু আমার বেলায় দুবারই নিষেধ করলে কেন বল দেখি ?

করুণা। ঘরটা ভাল নয়।

বুলাকী। ঘরটা ভাল নয়, না আমি ভাল নই। আজ আমি তোমার ঘরে গেলেই ঘরের শুচিতা নষ্ট হবে মা, এতদূর তোমার ধারণা হয়েছে,

কি আর বলবো মা, যাক্ আজ আর তোমার কাছে লুকচুরি কিছু নেই, কেন না তুমি আমার অনেক কিছুই জান। তোমার প্রতি আমার আগের যে ব্যবহার ছিল, কাশীর ঐ ঘটনার পরে তার কোন পরিবর্ত্তন দেখছ কি ? আগের ব্যবস্থা আমি ষোল আনাই বজায় রেখেছি, তোমার শরীর অসুস্থ দেখে তোমার সেবার জন্য ত্রিপুরাকে সঙ্গে এনেছি !

করুণা। আমার সেবার জন্য নয়, আমায় পাহারা দেবার জন্য।

বুলাকী। সেটা খানিকটা সত্য, কেন না শত্রু আমার প্রবল, তা তো বুঝতেই পাচ্চ মা।

করুণা। শত্রু তুমি সৃষ্টি করেছ, আমি তো করিনি।

বুলাকী। হ্যাঁ ঠিক, আমি ঠকিয়ে নিতে চেয়েছিলাম, কাজেই অন্যায় আমিই করেছি। কিন্তু সে অন্যায় তোমারই জন্য, তুমি তো দেখেছিলে মা চেক্‌টা তোমার নামেই ছিল, তুমি দস্তখত না দিলে ত সেটা আমার ব্যবহারে আসত না।

করুণা। ওঃ !

বুলাকী। নিশ্চয়ই ! যে কথা তোমায় বলবো বলেছিলাম, আমি মা দলের চাকর—যদিও নামে মনিব বস্তুতঃ আমি চাকর। দলের হয়ে তুমি কিছু করনি, কাজেই দল তোমার ভবিষ্যতের জন্য দায়ী নয়, দলের কাজে লাগাবার জন্যই প্রথমেই তোমাকে কলকাতায় আসতে বলেছিলাম, কিন্তু তখন তুমি রাজী হওনি।

করুণা। ভগবান বাঁচিয়েছেন।

বুলাকী। হ্যাঁ ভগবান বাঁচিয়েছেন তোমাকে ও দলকেও, তোমার যা নীতি জ্ঞান তাতে তোমার দ্বারা দলের কোন কাজ হত না, তোমার এ ভ্রান্ত নীতি জ্ঞানের জন্য আজকেও তুমি আমাকে দোষী করছ। আমার চেয়ে তোমার বয়স কম, কাজেই স্বাভাবিক

নিয়মে আমার চেয়ে তুমি বেশী দিন বাঁচবে এইটা মনে করে আমি তোমার ভবিষ্যতের সংস্থান করতে চেয়েছিলাম।

করুণা। আমার সংস্থান—হু!

বুলাকী। বলছিতো চেক্ তোমার নামে ছিল, তুমি দস্তখত না করলে তো সেটা আমার হাতে আসত না!

করুণা। আমি ব্যারিষ্টারের স্ত্রী, ও ফাঁকি আমায় দিওনা, যে কেউ আমার নাম দস্তখত করে দিলেই যে ও টাকা তোমার বা দলের আর কারো হাতে পড়তো সে আমি জানি।

বুলাকী। আমার অদৃষ্ট আজ আমার প্রত্যেকটা কথা তুমি অবিশ্বাস মনে করছ, ধাপ্পা মনে করছ। ঘটনা চক্রে অবস্থানটা যখন এই হয়ে দাঁড়িয়েছে, তখন তুমিও আমার কাছ থেকে শান্তি পাবে না, আমিও তোমায় কাছে রেখে শান্তি পাব না।

করুণা। আমি তো তোমাকে কাশীতে থাকতেই সে কথা বলেছিলাম, তুমিই তো যেতে দাওনি!

বুলাকী। যাক্, আমি এ অবস্থার শেষ করতে চাই, তোমার একখানি চিঠি দিতে হবে মা, বিকাশ বাবুর নামে।

করুণা। চিঠি!

বুলাকী। হ্যাঁ চিঠি, তাতে তুমি সব কথা খুলে লিখবে, কি ভাবে দুর্দ্দিনে তুমি আমাদের সাহায্য পেয়েছ এবং অনুমান তোমার জন্য কত টাকা আমাদের খরচ হয়েছে সেটা উল্লেখ করবে। সম্ভব হলে আমি সে টাকাটা আদায় করে নেব এবং তোমার পক্ষে কথা বলে যাতে তুমি সসম্ভ্রমে ঘরে ফিরে যেতে পার সে চেষ্টা আমি করব।

করুণা। ও টাকাটার জন্য তুমি ব্যস্ত হয়েছ।

বুলাকী। ঠিক কথা মা, যদি পাওয়া যায় তবে ছাড়ি কেন? আর তুমি

তোমার স্বামীর ঘরে থাকলেও তাঁর এই পরিমাণ বা এর চেয়ে বেশী খরচ তোমার জন্য হত।

[প্যাড্‌টা লইয়া করুণার টেবিলে রাখিল]

করুণা। না আমি চিঠি লিখব না।

বুলাকী। কেন, আমি কি কোন অন্যায় প্রস্তাব করেছি। টাকাটা আমরা যাতে পাই সেই ব্যবস্থাই তোমার পক্ষে সম্মানজনক নয় কি? চুপ করে থেকো না মা, তোমার আত্মসম্মান জ্ঞান আছে, সে আমি জানি।

করুণা। আত্ম-সম্মান।

বুলাকী। হ্যাঁ, এই আত্ম সম্মান তোমাকে কোনদিন কোন হীন কাজ কর্ত্তে দেয়নি। আশা করি আজও তোমার সেই আত্মসম্মান বজায় রাখবে, লেখ মা চিঠি লেখ।

করুণা। আমি লিখবো না!

বুলাকী। কেন আপত্তি কিসের, চিঠি না লিখলেও কিছু যাবে আসবে না মা, তোমার স্বামী যে ব্যারিষ্টার একটু আগেই তা তুমি বলেছ, কাজেই তাকে খুঁজে পেতে আমার একটুও দেরী হবে না, হাইকোর্টে খোঁজ করলে আধ ঘণ্টাতেই তাকে আমি খুঁজে পাব। আমি চিঠি লিখতে বলছি এইজন্য কোন অপ্রিয় কাজের মধ্যে না গিয়ে সহজভাবে বিষয়টার মীমাংসা হবে।

করুণা। মুহূর্ত্তের অসাবধানতায় আমার স্বামী যে ব্যারিষ্টার সে কথা তোমাকে বলে ফেলেছি, তাহলেও চিঠি আমি কিছুতেই লিখতে পারি না।

বুলাকী। চিঠি তোমায় লিখতে হবেই।

করুণা। চিঠির জন্যে তোমার পেড়াপীড়ি দেখেই আমার সন্দেহ যে সত্য তা আমি বেশ বুঝতে পেরেছি।

বুলাকী। কি সন্দেহ ?

করুণা। আজতো তুমি আর অচেনা নেই আমার কাছে, আমার স্বামীকে তুমি খুঁজে বের করলেও আমি তাকে স্বামী বলে অস্বীকার করলে তুমি তাকে বিপদে ফেলতে পারবে না, কিন্তু চিঠিটি লিখলে সেটি হবে তোমার দলিল।

বুলাকী। তুমি বুদ্ধিমতী। কিন্তু আমি কথা দিচ্ছি, আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য ছাড়া তার কাছ থেকে এক পয়সাও আমি বেশী নেব না, এস চিঠি লিখ, চুপ করে বসে থাকলে তো চলবে না, আমি তোমার কাছ থেকে লিখিয়ে নেবই।

করুণা। লিখিয়ে নেবেই ?

বুলাকী। হ্যাঁ লিখিয়ে নেবই। [টেবিলের ড্রয়ার হইতে পিস্তল বাহির করিল] আমি সবাইকে সরিয়ে দিয়েছি, বাইরের দরজা বন্ধ করিছি কেন, সেটা তুমি বুঝতে পেরেছ, নাম পরিচয়হীনা একজন সংসার থেকে সরে গেলে কেউ তার খোঁজ করবে না। কিন্তু তোমার পনর বছরের সাধ অপূর্ণ থেকে যাবে।

করুণা। তুমি কি গুলি করবে, আমায় সেই ভয় দেখাচ্ছ ? কিন্তু সে ভয় আমার নেই।

বুলাকী। ভয় তোমার আছে, তোমার ছেলে আছে, বড় হয়েছে, হয়তো সংসারে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে, কীর্ত্তিমান হয়েছে, যার উন্নতির প্রত্যেক পদক্ষেপ দূর থেকে জানবার আশায় ধার করেও কাগজ কিনে পড়েছ। যাকে বুকে নেবার আশায় এতদুঃখ কষ্ট ও গ্লানির ভিতর এ দুর্ব্বহ জীবন বয়ে বেড়াচ্ছ, সে কথা তো আর আমার অজানা নেই, সে উদ্দেশ্য তোমার ব্যর্থ হবে ! সে আশা অপূর্ণ থাকবে।

করুণা। তাদের কল্যাণের জন্যই আমি চিঠি লিখবো না এবং আমাকে

আজ গুলি করলে আমার জ্বালা জুড়োবে—কিন্তু তোমারও উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে, তোমার আকাঙ্ক্ষাও অপূর্ণ থাকবে। উঃ আর কথা কইতে পাচ্ছি না আমি চল্লাম।

বুলাকী। কথাটা সত্য,তোমায় গুলি করলে আমার আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণ থাকবে—ঠিক কথা।—

[পূর্ব্বস্থানে রিভলভার রাখিয়া বুলাকী করুণার পথরোধ করিল]

আমার সব কথা এখনও বলা হয়নি, স্বামী পুত্রের কল্যাণের জন্যই চিঠি লিখবে না বলছিলে না। কি কল্যাণটা তাদের হবে, সেটা না শুনে গেলে ত চলবে না। ত্রিপুরা বাড়ীউলীর সঙ্গে আছ, পাঁচ বছর কাশীতে কোথায় ছিলে, সেটা তার মুখ দিয়ে তোমার স্বামী পুত্রকে জানান যাবে। আর ডাক্তারও সঙ্গে আছে, তাকে দিয়ে অনেক কথা জানান যাবে।

করুণা। কি ?

বুলাকী। ব্যস্ত হয়ো না, শোন, কুলত্যাগিনী নারী তার স্বামী পুত্রের মুখ যে কি পরিমাণ উজ্জ্বল করেছে একথা জেনে তারা সুখী হবে নিশ্চয়ই ! এ খবরেও সুখী হয়ে তারা কি আমাকে বকশিস দেবে না, যদি নাই দেয় তাহলে তোমার বোঝা ত আর আমি বইব না, বাধ্য হয়ে তোমায় তোমার স্বামীর বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করতেই হবে এবং প্রতিবেশীদের ডেকে বিচার চাইতে হবে। তাতে তোমার কীর্ত্তিমান স্বামী পুত্রের মুখ উজ্জ্বল হবে নিশ্চয়ই। আধঘণ্টা আগে হলে হয়তো আমার উপায় ছিল না, কিন্তু তোমার স্বামী ব্যারিষ্টার, সে কথা বলেই তুমি অস্ত্রটা আমার হাতে তুলে দিয়েছ। এখন এ অস্ত্রের ব্যবহার করান না করান তোমার হাত। আমি কথা

দিচ্ছি, চিঠি লিখে দিলে আমি অস্ত্র ব্যবহার করব না। আমি ছাড়া আর কেউ জানে না ও জানবেও না।

করুণা। আমি চিঠি লিখলে—তুমি—তুমি—

বুলাকী। আমি শুধু আমাদের দলের খরচের টাকা কয়টা ফিরিয়ে পাবার চেষ্টা করবো, আমি কথা দিচ্ছি আমি তোমার স্বামী পুত্রের কোন অনিষ্ট করব না। আর ইতস্ততঃ করো না মা, এস চিঠি লিখ, এ আমাদের ন্যায্য প্রাপ্য এবং তাদের ন্যায্য দেয় বলেই তোমার মুখ থেকে কথাটা বেরিয়েছে, এ নিয়তি।

করুণা। [দেরাজের দিকে দেখে কাঁপিতে কাঁপিতে টেবিলের কাছে গেল] নিয়তি—আমি লিখে দিচ্ছি—

বুলাকী। অস্থির হয়ো না মা, এমন অস্থির হয়ো না। তোমার হাত কাঁপছে যে, এই, এই নাও কলম, আগে শিরনামটা লেখ, [লিখিতে লাগিল] নামটা লিখে বরাবরেষু লিখলে না, শ্রীচরণেষু লিখলে! আচ্ছা আচ্ছা তাতেই হবে। এই দেখ অত অস্থির হলে কি হয়? নিবটা ভেঙ্গে গেল যে?

করুণা। আর একটা নিব দাও

বুলাকী। আচ্ছা দিচ্ছি, লছমন, লছমন—

[বুলাকী দরজার দিকে গেল এবং দরজা খুলিয়া দিল, করুণা মুহূর্ত্তের মধ্যে খোলা ড্রয়ার হইতে রিভলভার লইয়া বুলাকীর মাথা লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। বুলাকী আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল, করুণা আবার গুলি করিল। বুলাকী মাটিতে পড়িয়া গেল। আবার গুলি করিল। সেই সময় লছমন ঘরে ঢুকিল।]

[লছমনের প্রবেশ]

লছমন। খুন—খুন—

[চিৎকার করিয়া উঠিল লছমন ছুটিয়া বাহির হইয়া গেল। সেই চিৎকারে কতকগুলি লোক দরজার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু করুণার হাতে পিস্তল দেখিয়া বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া প্রস্থান করিল। করুণা পিস্তল রাখিয়া টেবিলে মাথা গুঁজিয়া বসিল।]

ব্যক্তিগণ। খুন—খুন—খুন—

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বিচারালয়।

[বিচার গৃহের উত্তর দিকে বিচারক মঞ্চে বসিয়াছিলেন। তাহার বাম পার্শ্বে পেস্কার। মঞ্চের সম্মুখে উত্তর কোণে করুণা আসামীর কাঠ গড়ায় দাঁড়াইয়া আছে। কাছেই একজন পুলিশ। পাঁচ সাতজন জুরী তাহাদের আসনে উপবিষ্ট—তাহাদের তিনজনকে দেখা যাইতেছে অপর সকলে পশ্চাতে রহিয়াছে। বিচার মঞ্চের রেলিংএর সম্মুখে উঁচুতে একটা লম্বা টেবিল। তাহার কাছে খান চারেক চেয়ারে সরকারী উকীল। আসামী পক্ষের উকীল বসিয়া আছেন। তাহাদের আশে পাশে বয়স্ক ও অল্প বয়স্ক জন কয়েক উকিল পশ্চাতের বেঞ্চে দর্শকও আছেন। জন কয়েক জজসাহেবের কাছে দাঁড়াইয়া। একটা আর্দ্দালী সরকারী কাগজ পত্র দস্তখত লইতেছিল। দস্তখত অন্তে জজসাহেব বলিলেন।]

Judge. Go please—থামলেন কেন?

স-উকীল। জুরী মহোদয়গণ, আর বিস্তৃত ভাবে সাক্ষীর সমালোচনা করে আপনাদের বহুমূল্য সময় নষ্ট ক'রবার প্রয়োজন নেই। তবে একটি কথা আমি নিবেদন করেই আমার বর্ত্তমান সাওয়াল সম্পন্ন করবো। আসামী পক্ষের সুযোগ্য উকীল মহাশয় বয়সে তরুণ হোলেও প্রবীণের বিচক্ষণতার সহিত গুটি দুয়েক ইঙ্গিত সাক্ষীর জেরায় করিয়াছেন। প্রথমতঃ হয়ত তিনি বলতে চেষ্টা করবেন আসামী আত্মরক্ষার জন্য মৃত ব্যক্তির পিস্তল নিয়ে তাকে হত্যা করেছে। কিন্তু মৃত ব্যক্তির পক্ষে আক্রমণ বা ভয় প্রদর্শন কোন কিছুই প্রমাণে উপস্থিত হয়নি। অপর পক্ষে,

আমি আপনাদের কাছে নিবেদন করছি। সাক্ষী লছমনের জেরা ও জবানবন্দী প্রণিধান করলেই আপনারা উপলব্ধি করতে পারবেন যে আত্মরক্ষার জন্য দুটি গুলি দ্বারা আহত ও ভূপতিত ব্যক্তিকে ছুটে গিয়ে পুণরায় তৃতীয় গুলি করবার প্রয়োজন হয় না। কাজেই আসামীর পূর্ব্বাপরই সঙ্কল্প ছিল মৃত বুলাকী প্রসাদকে একেবারে হত্যা করা। সে বিষয়ে সন্দেহের কিছু মাত্র অবকাশ নেই। কোনরূপ কোন আখেজ বা ঈর্ষা বা অসূয়া আসামী পক্ষ হ'তে প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। মৃত ব্যক্তির হয়তো এই একমাত্র অপরাধ যে কালনাগিনী হত্যাকারিণীকে সে জননী সম্বোধনে বিভূষিত করেছিল এবং সুদীর্ঘ দশ বৎসরের ভিতর তাহার নিকট হইতে ক্রূর ও বিষময় দংশন প্রত্যাশা করেনি। হ্যাঁ, আর একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। হয়তো আসামী পক্ষ থেকে আপনাদের সমক্ষে উপস্থিত করা হবে—এ একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র—

একজন উকীল। না না, কি বলেন!

স-উকীল। হ্যাঁ নিশ্চয়! এরূপ ইঙ্গিত বাতুলতা ছাড়া আর কি। (হাসিতে হাসিতে) দৈব দুর্ঘটনায় তিনবার গুলি হওয়া সম্ভব কিনা এবং দৌড়ে গিয়ে শেষবার গুলি করা সম্ভব কিনা—তা আপনারাই বিচার করে দেখবেন। অতঃপর আসামীর অপরাধের সম্বন্ধে সন্দেহ যখন কিছুই নেই তখন আপনাদের বিচার কর্ত্তে হবে আসামী কোন্ ধারা অনুসারে অপরাধী, ৩০২ বা ৩০৪? ৩০২ Culpable Homicide amounting to murder বা ৩০৪ Culpable Homicide not amounting to Murder.আপনারা পেয়েছেন যে আসামী দু'বার গুলিকরার পরেও ভূপতিত বুলাকীপ্রসাদকে পূর্ব্বে

গিয়ে গুলি ক'রেছিল। কাজেই সে ৩০২ ধারা অনুসারে অপরাধী, কেন না সে প্রাণ নেবার জন্য কৃত সঙ্কল্প ছিল। এবং প্রাণ না নিয়ে সন্তুষ্ট হয়নি। মাননীয় জজসাহেব বাহাদুর এ সম্বন্ধে সবিশেষ সবিস্তারে বুঝিয়ে দেবেন। আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি আমার সওয়াল শেষ করছি।

বিকাশ। কদ্দুর ?

[সদম্ভে বসিল। বিকাশ প্রবেশ করিল। উকিলগণ উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্মান প্রদর্শন করিল। জজসাহেব উপর হইতে মাথা নাড়িলেন। বিকাশ হাসিয়া মাথার টুপি খুলিয়া লইল। বিকাশ বসিতে বসিতে বলিল]

বিমল। Prosecution Argument হয়ে গেছে।

[সরকারী উকিল জল খাইতেছিল, তাহা দেখিয়া বিকাশ বলিল]

বিকাশ। খুব জোর লাগিয়েছেন বুঝি ?

স-উকীল। না, সংক্ষেপে সেরেছি।

বিকাশ। জলখাবার বহর দেখেতো তা মনে হচ্ছেনা।

জজ্! Mr. Chowdhury, আপনি কি আসামীর পক্ষে উপস্থিত নাকি ?

[বিকাশ দাঁড়াইয়া]

বিকাশ: আজ্ঞে না, শ্রীমান বিমলের আজকে প্রথম মামলার প্রথম সওয়াল কিনা ? সেটা শোন্‌বার লোভ সাম্‌লাতে পার্‌লাম্ না

জজ্। Oh, I See. পিতৃস্নেহের উদ্বেগ বুঝি।

বিকাশ। আজ্ঞে হ্যাঁ, কতকটা তাই।

[বিকাশ আসামীর দিকে চাহিল—করুণা মুখ ফিরাইয়া লইল]

এই তোমার argument এর note !

বিমল। কোন Instruction নেই।

বিকাশ। কেন ?

বিমল। কি জানি !

বিকাশ। নিজের মন দিয়ে যতটা পার আসামীর মনটাকে বুঝে নেবে, নিজেকে আসামীর সঙ্গে identify ক'রে নেবে—বুঝলে ?

[বিমল উঠিয়া দাড়াইয়া]

বিমল। May I begin your honour ?

জজ। Oh, Sure !

[বিমল গলা ঝাড়িয়া]

বিমল। May it please your honour—মাননীয় জুরি মহোদয়গণ, মামলাটীর ঘটনা অন্ধকারে আবৃত। আমার মক্কেল আমার একান্ত অনুরোধেও ঘটনা সম্বন্ধে একটী কথাও আমায় বলেন নি। একটু আগেই হয়তো আপনারা লক্ষ্য ক'রেছেন, যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হ'য়েছিল তার কিছু বল্‌বার আছে কিনা। উত্তরে তিনি শুধু মাথা নেড়েই জানিয়েছিলেন—না তার বল্‌বার কিছু নেই। কাজেই আসামীর পক্ষ থেকে এই মামলার ওপর নূতন আলোক সম্পাত কর্‌বার সাধ্য আমার নেই। ৩০২ ধারায় মামলা আইনতঃ প্রমাণিত হ'য়েছে—মাননীয় সরকারী উকীল মহাশয় তাঁর অকাট্য যুক্তি দিয়ে সেটি আপনাদের কাছে উপস্থিত করেছেন। আর ঐ নীরব অপরাধিনীর পক্ষ সমর্থন কর্‌তে দাঁড়িয়ে, ঘটনা সম্বন্ধে অজ্ঞ অন্ধ উকীল আমি এই অপরাধের কোন কারণ সম্বন্ধে ইঙ্গিতও ক'র্‌তে পার্‌ছি না। কিন্তু একটা কথা আমার 'কেবলই মনে হ'চ্ছে—কারণ সম্বন্ধে এই যে অন্ধকার তাতে রজ্জুতে সর্প ভ্রম হওয়া কিছু মাত্র আশ্চর্য্য নয়। মামলার ঘটনার বিচারক আপনারা—আপনাদের সিদ্ধান্তই মহামান্য জজ বাহাদুর মেনে নিতে বাধ্য। সেই ঘটনা সম্বন্ধে

আপনাদের বিচার বুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টি যদি কিছুমাত্র আচ্ছন্ন হয়, তা হ'লে তার ফলাফল আমার মক্কেলের পক্ষে যে কিরূপ গুরুতর হবে সেটা আমার বলা নিষ্প্রয়োজন। এ হত্যাকাণ্ড যে এর দ্বারাই হ'য়েছে—তার চাক্ষুস প্রমাণ আছে। কিন্তু যে কারণে বা যে উদ্দেশ্যে এই নিষ্ঠুর কার্য্য ইনি ক'রেছেন সেটা না জান্‌লে নিরপেক্ষ বিচার কি সম্ভব? যদি আত্মরক্ষার জন্য—আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য এ কাজ ক'রে থাকেন তা হ'লে আইনের চক্ষে ইনি নিরপরাধ। যদি উত্তেজনার বশেই একাজ হ'য়ে থাকে—যাতে মানুষের সাময়িক উন্মাদনা আসে, যাতে মানুষের বিচার বুদ্ধি লোপ পায়, মানুষের হিতাহিত ভবিষ্যৎ দৃষ্টি অন্ধ হ'য়ে যায়—তা হ'লেও এর অপরাধ ৩০২ ধারা অনুসারে প্রমাণিত হয় না। দৈব-দুর্ঘটনার কথা নাই বা বল্‌লাম। কারণ সম্বন্ধে কোন প্রমাণ আপনাদের কাছেও নেই। কাজেই সেই সম্বন্ধে দৃষ্টি আমার যেমন আচ্ছন্ন—আপনাদেরও তেমনি আচ্ছন্ন। বিচারের দায়ীত্ব আপনাদের—আমার নয়। কাজেই অন্ত দৃষ্টিতে যা দেখ্‌ছি তা আমি নিবেদন করব। তার যুক্তি হয়তো evidence act অনুসারে আপনাদের মনে লাগবে না। কিন্তু সেটুকু না শুন্‌লে এবং সে অনুসারে বিচার না কর্‌লে—বিচারকের দায়ীত্ব আপনাদের পালন করা হবে না।

[এই বলিয়া সে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিল এবং আসামীর কাছে দাঁড়াইল। করুণা মাঝে মাঝে তাহাকে স্পর্শ করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল]

ইনিই এ মামলার আসামী। এর পরণে আছে একখানা ছেঁড়া গৈরিক—সমস্ত দেহে ত্যাগ ও বৈরাগ্যের ছাপ। আর ঐ প্রশান্ত মুখে আছে একান্ত আত্ম-সমর্পণ।

[সরকারী উকীলের দিকে তাকাইয়া]

এগুলি চাক্ষুস প্রমাণ—evidence act এর গণ্ডীর বাইরে এখনো কিছু বলিনি।

স-উকীল। That's matter of opinion. ব'লে যান—ব'লে যান—

বিমল। মামলার প্রমাণের ভার যাঁদের ওপরে—এই ত্যাগব্রতধারিণী মহিলার বিরুদ্ধে তাঁরাও কোন উদ্দেশ্য আরোপ কর্ত্তে পারেন নি, কিন্তু ঘটনাতো র'য়েছে। আত্মরক্ষার জন্য হোক—আত্মমর্য্যাদা রক্ষার জন্য হোক—কোন উত্তেজনার বশেই হোক—বা লোভ পরবশেই হোক—কিংবা হিংসার বশেই হোক—কাজটি হ'য়েছে। এর কোন্‌টা সত্যি কারণ, তা আমরা কেউ জানি না। অন্য কেউ না জান্‌লেও না ভাবলেও কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই। কিন্তু মাননীয় জুরীমহোদয়গণ, আপনারা যদি এ কারণটুকু মনে মনে কল্পনা ক'রে একটা কিছু স্থির ক'রে না নেন, তা হ'লে আপনাদের বিচার হবে না। হত্যা সব সময়েই হত্যা নয়। অনেক হত্যাকারীকে আজও আমরা সসম্মানে পূজো ক'রে থাকি। আপাতঃ দৃষ্টিতে সেটা হত্যা—সেই রকম হত্যাই সমর্থনের জন্য কুরুক্ষেত্রে গীতার সৃষ্টি হ'য়েছিল। তা হ'লে কারণ এবং ফলাফলই হত্যাকে কোন সময় ঘৃণ্য, কোন সময় পূজ্য ক'রে থাকে। এবং এই দুটি বিষয়ের জন্য আপনাদের অন্তর্দৃষ্টিকে ব্যবহার কর্ত্তে হবে।—

[বিমল নিজের অজ্ঞাতসারেই আসামীর কাঠগড়ায় হাত দিল। করুণা অতি সন্তর্পণে সে হাতের উপর নিজের হাত রাখিল]

আমি দেখ্‌ছি, সাম্‌নে বিচারের জন্য উপস্থিত এক গেরুয়াধারিণী মহিলা—যার মুখে চোখে সর্ব্ব অবয়বে ত্যাগ মূর্ত্তিমান হ'য়ে উঠেছে। এ বিচারের ফলে হয়তো তাঁকে দুদিন বাদেই সংসার

থেকে বিদায় নিতে হবে জেনেও তাঁর মুখে বিন্দুমাত্র মলিনতা বা উদ্বেগের প্রকাশ নেই। আমি দেখতে পাচ্ছি, আমার চোখের সাম্‌নে এক প্রশান্ত মৌনব্রতধারিণী মাতৃমূর্ত্তি যার পৃথিবীর কারো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য বিন্দুমাত্র চেষ্টা নেই। কেন এই নীরবতা? কিসের এই অভিমান? এই সংসারে যেখানে কোটি কোটি মানুষ, কত না মমতার আকর্ষণে, কত না সাধের সাধনায়, কত না সৎ অসৎ কর্ম্ম ক'র্‌ছে। ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই, বিতৃষ্ণা নেই। এই সংসার ছেড়ে যাওয়ার এত আগ্রহ কেন? এতে এই কথাটাই আপনা থেকে মনে হয় না কি যে সংসারের কাছ থেকে সে এমন কিছু পায়নি, যার জন্যে এ সংসারের ওপর বিন্দুমাত্র আকর্ষণ হোতে পারে। হয়তো সংসার অত্যন্ত নির্ম্মম এবং নিষ্ঠুর ভাবেই একে নিয়ত নিষ্পেষণ কর্‌ছে। যাকে আপনার ব'লে আঁকড়ে ধ'র্‌তে গেছে—তার কাছেই পেয়েছে অত্যাচার, অবিচার, অবহেলা। হয়তো তার সুখের ঘর সমাজ আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে, হয়তো তার স্বামী-পুত্র আপনার জন তাকে, নিদারুণ মর্ম্মবেদনা দিয়েছে—হয়তো বন্ধু তাকে প্রবঞ্চনা ক'রেছে—আশ্রয়দাতা অত্যাচার করেছে। সে কেবলই দেখেছে নিয়মের নামে অনাচার—স্নেহের নামে অত্যাচার—নীতির নামে লাঞ্ছনা! তাই আজ, যে সংসার সে দেখেছে সেই সংসার ছেড়ে যেতে তার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই। যে দেহ-মন নিয়ত অশেষ অত্যাচার সহ্য ক'রেছে, সেই ক্লান্ত বিষাক্ত দেহমন বাঁচিয়ে রেখে বহন ক'রে বেড়াতে আজ তার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। মৃত্যুকে মানুষ ভয় ক'রে কেন? মৃত্যুর পরে কি—সেটা তার অজানা বলে। আজ সেই অন্ধকার—সেই অজানাই তার বর্ত্তমানের চেয়ে

প্রীতিকর ব'লে মনে হ'চ্ছে, আজ মৃত্যু তার কাছে দণ্ড নয়—আশীর্ব্বাদ! তার মনে হচ্চে—জ্বালা জুড়ুবে। এই মুখ দেখে আমার কেবলই মনে হচ্চে সে যেন মনে মনে কৃতাঞ্জলি-পুটে সজল নেত্রে দুঃখহারী ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্‌ছে—ঠাকুর, আমায় মুক্তি দাও—নিষ্কৃতি দাও—আমার যন্ত্রণার শেষ কর'

[বলিতে বলিতে সে কাঁদিযা ফেলিল। একটু আত্মসম্বরণ করিয়া বলিল]

মাননীয় জুরী মহোদয়গণ, আমার আর কিছু বল্‌বার নেই। কেবল একটি কথা আপনারা মনে রাখবেন এখানে আপনারা বিচারক, শ্মশান বন্ধু নন্!

[করুণাময়ী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু চাপিয়া ধরিল। জজ্ বিকাশের দিকে তাকাইয়া বলিল]

জজ্। High strong। Isn't it? বড় ভাব প্রবণ।

বিকাশ। (গম্ভীর ভাবে) হু !—With your permission.

[বলিয়া উঠিল]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[বার লাইব্রেরীর একটি ছোট ঘর বিমল টেবিলে মাথা গুজিয়া বসিয়াছিল বিকাশ আসিয়া সস্নেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল]

[বিমল মাথা তুলিল এবং চোখ মুছিয়া হাসিবার চেষ্টা করিল।]

বিকাশ। বিমল!

বিকাশ। [হটাৎ হাসিয়া] বেশ হয়েছে, তোমার বলাটা ভাল হয়েছে।

বিমল। ভাল হয়েছে বাবা? তুমি বলে দিলে না নিজের মক্কেলের সঙ্গে Identify করে নিতে হবে, এক করে নিতে হবে; আমি ভাবলাম কি ওর মনের ভাব হতে পারে—ভাবতে ভাবতে

আমার মনে হতে লাগল কে যেন আমার বলে দিচ্ছে, আর আমি বলে যেতে লাগলাম।

বিকাশ। That's inspiration—আমি নিজেও moved হ'য়েছিলাম, বেশ একটু বিচলিত হয়েছিলাম।

বিমল। তা হলে বোধ হয় জুরিরা দোষী নাও বলতে পারে—

বিকাশ। এঃ একবারে ছেলে মানুষ ! আমি জুরিদের চখের জল ফেলে পরে দোষী বলতে দেখেছি, আবার ষোল আনা প্রমাণের বিরুদ্ধে ও নির্দোষী বলতে দেখেছি এটাই হচ্ছে Lottery of Trial —চল চল এখন বাড়ী চল।

বিমল। না বাবা, আমি Verdict শুনে যাব।

বিকাশ। Further Shok টা তুমি না পাও তার জন্যই যেতে বলছিলাম।

[সরকারী উকিল ও একজন জুনিয়ার উকিল প্রবেশ করিল]

জুঃ উকিল। Bad luck বিমল। যাক তোমার Argument Fine হয়েছে।

সরঃ উকিল। Mr. chowdhury, ও আপনার নাম রাখবে।

বিমল। কি Verdict হল।

জুঃ উকিল। Guilty.

বিমল। Unanimous ?

জুঃ উকিল। হ্যাঁ !

[বিমল উঠিয়া দাড়াইয়াছিল ধপ করিয়া বসিয়া পড়িল এবং কাঁদিতে লাগিল বিকাশ তাহার পিঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিল]

বিকাশ। Now—Now Whats—That ওকি খোকা ? ছিঃ।

সঃ উকিল। ও প্রথম প্রথম হয়, পরে কড়া পড়ে যাবে। আমারও মশাই প্রথম এই রকম একটা Undefended case করে

accused এর হল জেল। ঘুম হয় না মশাই, গাটের পয়সা খরচ করে শেষে Appeal করলাম।

বিমল। আমি ও Appeal করব।

বিকাশ। That's a lost case. এ মামলার কিছু হবে না।

সঃ উকিল। খোকা, তোমার Cliant কোনও instruction দিলে না, এখন ত যা হবার হয়েই গেছে।

বিমল। আমি একবারটী যাই একবারটী জিজ্ঞাসা করি সংসারের ওপর তার কেন এ অভিমান।

[অশোকের প্রবেশ]

অশোক। আরে এই যে তোমরা। আমি অফিসের কাজে Attorney আপিসে গিয়েছিলাম। কাজটা হয়ে গেল। মনে করলাম Bar library তে যাই তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে ফিরব। গিয়েই শুনি যে তুমি Alipur গেছ। মনে পড়ল-ও-হো আজতো খোকার Argument—অমনি রওনা হলাম। তারপর ?

অশোক। হয়ে গেছে বোধ হয় সব ?

বিমল। হ্যাঁ কাকা বাবু, সব হয়ে গেছে।

[দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিল]

অশোক। এঃ আমার সময়টা হল' না হে ? খালি দৌড়ে আসা সার। আচ্ছা এক সঙ্গে ফেরা যাবে চল।

বিমল। আপনারা যদি দুটো মিনিট অপেক্ষা করেন তাহলে Court Cell এ আমি আসামীর সঙ্গে একবারটী দেখা করে আসি।

অশোক। এখন আবার সেখানে কি হবে ?

বিকাশ। বড্ড Moved হয়েছে। Appeal টাপিল করবে Mercy-টার্সির ব্যবস্থা করবে—অবশ্যি গাটের পয়সা খরচ করবে।

বিমল। বাবা Appeal করাতে পারলে তুমি high court এ caseটা করবে।

বিকাশ। আচ্ছা আচ্ছা সে হবে। চল বাড়ী যাই।

বিমল। আমি একবারটী দেখা করে আসি।

বিকাশ। কি পাগল তাড়া কিসের। অনেক Techicality আছে দু'চার দিন পর দেখা করে Appeal এর ব্যবস্থা করলেই হবে।

বিমল। না আমি শুধু জিজ্ঞাসা করব কে সে যে একাজ করেছে? আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্ছে না যে ঐ মূর্ত্তি কখনো এমন নির্ম্মম হত্যাকারিণী হতে পারে।

বিকাশ। আচ্ছা আমরা বাইরে অপেক্ষা করছি, তুমি চট্ পট্ সেরে এস।

[বিমল ছুটিয়া গেল]

বিকাশ। বড্ড Sentimental.

অশোক। বাপকা বেটা তো।

[তারা দরজার দিকে অগ্রসর হইল]

তৃতীয় দৃশ্য

(কোর্ট সেল)

[কোর্ট সেল। লোহার গারদের ফাঁক দিয়া সেলের ভিতর অল্প অল্প আলো ভেতর প্রবেশ করিতেছিল। উপরের গুল গুলির ভেতর দিয়ে ঢলে পড়া সূর্য্যের রশ্মি মেঝে আসিয়া পড়িয়াছিল। কল্পনা দুহাতে বুক চাপিয়া বসিয়া ছিল। দ্বার প্রান্তে পুলিশ কনেষ্টেবলকে দেখা যাইতে ছিল। বিমল আসিয়া গারদের সম্মুখে দাড়াতেই কনেষ্টেবল অহাকে সেলাম করিয়া বলিল]

[বিমলের প্রবেশ]

কনেষ্টবল। আপীল করিয়েগা হুজুর?

বিমল। নেহি। এ্যাসাই কুছ বাৎচিৎ হ্যায়।

[কনেষ্টবল দরজা খুলিয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বিমল ঘরের ভিতর প্রবেশ করিল। করুণা উঠিয়া দাড়াইল। তাহার সর্ব্ব শরীর কাঁপিতেছে।]

বিমল। দাড়ালেন কেন বসুন, বসুন বসুন।

[করুণার মুখে হাসি চোখে জল। বিমলের হাত ধরিয়া বলিল]

করুণা। বাবা।

বিমল। আপনি ব্যস্ত হবেন না মা, আমি এর আপিল করব।

করুণা। না বাবা, এ আমার আশীর্ব্বাদ। আমি তার জন্য ব্যস্ত নই।

বিমহ। তা আমি বুঝতে পেরেছি মা।

[কিয়ৎক্ষণ উভয়ে নিরব থাকিয়া বিমল পাশে বসিয়া বলিল]

আমি শুধু একটী কথা জিজ্ঞাসা করতে এসেছি মা আপনার কেন এ অভিমান? এ সংসার ছেড়ে যেতে এ আগ্রহ কেন?

করুণা। আমার সব কথা তো তুমি জেনেছ বাবা বলেছও সব।

[এই বলিয়া করুণা চোখের চশমা খুলিয়া ফেলিল]

বিমল। আমি বাল্যকালেই মা হারিয়েছি। তার কথা, তাব মূর্ত্তি আমার মনেও নেই। আমাদের ঘরে তার একটা ছবিও নেই। কল্পনায় আমার মনে যে মূর্ত্তি এঁকেছি আমি ঠিক আপনার সঙ্গে মিলিয়ে পাচ্ছি।

করুণা। তুমি বড় ভাল ছেলে বাবা, তোমার মা বড় হতভাগিণী এমন ছেলেকেও তার ছেড়ে দিতে হ'য়েছে।

বিমল। এর ওপর ত কারুর হাত নেই। কাকে কখন নিয়ে যাবে।

করুণা! কাকে কোথায় নিয়ে যাবে। নিয়তি!

বিমল। আমার বড় জানতে ইচ্ছে করে—কেন আপনার এ অবস্থা।

করুণা। নিয়তি!

বিমল। এ সংসারে আপনার আপন জন কি কেউ নেই যারা আপনার

বিপদকে নিজের বিপদ মনে করে পাশে এসে দাঁড়াতে পারে? যারা আপনার দুঃখে এক ফোঁটা চোখের জল ফেলতে পারে।

করুণা। থাকবে না কেন বাবা! এই তো তুমিই আছ। আমার মহাবিপদের দিনে তুমিই এসে পাশে দাঁড়িয়েছ। আমার জন্য চোখের জল ফেলছ।' এইত তুমিই আছ—এইত তুমিই আছ—খোকা তুমিই আছ।

বিমল। খোকা! আমার ডাক নাম জানলে কি করে মা?

করুণা। আদালতে সওয়াল করবার সময় তুমিই বা আমার মনের কথা কি করে জেনেছিলে বাবা। সব ছেলেই তার মায়ের কাছে খোকা। খোকা-খোকা-খোকা—

বিমল। মা, মা, মা! আমার যেন ডেকে আশা মিট্‌ছে না। মনে হচ্ছে তুমি যদি সত্যি আমার মা হতে?

করুণা। তা হলে আরো কত দুঃখ পেতে বাবা।

[বিমলের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিল]

তোমার ভাল হোক, তোমার কল্যাণ হোক—দিকে দিকে তোমার যশ হোক্—ঘরে বাইরে তোমার শান্তি হোক্। আমি যেন জন্ম জন্ম তোমার বালাই নিয়ে এম্‌নি করে মরি।

বিমল। তুমি কি বলছ মা।

করুণা। [হাসিয়া] আমি তোমার ভিখিরী মক্কেল, তোমায় তো কিছুই দিতে পারিনি বাবা—তাই একটু মায়ের আশীর্ব্বাদ দিয়ে গেলাম। (আমার যদি কোন সৎকর্ম্ম থাকে—আমার যদি আশীর্ব্বাদ করবার কোন অধিকার থাকে তাহলে আশীর্ব্বাদ করে যাচ্ছি বাবা), আমি যত দুঃখ জীবনে পেয়েছি তুমি তত সুখ পাও।

[বলিয়া দুই হাতে নিজের বুক চাপিয়া ধরিল]

বিমল। বুকে কোন কষ্ট হচ্ছে ?

করুণা। না কষ্ট কিছু নয়। তুমি যাও বাবা, তোমার বাবা দাঁড়িয়ে রয়েছেন—তিনি ব্যস্ত হবেন।

বিমল। না ব্যস্ত হবেন কেন ?

করুণা। না, ব্যস্ত তিনি হবেন। তোমার জন্যে যে তাঁর কত উদ্বেগ—সে তো আজ তাঁর কোর্টে ছুটে আসাতেই প্রকাশ পেয়েছে।

বিমল। হ্যাঁ তা বটে। বাবার ইচ্ছে যে তিনি সব সময়ই আমায় চোখে চোখে রাখেন। পিসিমা বলেন যে আমার মা নেই বলেই তিনি অত ব্যস্ত হন্।

করুণা। হবে না বাবা ! দুজনের দায়ীত্ব যে তার ঘাড়ে।

[নেপথ্যে অশোক ও বিকাশ আসিয়া দ্বারপ্রান্তে দাঁড়াইল]

বিকাশ। [নেপথ্যে] এস বিমল, আর দেরী কোরো না।

করুণা। যাও বাবা, উনি ডাকছেন।

[উভয়ে উঠিয়া দাঁড়াইল]

বিমল। [রুদ্ধ কণ্ঠে] আসি মা !

করুণা। ছিঃ বাবা, চোখের জল ফেলনা। হাসি মুখে যাও।

[বিমল চোখ মুছিল। এবং করুণার মুখের দিকে চাহিয়া হাসিবার প্রয়াস করিয়া পিছন ফিরিল। করুণা বুকে হাত চাপিয়া দাড়াইয়াছিল বিমল কিছুদূর অগ্রসর হইলে ডাকিয়া কহিল]

আর একটা কথা তোমায় বলা হয়নি।

[বিমল ফিরিয়া আসিল]

বিমল। কি মা ?

করুণা। আমি তো বলেছি বাবা, আমি তোমার ভিখিরী মক্কেল আমি সত্যি ভিখিরী, আমার একটা ভিক্ষা আছে।

বিনল। কি চাই তোমার—বল মা।

করুণা। তুমি দেবে ত বাবা ?

বিমল। আমি তোমায় মা বলেছি—তোমায় অদেয় আমার কিছু নেই।

করুণা। তুমি আমায় মা বলেছ—মায়ের অধিকারটুকু আমায় দাও। আমার নিজের সন্তানের মত আমার বুকে এস—আমি তোমার মাথায় হাত দিয়ে আর একবার আশীর্ব্বাদ করি।

[বিমল বুকের কাছে আসিল করুণা তাহাকে দুই হাতে জড়াইয়া ধরিল]

অঃ খোকা—খোকা—আমার খোকা।...আমি তোমার সত্যিকারের মা হলে তোমার কপালে ছোট্ট একটী চুমু খেতাম। না খোকা ?

বিমল। আমার মনে হচ্ছে যেন তুমিই আমার সত্যিকারের মা।

করুণা। আমি সত্যিকার মা। আমার খোকাকে বুকে নিয়ে আমি ডাকছি ঠাকুর—

[বলিয়া চুম্বন করিল। বিমল করুণার বক্ষে মুখ লুকাইয়া রাখিয়াছিল—ঘুলঘুলির আলো আসিয়া করুণার মুখে প'ড়িয়াছিল। বিকাশ ও অশোক অতি ব্যস্ত হইয়া কক্ষে প্রবেশ করিল। মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিল। বিকাশ চক্ষু বিস্ফারিত হইয়া গেল]

[অশোক ও বিকাশের প্রবেশ]

অশোক। একি ?

[অশোক একি বলিতে বিকাশ তাহাকে থামাইয়া দিল। করুণা মাথা নাড়িয়া জানাইয়া দিল কিছু বলি নাই। অশোকের কথা শুনিয়া বিমল মাথা তুলিয়া মুখ ফিরাইতেই—করুণা বুক চাপিয়া মেঝেয় লুটাইয়া পড়িল]

বিমল। একি, একি, একি !

[অশোক ও বিকাশ অগ্রসর হইয়া আসিয়া করুণার শ্বাসকষ্ট দেখিয়া ব্যাপারটা বুঝিতে পারিল এবং পরস্পর মুখের দিকে চাহিল]

বিমল। বাবা দেখুন ত—একবারটি দেখুন ত।

অশোক। বিমল তুমি শীঘগির যাও কাউকে ডাক্তার ডাকতে পাঠাও।

[বিমল ছুটিয়া গেল]

[বিকাশ তাড়াতাড়ি বসিয়া করুণার মাথা কোলে তুলিয়া বলিল]

বিকাশ। তোমার এমন অভিমান! তুমি একি করলে! করুণা একি করলে।

করুণা। আমি তোমার বালাই নিয়ে, খোকার বালাই নিয়ে মর্‌ছি। তুমিই বলেছিলে—আজ থেকে পনর বছর পরের কথা মনে কর খোকা বড় হয়েছে—সংসারে তার প্রতিষ্ঠা হয়েছে। তার আত্মীয় বেশী শত্রুরা আমার দিকে আঙ্‌ুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—ঐ ঐ তোমার কুলত্যাগিনী মা।

অশোক। কে তোমায় কুলত্যাগিনী বলবে?

করুণা। কার মুখ তোমরা চাপ দেবে? তুমি ত জান অশোকদা, আমার কোষ্ঠীতে ছিল আমি চির দুঃখিনী হব—

অশোক। ও কথা আর বলনা করুণা—ওকথা আর বোলো না।

করুণা। আর বলবনা। একমাস কোন কথা বলিনি আজ একটু বেশী করে বলতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু কথা জড়িয়ে যাচ্ছে আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।···খোকা কই খোকা?

বিকাশ। কি কষ্ট তোমার হচ্ছে বলনা।

করুণা। কোন কষ্ট নাই।

[বলিয়া ঘন ঘন শ্বাস হইতে লাগিল]

অশোক। অমন কচ্ছ কেন? হার্টে কোন কষ্ট হচ্ছে?

করুণা। এত সুখ আমি সইতে পাচ্ছি না। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। খোকা, খোকা।

অশোক। খোকা ডাক্তার আনতে গেছে এই এল বলে।

করুণা। আমি তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না।

[বিকাশ মুখ বাড়াইল চক্ষে তাহার জল]

করুণা। ছিঃ কেঁদনা, আমি খোকাকে কিছু বলিনি। তোমরাও বলনা

(আপনমনে বলিয়া যাইতে লাগিল) আজ থেকে পনর বছর পরের কথা মনে কর খোকা বড় হয়েছে—

বিকাশ। চুপ কর, চুপ কর। আর আমায় অপরাধী কোরো না।

করুণা। অপরাধ কারো নয়। নিয়তিরও নয়। সে এত দুঃখ দিয়েছিল বলেই আজ এত সুখ পেলাম দেখতে পাচ্ছি না কেন ? খোকা, খোকা !

[বিমল প্রবেশ করিল]

বিমল। ডাক্তার আসছে—ডাক্তার আসছে। start করেছে। [কাছে আসিয়া] এখন কেমন আছ মা ?

করুণা। খুব ভাল। আমি দেখতে পাচ্ছি না। একটু কাছে এস।

[বিমল কাছে আসিয়া করুণার বুকে হাত দিল করুণা হাত দুইখানি চাপিয়া ধরিল]

করুণা। তোমার বাবা বড় ভাল খোকা আমার দুঃখে তার বড় কষ্ট হচ্ছে তোমরা সবাই আমায় মাপ কর আমি যাই।

বিমল। মা, মা।

[বুকের উপর লুটাইয়া পড়িল]

বিকাশ। খোকা।

বিমল। বাবা।

বিকাশ। আপীল করবি নি ?

বিমল। কোথায় বাবা ?

বিকাশ। (উর্দ্ধে দেখাইয়া দিল)

বিমল। সে যে কারো কথা শোনেনা বাবা।

বিকাশ। হ্যাঁ সে নির্ম্মম, নিষ্ঠুর, দয়াময়।

বিমল। বাবা তুমি যাও।

বিকাশ। কোথায় ?

বিমল। বাড়ী যাও বাবা !

বিকাশ। হ্যাঁ হ্যাঁ বাড়ী ! (যাইতে যাইতে ফিরিয়া) খোকা তুই ওকে মা বলে ডেকেছিস ওর শেষ কাজ তুই কর—এ হচ্ছে মায়ের দাবী—

যবনিকা